Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট-২০০৫

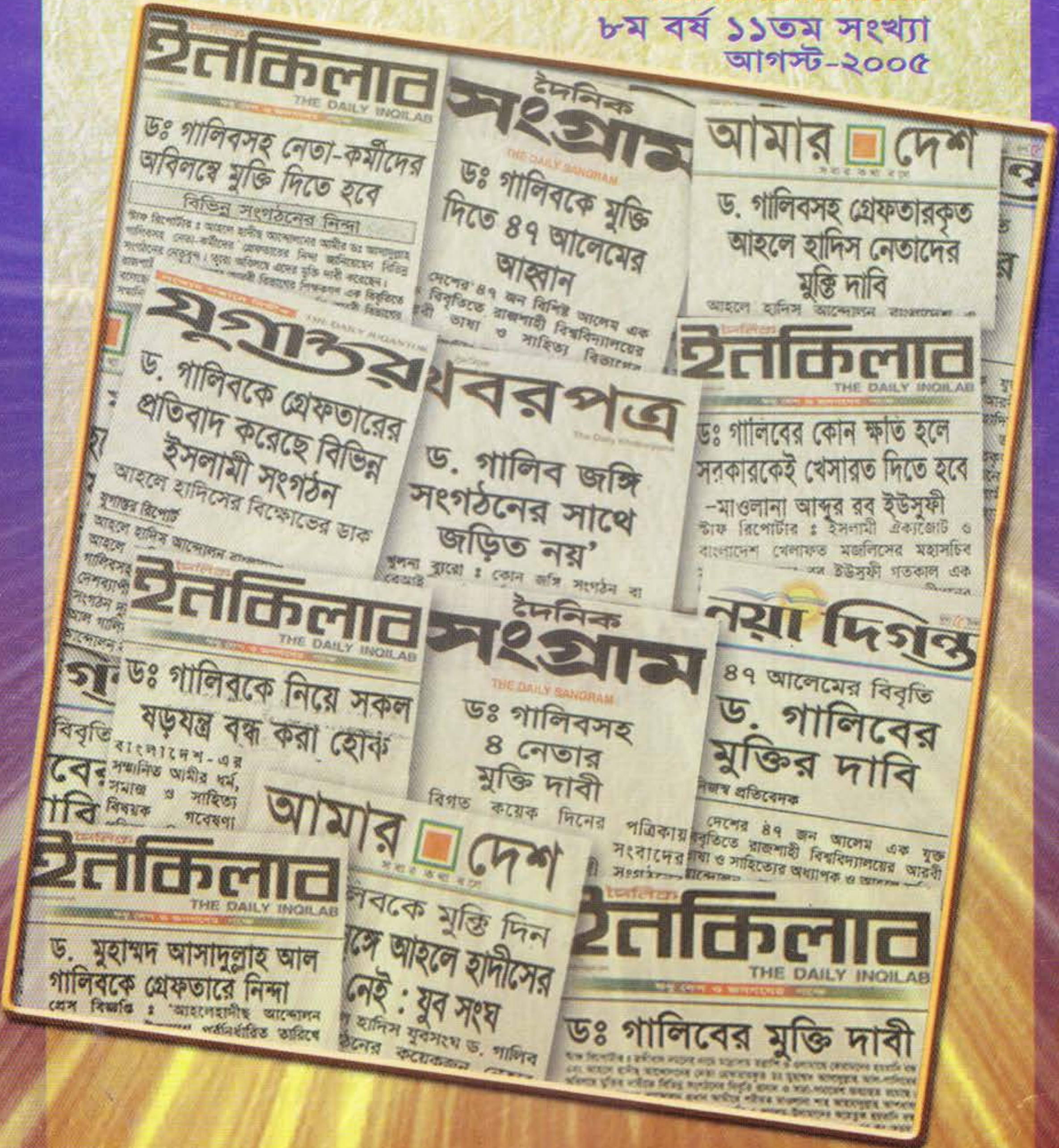

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ	১১তম সংখ্যা
জুমাদাছ ছানিয়া-রজব	১৪২৬ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪১২ বাং
আগষ্ট	২০০৫ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় — ০২
- প্রবন্ধঃ
  - ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ — ০৩
    -অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান *(৫ম কিস্তি)* — ০৬
    -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
  - ছবরঃ বিপদ হ'তে মুক্তির চিরন্তন সোপান — ১১
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - পেশাগত দায়িত্ব পালন ও জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতি — ১৩
    -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - দলীয় শাসনের স্বরূপঃ কতিপয় প্রস্তাবনা — ১৭
    -শামসুল আলম
- মনীষী চরিতঃ — ২২
  - আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)
    -নূরুল ইসলাম
- অর্থনীতির পাতাঃ — ২৮
  - ইবনে খালদূনঃ আধুনিক অর্থনীতির পুরোধা
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- কবিতাঃ — ৩০
  (১) নওগাঁ জেলে (২) হক্বের উত্থান
  (৩) শিক্ষা গুরু (৪) বন্দী ডঃ গালিব
  (৫) অবৈধ কারা
- মহিলাদের পাতাঃ — ৩২
  - স্মরণীয় ২২শে ফেব্রুয়ারীঃ একমাত্র সহায় আল্লাহ
    -উম্মে মারইয়াম
- সোনামণিদের পাতাঃ — ৩৫
- স্বদেশ-বিদেশ — ৩৭
- মুসলিম জাহান — ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় — ৪২
- সংগঠন সংবাদ — ৪৩
- জনমত কলাম — ৪৭
- প্রশ্নোত্তর — ৪৯

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা আগষ্ট ২০০৫

লন্ডনে বোমা হামলাঃ টার্গেট মুসলিম বিশ্ব

মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে লন্ডনের পাতাল রেল ও বাসে দু'দফা ভয়াবহ বোমা হামলা সারা বিশ্বকে তোলপাড় করে দিয়েছে। গত ৭ জুলাই'০৫ সকালের ব্যস্ততম সময়ে যখন কর্মব্যস্ত মানুষ স্ব স্ব কর্মস্থলে ছুটছিল তখন প্রথম বোমা হামলাটি হয়। সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি হামলায় কেঁপে ওঠে পুরো লন্ডন শহর। স্থানীয় সময় সকাল ৮-১৫ মিনিট থেকে ১০-২৩ মিনিটের মধ্যে পর পর আক্রান্ত হয় লন্ডনের কয়েকটি পাতাল রেল ও বাস। লিভারপুল স্ট্রিট, মুরগেট, ওবার্ন স্কয়ার ও এজওয়ার রোডের ভূগর্ভস্থ রেল ষ্টেশনের কোথাও রেলের ভিতরে কোথাও কিছুটা দূরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। কিংসক্রস ও রাসেল স্কয়ারে বোমার প্রচণ্ড আঘাতে উড়ে যায় দোতলা বাসের ছাদ। নিহত হয় অর্ধ শতাধিক ও আহত হয় সহস্রাধিক ব্যক্তি। তাৎক্ষণিকভাবে 'আল-কায়েদা ইন ইউরোপ' নামের একটি অখ্যাত সংগঠন এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে ওয়েবসাইটে বিবৃতি দেয়। উক্ত হামলার চৌদ্দ দিনের মাথায় ২১ জুলাই একইভাবে পাতাল রেল ও বাসে পুনরায় হামলা চালানো হয়। দ্বিতীয়বারের হামলায় অবশ্য তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। একজন মাত্র সামান্য আহত হয়। পরদিন ২২শে জুলাই মিসরের লোহিত সাগর তীরবর্তী সিনাই উপত্যকার নয়নাভিরাম অবকাশ কেন্দ্র 'শারম আশ-শেখ'-এ পর পর তিনটি গাড়ী বোমা বিস্ফোরণে অন্তত ৯০ জন নিহত ও দু'শতাধিক আহত হয়। নিহতদের মধ্যে ৮ জন বিদেশী পর্যটক, বাকী সকলেই মিসরীয়। এতদ্ব্যতীত ১২ জুলাই স্পেন ও লেবাননেও গাড়ী বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ২ জন নিহত ও লেবাননের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আহত হন।

সেভেন-সেভেন তথা ৭ জুলাই এর পরই শুরু হয় বৃটেন সহ ইউরোপের মুসলমানদের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ। প্রথম ৩/৪ দিন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও 'পর্যবেক্ষণ ক্যামেরার' ভিডিও চিত্রের ঠুনকো বরাতে এর জন্য দায়ী করা হয় পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত তিন বৃটিশ নাগরিক সহ মোট চারজন মুসলিম যুবককে। কোণঠাসা করা হয় পুরো মুসলিম কমিউনিটিকে। আক্রমণ করা হয় সেদেশের সাধারণ মুসলমানদের উপর। মুসলিম নারী ও শিশুরাও এদের হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পায়নি। বৃটেনের অন্যান্য শহরেও চলে এই নির্বিচার আক্রমণ। শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীরা রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে খুঁজে খুঁজে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। বাসা-বাড়ী থেকে ডেকে এনে স্ত্রী-সন্তানদের সামনেই মারধর করে পুরুষদের। অনুরূপভাবে স্বামী-সন্তানদের সামনেই লাঞ্ছিত করে মুসলিম নারীদের। শুধু তাই নয় এরা মসজিদের উপর আক্রমণ চালায় এবং ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ফলে মসজিদে মুছল্লীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে কমে যায়। এমনকি জুম'আর ছালাত আদায় করতেও সাহস হারিয়ে ফেলে নিরীহ মুসলমানরা। এমনিভাবে পুরো লন্ডন জুড়ে এক ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা ঘর থেকে বের হ'তে ভয় পায়। সন্দেহভাজন দেখা মাত্রই গুলীর নির্দেশ আরো বর্বর করে তুলে বৃটিশ প্রশাসনকে। পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত এক মুসলিম যুবককে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে চলার সময় ব্যাগে বোমা আছে সন্দেহে খুব কাছে থেকে গুলী করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আক্রমণ চালানো হয় নিউজিল্যান্ডের ৪টি মসজিদ সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের বিভিন্ন মসজিদে। এদিকে ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্য টম ট্যানক্রেডোর ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য হতবাক করেছে মুসলিম বিশ্বকে। কলারোডো থেকে নির্বাচিত ক্ষমতাসীন বুশের রিপাবলিকান দলের এই কংগ্রেসম্যান ১৫ জুলাই এক সাক্ষাৎকারে মক্কা-মদীনা সহ মুসলমানদের পবিত্র স্থান ও স্থাপনাসমূহ দখল করে নেওয়ার এবং এসব স্থানের উপর বোমা বর্ষণ করে ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছেন। তার মতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মাদরাসাগুলিতে নাকি সন্ত্রাসী তৈরী হচ্ছে এবং তিনি ও অন্যান্য মার্কিন নাগরিকরা ইসলামী উগ্রবাদীদের নতুন নতুন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন।

নাইন-ইলেভেনের পর সেভেন-সেভেন এখন বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ঘটনা। দু'টি ঘটনাই অভিন্ন খাতে প্রবাহিত। পৌনে চার বছর পূর্বে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কারা বোমা মেরে 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস করেছিল, তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। এমনকি বুশ প্রশাসন রহস্যজনক কারণে এ বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করতেও অস্বীকৃতি জানায়। এতে নাকি তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বহু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট বুশ তার দেশের বোমা হামলার তদন্ত না করলে অন্য কারো মাথা ব্যাথা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘটনা তখনই জটিলতর হয়, যখন প্রমাণহীনভাবে চোখ বন্ধ করে বোমা হামলার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের দায়ী করা হয়। আক্রমণ চালানো হয় নিরীহ মুসলমানদের উপর। দখল করে নেওয়া হয় স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তান ও ইরাকের মত দেশ। বোমায় বোমায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় মুসলমানদের ঐতিহ্যের স্মারক অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর-বন্দর-নগরী। বেসামরিক নর-নারী ও শিশুর রক্তে রঞ্জিত হয় অসংখ্য রাজপথ। অমানবিক, বর্বরোচিত ও লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয় নিরপরাধ মুসলমানদের বন্দী করে। আবু গারিব কারাগার, গুয়ান্তামো-বে বন্দী শিবির যার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

উল্লেখ্য যে, নাইন-ইলেভেন ঘটনার পিছনে ওসামা বিন লাদেনের হাত ছিল বলে যে প্রচারণা চালানো হয়, তা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানাওয়াট ছিল দীর্ঘ পৌনে চার বছর পর এসে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনীর বক্তব্য থেকে এটি আরও পরিষ্কার হয়েছে। গত ১৯ জুনের 'টাইম' ম্যাগাজিনে মার্কিন সরকারের এই দ্বিতীয় শীর্ষ ব্যক্তি স্বীকার করেছেন যে, 'ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসের সাথে জড়িত থাকার অকাট্য প্রমাণ নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। এ কারণেই তার অবস্থান সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র তাকে গ্রেফতার করতে পারছে না। কেননা তাকে গ্রেফতার করলে বিচার করতে হবে এবং যেহেতু সন্ত্রাসের সঙ্গে তার জড়িত থাকার অকাট্য প্রমাণ নেই তাই তাকে গ্রেফতার করলেও বিচারের পর মুক্তি দিতে হবে'। ২৩ শে জুন সিএনএন -এর সাক্ষাৎকারেও ডিক চেনী অনুরূপ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- নির্দোষ ওসামা বিন লাদেনকে ধরার অজুহাতে আফগানিস্তানের মত একটি স্বাধীন মুসলিম দেশকে এভাবে ধ্বংস করার এবং লক্ষ লক্ষ বেসামরিক মুসলিম নর-নারীর রক্তে হুলি খেলার বিচার কে করবে? বিশ্ব সন্ত্রাসী বুশ-ব্লেয়ারের বিচার কি কোন কালেও হবে না?

মূলতঃ ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী পৃথিবীব্যাপী যখন প্রকট হয়ে ওঠেছে, খোদ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনেও যখন এ দাবী জোরদার হচ্ছে, ঠিক সে মুহূর্তেই ঘটানো হ'ল সেভেন-সেভেনের লোমহর্ষক নাটকীয় ঘটনা। গোটা দুনিয়ার মনোযোগ অন্য খাতে প্রবাহিত করাই এর উদ্দেশ্য। পর্যবেক্ষক মহলের মতে যুক্তরাষ্ট্র-বৃটেনের তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান আরো প্রলম্বিত করা সহ এই অভিযানে তাদের সমর্থক বৃদ্ধি, ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী নাকচ এবং নতুন করে মুসলিম বিশ্বকে টার্গেট করাই এই হামলার উদ্দেশ্য। হামলার পরপরই কোন তথ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে মুসলমানদের দায়ী করা, ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসাবে আখ্যায়িত করা এবং মুসলমানদের উপরে নির্যাতন চালানো ইত্যাদিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর।

পরিশেষে আমরা লন্ডন, মিসর, স্পেন, লেবানন সহ সকল বোমা হামলার তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা জানাই। হতাহত বেসামরিক লোকদের স্বজনদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। সেই সাথে তীব্র প্রতিবাদ জানাই ইসলাম ও মুসলমানদের দোষারোপ করার এবং নিরপরাধ মুসলমানদের উপর নির্যাতনের। জানা আবশ্যক যে, অপরাধী-নিরপরাধ নির্বিশেষে মানুষ হত্যা বা নির্বিচারে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ইসলাম কখনো সমর্থন করেনা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅতের তেইশ বছর যাবত যে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন, সেখানে একটি নিরপরাধ মানুষও কখনো নিহত হয়নি। এখানেই অন্যান্য বিপ্লব ও সন্ত্রাসের সঙ্গে ইসলামী বিপ্লব তথা জিহাদের মৌলিক পার্থক্য। অন্যায়কে অন্যায় দিয়ে নয়, ন্যায় দিয়ে প্রতিরোধই ইসলামের লক্ষ্য। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

প্রবন্ধ

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

মূলঃ ডঃ নাছের বিন সুলাইমান আল-ওমর
*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৯ম কিস্তি)

বিজয়ের প্রত্যাশায় ছাড় প্রদান

আমি লক্ষ্য করেছি যে, বর্তমানে অনেক দাঈ এবং ইসলামী দল দ্বীন বিজয়ে আল্লাহ্র সাহায্য বিলম্বিত হ'তে দেখে বেশ উদ্বিগ্ন। একদিকে আল্লাহ্র দ্বীনের বিজয়ের প্রত্যাশা ও চূড়ান্ত সংগ্রাম; অন্যদিকে প্রচুর শ্রম ব্যয় ও যথেষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন লক্ষ্য অর্জিত হয় না, তখন প্রচারের আংশিক ফল লাভের প্রত্যাশায় তারা বেশ কিছু ছাড় দিয়ে বসে। এসব ছাড়ের প্রকৃতি ও মাত্রা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যা কখনও কম কখনও বেশী হয়।

এ গ্রন্থে আমি যে নীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, তার আলোকে বিজয়ের প্রত্যাশায় ছাড় দেওয়া সম্পর্কে কুরআনুল করীম থেকে অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছি। আমি তিনটি ঘটনা অবগত হ'তে পেরেছি, যেখানে কুরআন তার প্রতিবিধান করেছে এবং আমাদের জন্য এমন এক কর্মপন্থা এঁকে দিয়েছে, যাকে আশ্রয় করে পদস্খলন কিংবা বিচ্যুতি ছাড়া আমরা অনায়াসে চলতে পারব। আমি প্রতিটি বিষয় ও তার প্রতিবিধানের ফর্মুলা প্রথমে উল্লেখ করব এবং সব শেষে এ বিষয়ে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তার সারমর্ম তুলে ধরব।-

প্রথম বিষয় : সূরা কাফিরূনের শানে নুযূলঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল যে, তারা তাঁকে এত সম্পদ দিবে যা পেয়ে তিনি মক্কার ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হবেন, যে নারী তাঁর পসন্দ হয় তার সাথেই তাঁকে বিবাহ দিবে এবং তাঁর পিছনে সমর্থন যোগাবে। বিনিময় হ'ল তিনি তাদের প্রভুদের গালমন্দ করবেন না বা খারাপ কিছু বলবেন না। আর যদি তিনি তা একান্তই না পারেন তবে বিকল্প একটি প্রস্তাব আমরা পেশ করছি। তাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সেটা কি? তারা বলল, 'আপনি এক বছর আমাদের উপাস্য দেবতা লাত ও উয্যার ইবাদত করবেন, আমরা এক বছর আপনার মা'বূদ আল্লাহ্র ইবাদত করব'। তিনি উত্তরে বললেন, 'অপেক্ষা কর, দেখি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে কি বিধান আসে। তখন 'লাওহে মাহফূয' থেকে সূরা কাফিরূন অবতীর্ণ হ'লঃ

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ- لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ...

'(হে নবী) আপনি বলুন, ওহে কাফিররা, তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করি না'... *(কাফিরূন)*।

আল্লাহ আরও অবতীর্ণ করলেন,

قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُوْنِّى أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ... بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ-

'(হে রাসূল) আপনি (মুশরিকদের) বলুন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আমাকে আদেশ করছ, হে মূর্খরা?... 'আপনি বরং আল্লাহ্রই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের মাঝে থাকুন' *(যুমার ৬৪ ও ৬৬; তাফসীরে তাবারী ৩০/৩৩১ পৃঃ)*।

ইমাম তাবারী (রহঃ) আরও বলেন, ইয়াকূবের সনদে বাখতারীর আযাদ কৃত গোলাম সাঈদ বিন মিনা হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ওয়ালীদ বিন মুগীরা, আছ বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব ও উমাইয়া বিন খালফ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করে বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আসুন! আমরা আপনার মা'বূদের ইবাদত করি, আর আপনি আমাদের মা'বূদের ইবাদত করুন। এভাবে আমাদের সব কাজে আপনাকে অংশীদার করে নেই। ফলত যে দ্বীন নিয়ে আপনি আবির্ভূত হয়েছেন তা যদি আমাদের দ্বীন থেকে শ্রেষ্ঠ হয় তাহ'লে আমরা তাতে আপনার সাথে শরীক হ'তে পারব এবং তা থেকে আমাদের অংশ নিতে পারব। আবার আমাদের দ্বীন যদি আপনার দ্বীন থেকে শ্রেষ্ঠ হয় তাহ'লে আপনি আমাদের সাথে শরীক হয়ে আপনার অংশ গ্রহণ করতে পারবেন'। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা কাফিরূন নাযিল করলেন *(তাফসীরে তাবারী, ৩০/৩৩১ পৃঃ)*।

শানে নুযূলের এই ঘটনাগুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাদের খাতিরে কিছু ছাড় দিতে অনুরোধ করেছিল। বিনিময়ে তারাও কিছু ছাড় দিতে চেয়েছিল। এমনি করে তারা দু'পক্ষ এক বিন্দুতে মিলিত হ'তে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিল।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি তাদের সঙ্গে ঐক্যমত হ'তেন এবং তাদের নিকট আগে আল্লাহ্র ইবাদতের দাবী করতেন, তাহ'লে তারা ইবাদত করতে গিয়ে ইসলামকে ভালমত জানত ও বুঝত। ফলে তারা আর ইসলাম বিমুখ হ'ত না। এতে ইসলামের একটি বড় অর্জন তথা বিজয় নিশ্চিত হ'ত। দূর হ'ত সেই অত্যাচার-নির্যাতন, যার মুখোমুখি মুসলমানরা প্রতিনিয়ত হচ্ছিল।

ঐ ব্যক্তির কথার উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ এরূপ ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ- وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ-

'আমি তোমাদের উপাস্য মা'বূদদের ইবাদতকারী নই। আর তোমরাও আমার মা'বূদের ইবাদত করার নও। অবশেষে

* *কামিল (হাদীছ); সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

তিনি বলেছেন,

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ-

'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আমার জন্য আমার দ্বীন' *(কাফিরূন)*।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিষয়টি একান্তই দ্বীনের মূলীভূত। এখানে দর কষাকষির কোন অবকাশই নেই এবং বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেওয়ারও কোন সুযোগ নেই। এটি আক্বীদাগত বিষয়। বরং বলা চলে, এটাই আক্বীদার মূল ভিত্তি। আর আক্বীদার বিষয়ে কখনো কোন ছাড় নেই। এ রকম বলার হেতু এই যে, কিছু নির্দিষ্ট মুশরিককে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এখানে সম্বোধন করেছেন, যাদের সম্বন্ধে তাঁর জানা আছে যে, তারা কস্মিনকালেও ঈমান আনবে না। তাই আল্লাহ তাঁর নবীকে বলে দিতে আদেশ করেছেন যে, ওদের আশা ও মনস্কামনায় গুড়েবালি। এ ধরনের সমঝোতা কোন কালেই হবে না, না আপনার পক্ষ থেকে, না ওদের পক্ষ থেকে। এভাবে নবী করীম (ছাঃ)-কেও আল্লাহ হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের ঈমানদার হওয়া ও চিরস্থায়ী সাফল্য লাভের যে বাসনা আপনি লালন করেন, তা কখনো পূরণ হবে না। বাস্তবে তাদের এ রকমই ঘটেছিল। তারা সফল ও কৃতকার্য না হয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তারা কেউ কেউ বদরে তরবারীর আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছে এবং কেউ কেউ তার আগেই কাফির হিসাবে মারা গিয়েছে।*

বস্তুতঃ এই ঘটনায় ইসলামের বর্তমান ও ভবিষ্যতের শত্রুদের বহুবিধ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র মুকাবেলার একটি সুস্পষ্ট কর্মপদ্ধতি অঙ্কিত হয়েছে।

২য় ঘটনা ঃ সূরা আল-আন'আমের ৫২নং আয়াতের শানে নুযূলঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ-

'যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে তাদেরকে আপনি তাড়িয়ে দিবেন না' *(আন'আম ৫২)*।

** উক্ত শানে নুযূল নিয়ে চিন্তা করলে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করা সম্ভব যা আজকের দিনে আমাদের খুবই কাজে লাগবে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হ'লঃ আক্বীদার ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। ইবাদতেও সমঝোতার কোন সুযোগ নেই। দ্বীনের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন বিধান ইসলামের সাথে যোগ করা যাবে না। যেমন- ধর্মনিরপেক্ষতা, কম্যুনিজম, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্র-মন্ত্রকে ইসলামের সঙ্গে যোগ করে মডারেটেড করে ইসলাম বানানো যাবে না। এতে মানব রচিত মতবাদই থাকবে, ইসলাম থাকবে না। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এরূপ যোগ-বিয়োগের ছড়াছড়ি চলছে। ফলে এসব দেশে সব তন্ত্রমন্ত্র খুঁজে পাওয়া গেলেও পরিপূর্ণ ইসলাম খুঁজে পাওয়া যায় না। আর অত্র সূরার শানে নুযূল মোতাবেক আংশিক ইসলাম মানার অর্থই হ'ল কাফিরদের ছাড় প্রদান করা এবং তাদের দ্বীনের সাথে আপোষ করা। তাই সূরা কাফিরূন থেকে শিক্ষা নিলে আমরা বাতিলের সঙ্গে কোন পর্যায়ে পা বাড়াবো না- তার একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে- অনুবাদক।*

অত্র আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী (রহঃ) ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, কয়েকজন কুরাইশ নেতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর নিকটে তখন ছুহাইব, আম্মার, বেলাল, খাব্বাব প্রমুখ হতদরিদ্র মুসলমানগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! 'তুমি তোমার কওমকে ফেলে কিভাবে এদের নিয়ে সন্তুষ্ট আছ? আমাদের মধ্য হ'তে কি আল্লাহ তা'আলা কেবল এদেরই অনুগৃহীত করেছেন, আমরা কি এদের তল্পিবাহক হব? তুমি এদের তাড়িয়ে দাও, তোমার নিকটে এদের বসতে দিও না। তাহ'লে হয়ত আমরা তোমার অনুসরণ করতে পারি। তখন আল্লাহ উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

অন্য বর্ণনায় ইমাম তাবারী (রহঃ) তাবেঈ মুজাহিদের বরাতে বলেছেন, বেলাল ও ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মজলিসে বরাবর বসতেন। কুরাইশরা তাদের প্রতি নাক সিটকিয়ে বলে, এরা দু'জন সহ এদের মত ছোট লোকেরা যদি না থাকত তাহ'লে আমরা মুহাম্মাদের নিকটে বসতাম। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় *(দ্রঃ তাফসীরে তাবারী ৭/২০২ পৃঃ)*।

অন্য বর্ণনায় খাব্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কুরাইশরা নবী করীম (ছাঃ)-কে বলেছিল, 'আমরা আপনার নিকট এমন বৈঠক ও আসন পসন্দ করি, যাতে সমগ্র আরব আমাদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে। কেননা আপনার নিকট আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি দল আসা যাওয়া করে। এসব চাকর-বাকরদের সঙ্গে তারা আমাদেরকে দেখুক এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। তাই আমরা যখন আসব তখন আপনি ওদের উঠিয়ে দিবেন। আমরা চলে গেলে চাইলে ওদের নিয়ে বসবেন। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় *(তাফসীরে তাবারী ৭/২০১ পৃঃ, সূরা আন'আম ৫২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

এসব বর্ণনাগুলিকে নিম্নোক্ত হাদীছটি জোরাল করে, যা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। আবুবকর ইবনু শায়বা (রাঃ)-এর বরাতে সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা ছয়জন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। মুশরিকরা তা দেখে তাঁকে বলল, 'আপনি এদেরকে আপনার দরবার থেকে তাড়িয়ে দিন। এরা আমাদের উপর বাহাদুরী করবে তা হ'তে পারে না'। উক্ত ছয়জনের একজন আমি। অপর ক'জন হ'লেন ইবনু মাস'ঊদ, হুযাইল গোত্রীয় একজন ও বেলাল। আর দু'জনের নাম আমি ভুলে গেছি। এ কথায় হয়ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মনে কোন ভাবোদয় হয়েছিল। তাই আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন *(মুসলিম হা/২৪১৩; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৩/৮০ পৃঃ)*।

আয়াতের শানে নুযূল পর্যালোচনা ও আমলে নিলে এমন অনেক ভুল পরিকল্পনার অবসান ঘটত যেগুলি করতে অনেক প্রচারক ও ইসলামী দল অগ্রসর হয়ে থাকে। কোন সন্দেহ নেই যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে অত্যন্ত ভালবাসেন

এবং দ্বীনকে বিজয়ী করার তীব্র আকাঙ্খার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে এসব পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য যতই মহৎ হোক না কেন তা সাধনের উপায় মোটেও মহৎ নয়।

যেমন- ইসলামী দলগুলির মধ্যে কোন একটি দল অমুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে, যারা আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি আহ্বান ও ইসলামের বাণী প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট আছে। কিন্তু ঐ রাষ্ট্র তাদের বলছে, তোমাদের স্বীকৃতি দেওয়া ও দাওয়াতী কার্যক্রমের কিছু সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা তোমাদের সাথে সমঝোতা করতে প্রস্তুত আছি। তবে শর্ত হ'ল, তোমাদের দলের অমুক অমুক ব্যক্তিকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং অমুক অমুককে দলেই রাখতে পারবে না। কেননা যে দলে এই লোকগুলি আছে তাদের আমরা স্বীকৃতি দিতে পারি না। অথচ দল ঐ লোকগুলির মধ্যে কোন ভুলভ্রান্তি পায়নি। এমনকি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উক্ত দাবী তোলার পূর্বে তারা এ সম্পর্কে কোন চিন্তাও করেনি। আসলে তাদের তো কোন দোষ নেই। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের ছোট ও অপসন্দ করার মানসে তাদের চাচ্ছে না।

সুধী পাঠক! এমতাবস্থায় কি আপনাদের মনে হয় ঐ দল রাষ্ট্রের উত্থাপিত আপোষ ফর্মূলা একেবারে পায়ে ঠেলে বলতে পারবে,

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِااللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ-

'আসলে কিছুই না, আমাদের নেতা ও ভাইদের একমাত্র অপরাধ হ'ল, তারা পরাক্রমশালী প্রশংসাময় আল্লাহ্তে বিশ্বাসী' *(বুরূজ ৮)*। নাকি তারা দর কষাকষি শুরু করবে, যা তথাকথিত 'সুবিধা' নামে আখ্যায়িত? দাওয়াতের সুবিধা লাভ ও সম্ভাব্য নানা অর্জন নিশ্চিত করার নামে ঐ ভাইদের যদি দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ক্ষণিকের জন্য তা বৈধ ধরা হয়, তাহ'লে পরিণামই বা কি দাঁড়াবে? কিছু কিছু দলের বাস্তবতা থেকে আমার ধারণা, বর্তমান কালের লোকেরা এরূপ দরাদরিতে পড়ে যাবে।

অথচ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী যুগেই এরূপ দর কষাকষির মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য এমন এক নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা এক বাক্যে পালনীয়। কোন দ্বিধা-সংকোচ তাতে নেই। আল্লাহ বলেন,

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

'তাদের হিসাব দেওয়ার নূন্যতম দায়িত্ব আপনার উপর নেই এবং আপনার হিসাব দেওয়ার নূন্যতম দায়িত্বও তাদের উপর নেই। তাহ'লে আপনি কেন তাদের তাড়িয়ে দিবেন? এরূপ করলে আপনি যালিমদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবেন' *(আন'আম ৫২)*।

কী ভয়ঙ্কর হুঁশিয়ারী! যিনি মানবকুল শ্রেষ্ঠ এবং রাসূলদের নেতা তিনি যদি কোন ছাহাবীকে তাড়ানোর কাজ করতেন তাহ'লে দাওয়াতে ও ইসলামের স্বার্থেই কেবল করতেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। যদিও এরূপ ঘটা তাঁর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। তবুও যদি তিনি এটা করতেন তবে যালিমদের শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়তেন। এরূপ দাবী ও দরাদরির সময় আমাদের করণীয় নীতি কী হবে তাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। যখন আমাদের সামনে বিপক্ষরা এরূপ স্বার্থ ও সুবিধার টোপ ফেলবে তখন আমাদের বলতে হবে- وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ-

'আপনি বলুন, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আসে। অতএব যার ইচ্ছা সে মুমিন হোক, আর যার ইচ্ছা সে কাফির থাকুক' *(কাহ্ফ ২৯)*।

অতএব এটাই আমাদের দায়িত্ব, এটাই আমাদের যিম্মাদারী। আমরা হক কথা বলব, তাতে লোকে ঈমান আনে আনুক, আর কাফের থাকে থাকুক আমাদের কিছুই আসে যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا-

'তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে অবশ্যই সকল মানবকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন?' *(রা'দ ৩১)*।

মূল কথা হ'ল সমস্যা যখন মূলনীতির সঙ্গে জড়িত হয় তখন নীতির প্রশ্নে কোন আপোষরফা ও ছাড় প্রদানের অবকাশ থাকে না।

[চলবে]

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

ইসলাম ও মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু চরমপন্থীদের থেকে সাবধান!

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

(৫ম কিস্তি)

দ্বীন ক্বায়েমের চিরন্তন রূপরেখা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ-

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সে পথই বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি; এছাড়া আমরা যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকেও এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এর মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি কর না। আপনি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন তা তাদের নিকট দুঃসাধ্য মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করেন' *(শূরা ১৩)।*

উপরোক্ত আয়াতের মূল বিষয়বস্তু হ'ল 'দ্বীন কায়েম'। যা পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলগণের উপর আল্লাহ তা'আলা আবশ্যকীয় কর্তব্য হিসাবে অর্পণ করেছিলেন। তাই দ্বীন কায়েমের বিষয়টি যেমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এই নির্দেশও অতি প্রাচীন। নিম্নে দ্বীন কায়েমের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'লঃ

দ্বীন ক্বায়েমের অর্থ ও তাৎপর্যঃ

এ সম্পর্কে নতুন আঙ্গিকে অভিনব ব্যাখ্যা পেশ করা প্রকৃতপক্ষেই নিষ্প্রয়োজন। কারণ পৃথিবীর সকল নবী-রাসূলকেই যেমন এ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তেমনি তাঁরাও যুগে যুগে অহি-র মাধ্যমে তা উপলব্ধি করে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করে গেছেন। আয়াতে বিশেষ বিশেষ নবী-রাসূলের নাম উল্লিখিত হ'লেও এই প্রত্যাদেশ সকলের প্রতিই দেয়া হয়েছিল। সবশেষে আমাদের রাসূল সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতিও একই নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনিও সেই নির্দেশ পূর্ণাঙ্গভাবেই বাস্তবায়ন করে গেছেন। এরপর ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ও মহামতি ইমামগণের যুগও বহুকাল পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আর নবী-রাসূলগণের যুগ থেকে আজকের যুগের সকল হক্বপন্থী মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ওলামায়ে কেরামের নিকটে 'দ্বীন ক্বায়েম' অর্থ 'তাওহীদ' প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত তত্ত্ব ও তথ্যবহুল সাহিত্য সমৃদ্ধ অতি মূল্যবান গ্রন্থ **'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি'** সত্যানুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ হৃদয় নিয়ে পাঠ করার জন্য। তবে বুঝার সুবিদার্থে এখানে শুধু أَنْ أَقِيْمُوْا الدِّيْنَ আয়াতের 'দ্বীন' অর্থ যে 'তাওহীদ' সে সম্পর্কে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হ'লঃ

(ক) কুরআনের যুগশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ ইমাম হাসান ইবনু মুহাম্মাদ নিশাপুরী (মৃঃ ৪০৬ হিঃ) বলেন,

هُوَ إِقَامَةُ الدِّيْنِ يَعْنِىْ إِقَامَةَ أُصُوْلِهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ وَنَحْوُ ذَلِكَ

'দ্বীনের **উছূল বা মূলনীতি** সমূহ প্রতিষ্ঠিত কর। যেমন তাওহীদ, নবুঅত, আখেরাতে বিশ্বাস বা অনুরূপ বিষয় সমূহ'।[১০০]

(খ) **ইমাম কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১ হিঃ)** বলেন,

هُوَ تَوْحِيْدُ اللّٰهِ وَطَاعَتُهُ وَالْإِيْمَانُ بِرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَبِيَوْمِ الْجَزَاءِ وَبِسَائِرِ مَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِإِقَامَةِ مُسْلِمًا.

'দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর' অর্থ হ'লঃ আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর রাসূলগণের উপরে, কিতাব সমূহের উপরে, ক্বিয়ামত দিবসের উপরে এবং একজন মানুষকে মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন সবকিছুর উপরে ঈমান আনয়ন কর'।[১০১]

(গ) হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) বলেন,

الدِّيْنُ الَّذِيْ جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ هُوَ عِبَادَةُ اللّٰهِ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ شَرَائِعُهُمْ وَ مَنَاهِجُهُمْ.

১০০. *আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ত্বাবারী, জামে'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, ১৪০৭/১৯৮৭), ১১/১২৮ পৃঃ-এর হাশিয়া দ্রঃ।*

১০১. *অতঃপর তিনি সকল নবী-রাসূলের দ্বীন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলেন,* يعنى فى الأصول التى لاتختلف فيها الشريعة وهى التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى الله بصالح الأعمال والزلف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم... فهذا كله مشروع دينا واحدا وملة متحدة- *তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/৮-৯ পৃঃ)।*

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থাৎ 'ঐ দ্বীন যা নিয়ে সকল রাসূল আগমন করেছিলেন। তা হ'লঃ এক আল্লাহ্র ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই। যদিও তাঁদের শরী'আত ও কর্মধারা পৃথক ছিল'।[১০২]

অতএব একথা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, 'দ্বীন' অর্থ 'তাওহীদ'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল নবী-রাসূলকে আক্বীদা ও আমল ভিত্তিক যে সমস্ত বিধি-বিধান দিয়েছেন সেগুলির সমষ্টিই হ'ল দ্বীন বা ইসলাম। আর একক স্রষ্টা হিসাবে কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সেই দ্বীন পালন করাই হ'ল 'তাওহীদ' প্রতিষ্ঠা করা। মূলতঃ দ্বীনের মূল চেতনাই হ'ল তাওহীদ। তাই দ্বীনের সামগ্রিক বিষয়গুলি সেই তাওহীদী চেতনার উপর ভিত্তি করেই বাস্তবায়িত হবে।[১০৩]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫৬)*। ইমাম কুরতুবী, কালবী প্রমুখগণ বলেন, উক্ত আয়াতে ليعبدون -এর অর্থ ليوحدون অর্থাৎ 'একমাত্র আমারই তাওহীদ বা এককত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেছি'।[১০৪] অতএব ইলাহী বিধানের আলোকে দুনিয়াবী যাবতীয় কর্ম সাধনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র এককত্ব বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল বান্দার মৌলিক কর্তব্য।

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন,

دين الله عز وجل دين شامل يشمل مصالح العباد فى المعاش والمعاد ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس فى أمر دينهم ودنياهم.

'আল্লাহ তা'আলার দ্বীন অতি ব্যাপক, যা বান্দার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যাবতীয় কল্যাণে পরিব্যাপ্ত। এমনকি মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সকল কিছুর মধ্যেই তা বিস্তৃত'।[১০৫] অন্যত্র তিনি পাঠককে লক্ষ্য করে বলেন,

وعليك أن تأخذ الإسلام كله ولاتأخذ جانبا دون جانب لاتأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال ولاتأخذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة بل خذ الإسلام كله، خذه عقيدة وعملا وعبادة وجهادًا واجتماعا وسياسة واقتصادا وغير ذلك خذه من كل الوجوه.

'তোমার উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হ'ল, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে আঁকড়ে ধরা। সুতরাং এক দিক বাদ দিয়ে আরেক দিক ধর না; আহকাম ও আমল সমূহকে ছেড়ে দিয়ে শুধু আক্বীদাকেই আঁকড়ে ধর না। অনুরূপ আক্বীদাকে প্রত্যাখ্যান করে কেবল আমল সমূহ ও আহকামকেই গ্রহণ কর না, বরং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধর। তুমি ইসলামকে গ্রহণ কর আক্বীদা, আমল, ইবাদত ও জিহাদের দিক থেকে; সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে আঁকড়ে ধরা সহ তুমি অন্যান্য সকল দিক ও বিভাগেও ইসলামকে আঁকড়ে ধর'।[১০৬]

আবদুর রহমান আব্দুল খালেক (রহঃ) বলেন,

وبهذا العرض السريع الكامل لعقائد الإسلام وعباداته ومعاملاته وأخلاقه يتبين لنا أن الهدف والغاية من وراء ذلك كله هو توحيد الله وسبحانه وتعالى... وهو ربط جميع فروع الدين صغيرها وكبيرها بها.

'ইসলামের আক্বীদা ও ইবাদত সমূহ পার্থিব কার্যাবলী এবং তার চারিত্রিক দিক সমূহের গতিশীলতার পূর্ণ পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, এগুলির প্রত্যেকটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পিছনে রয়েছে আল্লাহ্র তাওহীদ তথা এককত্ব। ...আর সেই তাওহীদ দ্বীনের ছোট-বড় সকল প্রকার শাখাকে বেঁধে রেখেছে'।[১০৭]

সুতরাং দ্বীন কায়েম বলতে কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা, তাকেই মূল বা বড় ইবাদত মনে করা এবং দ্বীনের অন্যান্য সমস্ত শাখাকে তার সহায়ক হিসাবে গণ্য করা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র অভ্রান্ত বিধানকে কলুষিত করার শামিল। কারণ দ্বীন হ'ল মূল আর নেতৃত্ব বা শাসন ক্ষমতা দ্বীনের অন্যান্য শাখা সমূহের ন্যায় কেবল একটি শাখা (تصحيح الحكم والسياسة وهذه جزئية من جزئيات الدين) এবং সামগ্রিকভাবে দ্বীনকে বিজয়ী করার সহায়ক শক্তি মাত্র। আর এই দায়িত্ব সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র উপরই আবর্তিত। তাই বলে অন্যান্য শাখা সমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা প্রত্যাখ্যান করে নয়, বরং সেগুলি সর্বাগ্রে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই আল্লাহ চাহে তো পূর্ণাঙ্গ বিজয় দান করবেন।[১০৮]

---

১০২. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/১১৮ পৃঃ।*

১০৩. *ان غاية الدين وهدفه النهائى هو توحيد الله سبحانه وتعالى فالتوحيد هو خلاصة الدين وغايته*

১০৪. *কুরতুবী ১৭/৩৭ পৃঃ; ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/৯২ পৃঃ।*

১০৫. *ঐ, আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ ওয়া আখলাকুদ দু'আ (সঊদী আরবঃ ইদারাতুল বুহুছিল ইলমিয়াহ, ১৯৮২/১৪০২), পৃঃ ২৭।*

১০৬. *অতঃপর তিনি এর প্রমাণ স্বরূপ সূরা বাক্বারাহ ২০৮ নং আয়াত পেশ করেন- ঐ, পৃঃ ৩১-৩২।*

১০৭. *ঐ, আল-উছূলুল ইলমিয়াহ লিদ দা'ওয়াতিস সালাফিয়াহ (কুয়েতঃ আদ-দারুস সালাফিয়াহ, ১৪০২ হিঃ), পৃঃ ৬৫।*

১০৮. *সূরা নূর ৫৫; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫৯; আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫।*

http://islaminonesite.wordpress.com

অতএব ক্ষমতা অর্জনের মোহে পড়ে একদিকে দ্বীনের উদ্ভট ব্যাখ্যা করে চিরন্তন পদ্ধতির পরিবর্তন করা, অন্যদিকে মানুষ হত্যা সহ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্কে হেয় প্রতিপন্ন করার গভীর ষড়যন্ত্র বৈ কি? ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২) উক্ত মর্মে মুহাল্লাব (রহঃ)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

اَلْحِرْصُ عَلَى الْوِلَايَةِ هُوَ السَّبَبُ فِيْ اقْتِتَالِ النَّاسِ عَلَيْهَا حَتَّى سُفِكَتِ الدِّمَاءُ وَاسْتُبِيْحَتِ الْأَمْوَالُ وَالْفُرُوْجُ وَعَظُمَ الْفَسَادُ فِى الْأَرْضِ بِذَلِكَ.

'রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি লোভ-লালসাই জনগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টির মূল কারণ। এতে করে অবশেষে তুমুল রক্তপাত ঘটে এবং মানুষের ধন-সম্পদ ও ইযযত-আবরুকে বৈধ মনে করা হয়। আর এ কারণেই পৃথিবীতে বিশৃংখলা-বিপর্যয় বিরাট আকার ধারণ করে'।[১০৯]

উল্লেখ্য, পথভ্রষ্ট শী'আদের একটি দল 'রাফেযীরা' নেতৃত্বকে করায়ত্ত করা দ্বীনের মূলনীতি বা ঈমানের রুকন বলে আক্বীদা পোষণ করে। যারা আলী (রাঃ)-কেই একমাত্র ইমাম (খলীফা) হিসাবে মান্য করে। অন্য মহান তিন খলীফাকে তারা অস্বীকার করে, সর্বদা গালমন্দ করে, তাঁদেরকে কাফের সাব্যস্ত করে এবং যে সমস্ত ছাহাবী তাঁদের হাতে বায়'আত করেছেন তাদের সকলকে কাফের মনে করে। ইসলাম বহির্ভূত সেই রাফেযী দলভুক্ত জনৈক লেখক ইবনুল মুত্বাহির পরিষ্কারভাবে নেতৃত্ব অর্জন করাকে দ্বীনের মূলনীতি বা ঈমানের রুকন বলে দাবী করেছেন।

(أهم المطالب فى أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين وهى مسئلة الإمامة)

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) এই ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন,

إِنَّ مَسْئَلَةَ الْإِمَامَةِ أَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِيْ أَحْكَامِ الدِّيْنِ وَأَشْرَفُ مَسَائِلِ الْمُسْلِمِيْنَ كَذِبٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ... بَلْ هُوَ كُفْرٌ.

'নেতৃত্বের প্রসঙ্গকে দ্বীনের আহকাম সমূহের দাবীগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা এবং মুসলমানদের অন্যান্য তামাম বিষয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া সমগ্র মুসলমানদের ঐক্যমত্যে চরম মিথ্যাচার, বরং তা কুফরী'।[১১০]

জানা আবশ্যক যে, উপমহাদেশে এই দর্শনের আবির্ভাব ঘটলে আহলেহাদীছগণ সর্বাগ্রে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিবাদ করেন। অনুরূপ হানাফী মাযহাবের বিদ্বানগণও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানান, এই দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেন।[১১১] মূলতঃ এই দর্শন ইসলাম বহির্ভূত ফের্কা খারেজী ও রাফেযী চরমপন্থীদের, যা জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। লক্ষণীয় হ'ল, খারেজী চরমপন্থীদের নিকটে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করাই মূল টার্গেট। অপরদিকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী ফের্কা রাফেযীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে একে দ্বীনের মূলনীতি ও ঈমানের রুকন বলে বিশ্বাস পোষণ করে। আর বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে উপমহাদেশে সর্বসীমা অতিক্রম করে সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাকেই দ্বীন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী দ্বীন সম্পর্কে এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার ও বড় কুফরী আর কি হ'তে পারে? অতএব হে মুসলমান! সাবধান এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি।

দ্বীন কায়েমের ধারাঃ

সাধারণত দ্বীন ক্বায়েমের দু'টি ধারা বিদ্যমান। **প্রথমতঃ** প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীন ক্বায়েম করবে। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পরিচালনা করার জন্য যাবতীয় মূলনীতি এবং উপাদান সমূহ পুরোপুরিভাবেই সেখানে বিদ্যমান। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করাও নিঃসন্দেহে ঈমান হরণের শামিল। তাই আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসাবে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ব্যক্তিনীতি, পারিবারিক নীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের আলোকে পরিচালনা করবে। সে যখন যে স্তরে অবস্থান করবে তখন সেখানেই দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করবে *(বাক্বারাহ ৮৫-৮৬, ২০৮)*। কখনো বাতিল, অন্যায় এবং শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ কোন কর্মপন্থাকে প্রশ্রয় দিবে না। আর এ সকল কিছুর মূল লক্ষ্য থাকবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যদের মাঝে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন ক্বায়েমের প্রচেষ্টা চালানো। অবশ্য এর মূল দায়িত্ব তারাই পালন করবেন যারা দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ, যারা স্বচ্ছ ধারণা রাখেন। বাকীরা তাদেরকে সার্বিক দিক থেকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করবে। যেমন এই দ্বীন ক্বায়েমের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল সকল নবী-রাসূলগণের উপর। তাঁরা সর্বদাই দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁদের সহচরবৃন্দ তাঁদেরকে যথাযথ সহযোগিতার দায়িত্ব

১০৯. *ফাৎহুল বারী শরহে বুখারী ১৩/১৫৮ পৃঃ, হা/৭১৪৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ, 'আহকাম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭।*

১১০. *ইবনু তায়মিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, সংক্ষেপায়নেঃ শায়খ আবদুল্লাহ আল-ফানীমান, (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল কাওছার, ১৯৯১/১৪১১), ১/২৮ পৃঃ।*

১১১. আলোচনা দ্রঃ *আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী, একটি পত্রের জওয়াব ও মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

পালনে জীবন উৎসর্গ করেছেন। বলা বাহুল্য, নিজ জীবনে স্বেচ্ছায় দ্বীন ক্বায়েম করা সহজ হ'লেও অন্যের উপর দ্বীন ক্বায়েম করা বাস্তবিকই কষ্টসাধ্য। তবুও সর্বদা লক্ষ্যণীয় হ'ল, দ্বীন ক্বায়েমের মূল পথ ও পদ্ধতির উপর অটল থেকেই কার্য পরিচালনা করা। এর সূচনা হবে ব্যক্তি জীবনে আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে। অতঃপর সমষ্টিগত ভাবে সামাজিক জীবনে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালানো।[১১২] তারপর যখন জনগণের মাঝে এবং সমাজ অভ্যন্তরে দ্বীন ক্বায়েমের ব্যাপকতা বিপ্লবাত্মক রূপ ধারণ করবে, তখন পূর্ণাঙ্গরূপে রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্বীন ক্বায়েমের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।[১১৩]

যেহেতু সফলতার চাবিকাঠি একমাত্র মহান আল্লাহ্র হাতে তাই তাড়াহুড়া করে কোনই লাভ নেই *(ক্বাছাছ ৫৬)*। কখনো দেখা যাবে কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে আক্বীদা ও আমলের সংস্কারের ক্ষেত্রেই কোন সফলতা আসবে না। আবার কখনো সেক্ষেত্রে বিঞ্চিৎ সফলতা আসলেও হয়ত সমাজ জীবনে আসবে না। অনুরূপভাবে সমাজ জীবনে সফলতা আসলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে নাও আসতে পারে। মূলতঃ দাঈর মৌলিক দায়িত্ব হ'ল দ্বীন ক্বায়েমের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, আর সফলতা বা বিজয় দানের কর্তৃত্ব আল্লাহ্র *(নূর ৫৫; হুদ ১৩)*।

নবী-রাসূলগণের দ্বীন কায়েমের বাস্তব পদ্ধতিঃ

সকল নবী-রাসূলের দ্বীন কায়েমের পথ ও পদ্ধতি ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা প্রত্যেকেই সর্বপ্রথম তাওহীদের প্রতি আহ্বানের মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধন করেছেন। সত্যকে মিথ্যা থেকে এবং তাওহীদকে শিরক ও ত্বাগূত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা মানুষকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি ডাক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ.

'আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং ত্বাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দানের জন্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি রাসূল প্রেরণ করেছি' *(নাহল ৩৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ. 'আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলকেই প্রেরণ করেছি তাঁর প্রতি আমরা এই প্রত্যাদেশ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*।

নবী-রাসূলগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে আক্বীদা সংশোধনের পরিমণ্ডলে কাজ করেছেন এবং তুলনামূলক অল্পসংখ্যক লোককেই সঠিক পথ প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা নিজেদের জন্মভূমিতে পর্যন্ত স্থায়ী হ'তে না পেরে অন্যত্র হিজরত করেছেন, সামাজিকভাবে দ্বীনের ভিত্তি স্থাপন করা তো সুদূর পরাহত। কোন নবী ব্যক্তি সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও অবশেষে নিজ অনুসারীদের নিয়ে তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হ'তে হয়েছে। মূল কথা হ'ল, আক্বীদা ও আমল সংস্কারের মৌলিক পথের অনুসরণ করেই তাঁরা দ্বীন কায়েমের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাতে কোন কোন নবী তাঁর সারা জীবনে দীর্ঘ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার পর মাত্র একজনকেও নিজ পথে আনতে সক্ষম হননি। কেউ মাত্র একজনকে পেরেছেন, কেউ দু'জনকে, কেউ সীমিত সংখ্যক লোককে সত্যের পথ দেখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ-

'একদা বিভিন্ন উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হ'ল। দেখা গেল, একজন নবী অতিক্রম করছেন তাঁর সাথে রয়েছে মাত্র একজন লোক। আরেক নবীর সাথে রয়েছে দু'জন, আরেকজনের সাথে রয়েছে অনধিক দশজনের একটি দল। কোন কোন নবী এমনও রয়েছেন, যাঁর সাথে একজনও নেই'।[১১৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ. 'নবীগণের মধ্যে কেউ এমনও আছেন যে, তার উম্মতের মাত্র একজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই তাকে বিশ্বাস করেনি'।[১১৫]

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হ'ল, দ্বীন কায়েম সংক্রান্ত আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক মর্যাদাশীল যে সমস্ত নবী-রাসূলগণের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শুধু আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত বাকী কেউই দ্বীনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ' বছর

---

১১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ 'যাকাত' অধ্যায়।*

১১৩. *(ويجب أن يكون ذلك على نهج النبى محمد صلى الله عليه وسلم ووفق سنته فيحقق التوحيد فى أفراد الدعوة أولا ثم يدعون إلى العمل الصالح ... تحقق للمسلمين أن يقوموا بالدين كله فى جميع شئونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية، وكل هذا فى إطار التوحيد الذى هو غاية العمل الإسلامى* আল-উছূলুল *ইলমিয়াহ লিদ দা'ওয়াতিস সালাফিয়াহ, পৃঃ ৭০।*

১১৪. *বুখারী হা/৫৭৫২, 'ত্বিব্ব' অধ্যায়; মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ।*

১১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৪ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।*

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

রাতে-দিনে, গোপনে-প্রকাশ্যে সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালিয়ে অনধিক একশ' মানুষকেও সঠিক পথে আনতে পারেননি। বরং তাঁকে বহুবার মার খেতে হয়েছে, প্রহারের তীব্রতায় মৃতের ন্যায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ)-এর দীর্ঘ সময়ে সীমাহীন বিপদ-মুছীবত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিরামহীন পরিশ্রম করে ব্যক্তি ভিত্তিক সংস্কারে কিছু সফলতা পেলেও সামাজিকভাবে পাননি। এরই মধ্যে কতবার যে তাঁকে কত দেশে হিজরত করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া তো কল্পনাতীত। অনুরূপ মূসা (আঃ)-এর অবস্থাও প্রায় একই। ঈসা (আঃ)-এর বিষয়ে তো সবারই জানা। যিনি অনধিক দশজন সাথী তৈরিতে সক্ষম হ'লেও অবশেষে দুনিয়াতে ঠাঁই পাননি। মাত্র একজন নবী দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও পথ-পরিক্রমার পর আল্লাহ্‌র সহায় দ্বীনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে রূপ দিতে পেরেছিলেন। তিনিই হ'লেন আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি দ্বীনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে রূপ দিলেও হিমাদ্রিসম বিপদ-মুছীবতের মধ্যে তাঁকে মক্কায় সুদীর্ঘ তেরটি বছর আক্বীদা সংস্কারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। তাছাড়া মদীনাতেও ছাহাবীদের মাধ্যমে দীর্ঘদিন আক্বীদা সংশোধনের প্রচেষ্টার পরেই রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। তবে দাওয়াতী কাজের সূচনালগ্নেই প্রতিপক্ষরা তাঁর উপর রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করতে চাইলেও তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন একদা মক্কার কাফের-মুশরিক নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আবুল ওয়ালীদকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পাঠায়। সে মোতাবেক আবুল ওয়ালীদ এসে রাসূল (ছাঃ) বলেছিল,

يَا ابْنَ أَخِيْ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيْدُ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَالاً جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَّى تَكُوْنَ أَكْثَرَنَا مَالاً، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ شَرَفًا سَوَّدْنَاكَ عَلَيْنَا حَتَّى لاَنَقْطَعَ أَمْرًا دُوْنَكَ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ بِهِ مَلِكًا مَلَكْنَا عَلَيْنَا.

'হে আমার ভাতিজা! তুমি যে বিষয় নিয়ে এসেছ তার দ্বারা তুমি যদি সম্পদের অধিকারী হ'তে চাও, তবে আমরা সবাই তোমার জন্য সম্পদ একত্রিত করব। ফলে আমাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে অধিক সম্পদশালী হয়ে যাবে। তুমি যদি এর দ্বারা অধিক সম্মানিত হ'তে চাও, তবে আমরা তোমার উপর আমাদের নেতৃত্ব অর্পণ করব। অতঃপর তোমার থেকে আমরা আর নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেব না। এছাড়া তুমি যদি এর দ্বারা রাষ্ট্রনায়ক হ'তে চাও তবুও আমরা তোমাকে আমাদের উপর রাষ্ট্রনায়ক নিযুক্ত করব'।[১১৬] উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন,

مَا بِيْ مَا تَقُوْلُوْنَ مَا جِئْتُ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُبُ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ الشَّرَفَ فِيْكُمْ وَلاَ الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ رَسُوْلاً وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَكُوْنَ لَكُمْ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَإِنْ تَقْبَلُوْهُ فَهُوَ حَظُّكُمْ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَيَّ أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ.

'তোমরা যা কিছু বলছ সেগুলির সাথে আমার কোনই সংশ্লিষ্টতা নেই। আমি তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছি তার দ্বারা আমি তোমাদের সম্পদ চাই না। তোমাদের মধ্যে নেতৃত্বের দানের মাধ্যমে সম্মানিতও হ'তে চাই না এবং তোমাদের উপর রাষ্ট্রনায়কও হ'তে চাই না। বরং আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং আমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদের সুসংবাদ দাতা এবং ভয়প্রদর্শনকারী হই। তাই আমি কেবল তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বার্তা সমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকি মাত্র। সুতরাং তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তবে তোমাদের জন্য ইহকাল-পরকাল উভয় স্থানে প্রতিদান রয়েছে। আর যদি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করে আমার উপর ফিরিয়ে দাও তাহ'লে আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশের (ক্বিয়ামত) জন্য ধৈর্যধারণ করব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে ফায়সালা করবেন'।[১১৭]

একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এমন একজন ফেরেশতা অবতরণ করেন যিনি কোনদিন পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। এমতাবস্থায় জিবরীল (আঃ) তাঁর পাশে বসা ছিলেন। তিনি এসে বললেন,

يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ أَوْ عَبْدًا رَسُوْلاً؟ قَالَ جِبْرِيْلُ تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُوْلاً.

'হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকটে এই বলে পাঠিয়েছেন যে, তিনি কি আপনাকে রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে নবী মনোনীত করবেন, না সাধারণ বান্দা হিসাবে রাসূল মনোনীত করবেন? তখন জিবরীল (আঃ) বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বিনীত হন। রাসূল (ছাঃ) জবাবে বললেন, বরং তিনি আমাকে বান্দা হিসাবে রাসূল মনোনীত করবেন'।[১১৮]

---

১১৬. *ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (বৈরুতঃ দারুল মুআইয়িদ, ১৯৯৬/১৪১৬), পৃঃ ১০৬।*

১১৭. *ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবুবিয়াহ (বৈরুতঃ দারুল মা'রেফাহ, তাবি), ১/২৯৬ পৃঃ।*

১১৮. *সনদ ছহীহ, মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীকঃ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, ২/২৩১ পৃঃ (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ ছাপা, ১৩৯২/১৯৭২. ১২/১৪২-১৪৩ পৃঃ, হা/৭১৬০); সনদ ছহীহ, আলবানী, সিলসিলা ছহীহা হা/... ।*

আল্লাহু আকবার! এ কেমন আকুতি! কেমন তাঁর ভাষ্য! কেমন তাঁর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য! তিনি এ দুনিয়ার কিছুই চাননি, চেয়েছেন রিসালাতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মানুষকে স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র গোলামে পরিণত করতে। রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে মানুষকে রাষ্ট্রীয় শাসনের গোলামে পরিণত করতে চাননি। অথচ নেতা হওয়া বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য থাকলে প্রথমেই তা পেয়ে যেতেন। অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতনের শিকার হ'তেন না, দেশ ছাড়তেও হ'ত না, তায়েফের ময়দানে তাঁর রক্তের স্রোতও প্রবাহিত হ'ত না। রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে একদিনেই সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে পারতেন।

অতএব দ্বীন কায়েমের অর্থ যদি রাষ্ট্রক্ষমতা করা হয়, তবে প্রমাণিত হবে যে, কোন নবী-রাসূলই তাঁদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেননি। সকলেই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ প্রত্যেকেই যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যে যেটুকু সফলতা পেয়েছেন তাঁর জন্য সেটুকুই সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ-

'আল্লাহ্র শপথ! তোমার চেষ্টায় আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়াত দান করলে তা হবে তোমার জন্য অনেক লাল উট থেকেও শ্রেষ্ঠ'।[১১৯]

দুর্ভাগ্য নবী-রাসূলগণের দ্বীন কায়েমের চিরন্তন পথ ও পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করে মুসলমানরা আজ কীট-পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে; ক্ষমতা লাভের উগ্র বাসনায় সময়, শ্রম, অর্থ এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করছে। হে মুসলমান সময় থাকতেই সাবধান হও!

[চলবে]

১১৯. *বুখারী হা/২৯৪২; মুসলিম হা/২৪০৬।*

হাঁপানী রোগের সুচিকিৎসা

তত্ত্বাবধানে **তৃষা**

হতাশায় ভুগছেন? খুব কষ্ট? আর নয়! এখানে অদ্ভুত উপায়ে পুরাতন জটিল ও কঠিন হাঁপানী রোগের সুচিকিৎসা করা হচ্ছে। আপনি আসুন সাথে সাথে আরোগ্য লাভ করুন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রোগী দেখার সময়	বাসাঃ	চেম্বারঃ
সকাল ১০ টা-১ টা বিকাল ৫ টা-রাত্রি ১০টা	জিন্নাহনগর, সপুরা, রাজশাহী। (জিন্নাহনগর মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে)	ডাঃ আলফাজ উদ্দীন (বাচ্চু) সারওয়ার মেডিক্যাল ষ্টোর মেডিক্যাল কলেজের পূর্ব পার্শ্বে, ঘোষপাড়া মোড়, রাজশাহী।

ছবরঃ বিপদ হ'তে মুক্তির চিরন্তন সোপান

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

(শেষ কিস্তি)

ছবরের ফলাফলঃ

প্রত্যেকটা কাজ সম্পাদনের পিছনে একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। সাথে সাথে সে কাজের একটা ফলাফলও থাকে। ফলাফলের উপরই নির্ভর করে কাজটি সম্পাদনের গুরুত্ব। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ছবরের ফলাফল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হ'ল-

(ক) তারা দু'বার পুরস্কৃত হবেঃ যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করবে মহান আল্লাহ তাদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ বলেন,

أُولَـئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

'তারা দু'বার পুরস্কৃত হবে তাদের ছবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে' *(ক্বাছাছ ৫৪)*।

(খ) জান্নাত লাভঃ ছবরকারীদেরকে মহান আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এরশাদ হচ্ছে-

أُولَـئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا-

'তাদেরকে তাদের ছবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তথায় তাদেরকে দো'আ ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হবে' *(ফুরক্বান ৭৫)*।

(গ) অগণিত পুরস্কার প্রদানঃ ছবরকারীর জন্য রয়েছে অগণিত পুরস্কার। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ.... أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ-

'আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ শুনান। ...তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে অফুরন্ত অনুগ্রহ ও দয়া এবং এরাই হ'ল হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ ১৫৫ ও ১৫৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ

* *আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

بِغَيْرِ حِسَابٍ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত প্রতিদানে বিভূষিত করবেন' *(যুমার ১০)*।

(ঘ) আল্লাহ ছবরকারীদের বিজয় দান করবেনঃ এরশাদ হচ্ছে-

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ-

'তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ছবরকারী থাকে তবে দুইশতের উপর জয়ী হবে' *(আনফাল ৬৫)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'এমন ঘটনার বহু নযীর রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে একটি ক্ষুদ্রতম দল একটি বৃহৎ দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ ছবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২৪৯)*। আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যের সাথে দ্বীনের পথে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে গেলে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন। সুতরাং ছবর বিজয় লাভেরও একটি বড় মাধ্যম।

(ঙ) আল্লাহ ছবরকারীদের সাথে থাকেনঃ বিপদে-আপদে আল্লাহ ছবরকারীদের সাথে থাকেন। এরশাদ হচ্ছে- إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ১৫৩, ২৪৯)*। যেখানে স্বয়ং স্রষ্টা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন সেখানে তাদের আর চিন্তা কিসের। দুঃখ-কষ্ট সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাদের অপার করুণা বলে সাহায্য করবেন। তাদের তো কোন বিষয়ে ভাবনা থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। ছবরকারী আল্লাহকে সাথী হিসাবে পেয়ে যান।

(চ) আল্লাহ ভালবাসেনঃ আরেকটি বড় ফলাফল হ'ল ছবরকারীকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। এরশাদ হচ্ছে- وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ 'আল্লাহপাক ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন' *(ইমরান ১২৬)*। আর আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তার আর ভাবনা কি। যেহেতু আল্লাহ তাকে ভালবাসেন সেহেতু তিনি তাকে কোথায় স্থান দিবেন সেটুকু কি বুঝতে আমাদের বাকী আছে? আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়াই সবচেয়ে বড় পাওয়া। তাঁর ভালবাসা পাওয়ার অর্থ হ'ল তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হওয়া।

সমাপনীঃ

ছবর মানব জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ছবরের গুরুত্ব অপরিসীম একথা সর্বজন স্বীকৃত। ছবরের চূড়ান্ত ফলাফল সাধারণত প্রতিকূলে না হয়ে অনুকূলেই হয়ে থাকে। আল্লাহ যাকে তাঁর নিকটবর্তী করতে চান তাকে নানা প্রকার বিপদে ফেলে পরীক্ষা করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে বিপদে ফেলেন'।[৩৩] একদা মহানবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বিপদ দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক পরীক্ষা করা হয় কাদেরকে? তিনি বললেন, নবীদেরকে, অতঃপর যারা উত্তম তাঁদের নিকটবর্তী তাদেরকে। মানুষ তার দ্বীন অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে তার দ্বীনের ব্যাপারে কঠোর হয়, তার বিপদও কঠিন হয়। যদি দ্বীনের ব্যাপারে তার শিথিলতা থাকে, তার বিপদও সহজ হয়। তার এরূপ বিপদ হ'তে থাকে শেষ পর্যন্ত সে পৃথিবীতে চলাফেরা করে, অথচ তার কোন পাপ থাকে না'।[৩৪]

সুতরাং একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, মুমিনদের জীবনেই বিপদ-আপদ বেশী। আর সেক্ষেত্রে তাঁরা স্বীয় ঈমানের উপর অবিচল থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বীয় প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। অতএব যেকোন ধরনের বিপদে ভেঙ্গে না পড়ে ছবরের সুমহান পথ অবলম্বনই বিপদ হ'তে উত্তরণের সফল মাধ্যম।

আজকে মানুষ বিশ্ব সভ্যতার উন্নত শিখরে আরোহণ করে সারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকারের বুলি আওড়িয়ে বিশ্ববাসীর কান ঝালাফালা করে ফেলেছে। প্রকৃত সত্য উদঘাটনের অভিপ্রায়ে গোয়েন্দা বাহিনী সহ নানা আধুনিক মাধ্যম আবিষ্কার করা হয়েছে। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতা ষড়যন্ত্রের শিকার। তারা কথিত অপরাধগুলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কে এসব ষড়যন্ত্রের জগদ্দল পাথরের নীচ থেকে চিরন্তন সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে?

আমরা জানি সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত। এখন ছবরের পালা। ছবরই বিপদ মুক্তির বড় মাধ্যম। তাই আসুন! স্বীয় চরিত্রের বদ অভ্যাসগুলির সমাধি রচনা করে তদস্থলে ছবরের চাষাবাদে মনোনিবেশ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!!

৩৩. *বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩৯।*

৩৪. *তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৬২।*

বন্ধ্যা চিকিৎসার সুখবর

যে সমস্ত মহিলার সন্তান হয় না এবং সন্তান নেওয়ার আশায় বিভিন্ন রকম চিকিৎসা করেছেন কিন্তু কোন ফল পাননি, তাঁদের হতাশার কারণ নেই। এখানে বন্ধ্যাদের চিকিৎসা করা হয়। সন্তানহীনা বহু মহিলা এখানে মাত্র কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই সন্তান লাভ করতে সক্ষম হন। সন্তানহীনারা আসুন, সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

২৪ বছরের অভিজ্ঞ

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা), রেজিঃ নং- ৫২৮৬
নিঃসন্তান বন্ধ্যা সমস্যার গবেষক ও চিকিৎসক।
কলেজ বাজার, বিরামপুর, পোষ্ট ও থানা- বিরামপুর, যেলা- দিনাজপুর।
(বিরামপুর রেল ষ্টেশন ও বাসষ্ট্যান্ড থেকে দক্ষিণে কলেজ বাজার অবস্থিত)
বিঃদ্রঃ ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়।

পেশাগত দায়িত্ব পালন ও জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতি

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ**

পেশার নাম ডাক্তার, বাংলায় চিকিৎসক। যার প্রধান দায়িত্ব 'সেবা'। মহৎ পেশাগুলির মধ্যে চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। সেবার মহান ব্রতে পরিচালিত এ পেশার অধিকারীগণ। একজন ছাত্র/ছাত্রী মেডিকেলে চান্স পেলে অন্য সবকিছু ছেড়ে হ'লেও সাধারণত মেডিকেলেই ভর্তি হয়। প্রতিষ্ঠানের সেরা শিক্ষার্থীরাই কেবল এ পেশায় আসতে পারে। সর্বোচ্চ মার্কস নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিযোগিতার রেকর্ড অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় শিক্ষার্থীরা। অতঃপর শুরু হয় তার জ্ঞান সাধনা। দীর্ঘ ৫-৬ বছর নিজের শরীরের উপর বেশ ধকল ফেলে, সরকার ও পিতা-মাতার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নিজেকে একজন ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। জ্ঞান সাধনায় কোন পর্যায়ে ভুল শিক্ষা লাভ করলে, রোগীর মৃত্যুকে ডাক্তারই নিশ্চিত করে, এ ভয়ে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে পড়ালেখা সমাপন করতে প্রাণান্ত কোশেশ চালিয়ে ডাক্তারের চেয়ারে বসতে হয় তাদের। ছোট্ট শিশুকে ডাক্তার বানাবার স্বপ্ন প্রায় প্রত্যেক পিতা-মাতাই দেখেন। চিকিৎসার অভাবে আত্মীয়দের কেউ মারা গেলে তো অনেকে শপথই করে বসেন যে, আমার সন্তানকে আমি ডাক্তার বানাব। কিন্তু এই স্বপ্ন আর শপথ বাস্তবায়ন হ'লে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। ডাক্তার এসে বসেন ব্যবসায়ী চেয়ারে। একসময় ডাক্তারকে যখন নানা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ডাকাতের সাথে তুলনা করা হয় তখন মনটা আর আস্ত থাকে না। ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। যখন শুনি একজন ডাক্তার টাকা কামাই করার জন্য, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বার্থে রোগীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে, বিনা প্রয়োজনে বিভিন্ন টেস্ট করিয়ে, অপারেশন করিয়ে, গরীব রোগীকে ভিটেমাটি ছাড়া করে, তখন ডাক্তারের পেশাগত দায়িত্ববোধ নিয়ে মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। চিন্তার একটু প্রসার ঘটিয়ে মাঝে মধ্যে এ পেশার কিছু আলামত নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ হই। কতক প্রশ্ন আমার অন্তরকে ব্যাপকভাবে ঝাঁকুনি দেয়। যেমন-

(ক) সরকারী চেয়ারে বসে যদি কোন ডাক্তার রোগীকে তার প্রাইভেট মেডিকেলে ভর্তির পরামর্শ দেন, তখন প্রশ্ন জাগে, ঐ ডাক্তারকে সরকার বেতন দেন কেন?

(খ) প্রাইভেট হাসপাতালের চেয়ে যখন পাবলিক হাসপাতালের পরিবেশগত নোংরামী লক্ষ্য করি, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে- সরকারী হাসপাতালগুলি কেন প্রাইভেটাইজেশন করা হয় না?

(গ) পর্যাপ্ত লোকবল থাকার পরও যথাসময়ে রোগীর অপারেশন হয় না। অথচ অপর্যাপ্ত লোক দিয়েই প্রাইভেট হাসপাতালে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া যায়। সরকারী ডাক্তারগণ যখন প্রাধান্য দিচ্ছেন প্রাইভেট হসপিটালকে, তখন পাবলিক হাসপাতালের রোগীরা তো বঞ্চিত হওয়ারই কথা। টাকার অভাবে প্রাইভেটে না নেয়ায় কোন রোগীর মৃত্যু হ'লে, এর দায়-দায়িত্ব কার?

সুতরাং আমি মনে করি সরকারী বেতনে না পোষালে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করাই ভাল। চাকরি রেখে দায়িত্বে অবহেলা শুধু সরকারকে ফাঁকি দেয়াই নয়, পেশার সাথে প্রতারণাও। একে যদি আমাদের মত সহজ-সরল মানুষেরা দুর্নীতি বলে ফেলে, তখন কিন্তু ডাক্তার ভাইয়েরা ক্ষেপে যাবেন। একটি আদর্শ পেশার অধিকারী মানুষগুলির মধ্যে আদর্শ থাকবে এটাই সবার প্রত্যাশা। তারা যদি ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন, তবে তার ফলাফল দেশের জন্য ভয়াবহ হবে এবং ডাক্তারদের পেশাগত আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিবে সর্বমহলে। তাই পেশাগত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে একজন ডাক্তার জাতির ভাগ্য ও ভাবমূর্তি উন্নয়নে রাখতে পারেন অসামান্য অবদান।

ডাক্তারের পাশাপাশি আর একটি পেশার প্রতি মানুষের দুর্বলতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজীতে সে পেশার নাম ইঞ্জিনিয়ার। বাংলায় প্রকৌশলী। লেখাপড়া সম্পর্কে কথা বললেই মেডিকেলের সাথে 'বুয়েট'-এর নাম চলে আসে। বুয়েটে ভর্তির বিষয়টিতো আরো কঠিন। Bangladesh University of Engineering and Technology-এর সংক্ষিপ্ত নাম 'BUET' (বুয়েট)। দেশের সেরা শিক্ষার্থীরাই ভর্তি হয় এখানে। দীর্ঘ সময় নিয়ে লেখাপড়া করে তৈরী করে নিজেকে। এখানেও সরকারকে ভর্তুকি দিতে হয় কোটি কোটি টাকা। বাবা-মাকেও 'ইনভেষ্ট' করতে হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। পাশ করে বেরিয়ে যখন তারা পেশাগত দায়িত্বের চেয়ারে (পাবলিক সেক্টরে) বসেন, তখন খুব কম মানুষের মধ্যেই আদর্শগত দিকটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সমাজে একটি কথা চালু আছে 'ইঞ্জিনিয়ারকে ঘুষ দিতেই হবে'। ইঞ্জিনিয়ার ঘুষ খায় না বা পার্সেনটেন্স নেয় না এটা নাকি কল্পনা করাও কঠিন। এসব কথা আমাদের শুধু মনঃক্ষুণ্ণই করে না, জাতি হিসাবে আমাদের হেয় প্রতিপন্নও করে। একজন ইঞ্জিনিয়ার যদি তার পেশাগত পবিত্র দায়িত্বের সাথে প্রতারণা করে উৎকোচ নিতে উৎসাহী হন, তবে উন্নয়নকর্মীরা বা ঠিকাদাররা তা দিতে এক রকম বাধ্যও হয়ে যান। এক্ষেত্রে তাদের নিয়ে সমালোচনা ও তাদের পেশা নিয়ে কতিপয় প্রশ্ন দেখা দেয়া স্বাভাবিক। যেমন-

(ক) ঘুষ দেয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন কাজে ঠিকাদাররা প্রয়োজনীয় সব রকমের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে অবারিত সুযোগ পান। এতে করে গৃহীত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত কাজের মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য হয়ে যায়। সরকার ও

* *বুড়িচং, কুমিল্লা।*

জনগণকে কি এর মাধ্যমে প্রতারিত করা হ'ল না?

(খ) অফিসের কর্তা ব্যক্তির উৎকোচ নেওয়ার রেওয়াজ থাকলে তার অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এর প্রসার হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে ঘুষ জাতীয়ভাবে ব্যাপকতা লাভ করে। আর এ কারণেই দুর্নীতিতে চার বার প্রথম হওয়ার পরও আমাদের মধ্যে লজ্জাশীলতার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে কি?

(গ) পেশাগত দায়িত্ব পালনের চেয়ে উৎকোচ আদায়ের উদ্দেশ্য বেশী প্রবল হ'লে কাজ নিম্নমানের ও বিলম্বিত হওয়াই স্বাভাবিক।

দেশের অপরাধ দমন ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী 'পুলিশ' নামে পরিচিত। এই পেশাটি বিতর্কমুক্ত নয়; বরং এই সেক্টরে অপরাধ বেশী সংঘটিত হয়েছে বলে 'টিআইবি' রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি সম্মানজনক পেশা। অপরাধ দমনকারী এই পেশাটিই সমাজে সম্মানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকার কথা। ক্ষমতার দিক থেকেও এই পেশাটির গুরুত্ব অত্যধিক। মসজিদের ইমাম ছাহেব জুতা চুরি করলে যেমন মানায় না, তেমনি পুলিশ অপরাধ করলে সেটাও মানায় না। রক্ষক ভক্ষক হ'লে, প্রকৃত অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেলে ডঃ গালিবদের মত নির্দোষ-নিরপরাধ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের তো যামিনই পাওয়ার কথা নয়। জঘন্য মিথ্যা অভিযোগে ডঃ গালিবকে গ্রেফতার, সাড়ে পাঁচ মাস আটকে রেখে হয়রানি করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ অধ্যাপককে খুন, ডাকাতির মামলায় আসামী করতেও এদের বিবেকে বাঁধে না। কারণ বিবেকের হাত-পা তো দুর্নীতির রশিতে বাঁধা। অপরদিকে যারা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার দুশমন সেই চরমপন্থী জঙ্গীদের পুলিশ গ্রেফতার করে না। এদের দু'একজন ধরা পড়লেও খুব সহজেই ছাড়া পেয়ে যায়। এই হ'ল আজকের রূঢ় বাস্তবতা।

প্রসকৃত বাংলাদেশের দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট এখানে উল্লেখ করতে চাই। 'বাংলাদেশ দুর্নীতির বিরাট হাট' প্রধান শিরোনামে ৩০ মে ২০০৫ দৈনিক ইনকিলাবে খবর ছাপা হয়। অতঃপর সাব হেডিং লেখা হয়- 'রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নই মূল উৎস, যারা দুর্নীতি করে না তারা নির্বোধ'। দুর্নীতি দমন কমিশনের এক সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন। আরো বলা হয়, 'রাজনীতি অর্থ আয়ের সহজ উপায়ে পরিণত হওয়ায় এবং প্রশাসনের কোন স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় দুর্নীতির বিস্তার ঘটছে। দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এটি এখন আর কোন লজ্জার বিষয় নয়; বরং দুর্নীতি করেন না এমন ব্যক্তিরাই 'নির্বোধ' হিসাবে চিহ্নিত হন'।

দেশ ও জাতির স্বার্থে এই মুহূর্তে পুলিশ প্রশাসনকে বিতর্কমুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে তাঁদের বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে। পুলিশ দুর্নীতি করলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে (ক) পুলিশের পেশাগত দিকটিকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখবে (খ) সৎ অফিসাররা কোণঠাসা হয়ে পড়বে, পদোন্নতির পরিবর্তে বিভাগীয় পানিশমেন্টের আওতায় চলে আসবে (গ) সমাজের সর্বত্র অন্যায় বিজয়ী হবে এবং ন্যায় কথা বলাই হবে বড় ধরনের অপরাধ (ঘ) ভাল মানুষগুলি হবেন লাঞ্ছনার শিকার, যেমনিভাবে ডঃ গালিব সহ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ৪ শীর্ষ আলেম আজ বিনা অপরাধে পুলিশী যাতনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। (ঙ) অর্থ সম্পদ আছে এমন ব্যক্তিরা ডাকাতের চেয়ে পুলিশকে বেশী ভয় পাবে। (চ) অপরাধীরা সমানে অপরাধ করে যাবে। কেউ তাদের বাধা পর্যন্ত দেয়ার সাহস পাবে না।

আজ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কথা উঠেছে। যারা রাজনীতি করবেন তাদের খেয়াল রাখতে হবে- এ পেশাটিকে মানুষ এখনও মন থেকে শ্রদ্ধা করে। এ পেশায় আগে সবচেয়ে মেধাবী ও ভাল বংশের মানুষগুলি আসতেন। জনসেবার মহান ব্রত নিয়ে, মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণের দায়ভার কাঁধে নিয়ে রাজনীতিবিদদের আবির্ভাব হয়। দীর্ঘদিনের পথ পরিক্রমায় তা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে দুর্বৃত্তায়ন পর্যন্ত পৌঁছেছে। আত্মবাদিতা, স্বার্থবাদিতা এখন রাজনীতিকদের মধ্যে চরমভাবে দেখা দিয়েছে। জনসেবার পরিবর্তে এখন রাজনীতিবিদগণ আত্মসেবায় বেশ মশগুল। ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করে সমাজ কাঠামোয় একটি নেতিবাচক ফল প্রদান করছে। রাজনীতিবিদগণের পদভারে একদিন আনন্দ-উল্লাসে মুখরিত হ'ত একেকটি এলাকা। আজ যেন তার বিপরীত পরিবেশ লক্ষ্য করছি। রাজনীতিকদের কুটচক্রে কেউ পড়ে গেলে তার আর নিস্তার নেই। ফলে এই পেশার ইতিবাচক দিকগুলির পরিবর্তে নেতিবাচক দিকগুলি নিয়ে আজ বেশী আলোচনা হচ্ছে। তাই রাজনৈতিক স্রোতধারায় আমূল পরিবর্তনের ডাক এসেছে। ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারলে ফলাফল ভাল হবে। যেমন (ক) জনগণ তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে (খ) নেতারা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন হৃত সম্মান (গ) দেশের উন্নয়ন তখন সবার কাছে মুখ্য হবে (ঘ) জাতীয় দুর্নাম সুনামে পরিণত হবে (ঙ) রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে কাউকে আর জীবন, অর্থ কিংবা মান-সম্মান বিসর্জন দিতে হবে না (ঙ) মেধাবীরা আবার রাজনীতিতে আসতে উদ্বুদ্ধ হবে এবং দেশের কথা, জনগণের কথা অগ্রাধিকার পাবে।

'আমলা' নামে খ্যাত এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক, উপদেষ্টা ও সঞ্চালক হিসাবে নিয়োজিত অফিসারদের কথাই এখন বলি। কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারে তারাই সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী। দেশের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে শীর্ষস্থান অর্জনকারীগণ প্রশাসনের বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত হন। মেধা ও মনন, বুদ্ধি ও সাহসে তাদের উদাহরণ তারাই।

এই ধরনের প্রভাবশালী লোকগুলি যখন ভাল হন, দেশের ভাবমূর্তি তখন উদাহরণ দেয়ার মত হয়ে ফুটে উঠে।

তাদের যে যোগ্যতা তা একটা দেশের সার্বিক উন্নয়নে ও ভাগ্য পরিবর্তনে যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। প্রশাসনযন্ত্রে এখনও কিছু ভাল মানুষ আছে বলেই আমরা টিকে আছি। অধিকাংশ প্রশাসক যদি দুর্নীতির সাথে আপোষ করেন, তবে রাষ্ট্রযন্ত্রে সুশাসন বলে কিছু থাকে না। সুশাসন তখন কারো কারো মুখরোচক শ্লোগানে পরিণত হয়। যেমন- কাযীর গরু কিতাবে আছে, গোয়ালে নেই। যদি একজন প্রশাসক পেশাগত দায়িত্ব পালনে সৎ হন, তবে এর ফল হবে নিম্নরূপ (ক) তার কর্মপরিধির অধিভুক্ত এলাকায় দুর্নীতি ঢুকতে পারবে না (খ) কেউ গোপনে তা করলেও চাকরি হারানোর ভয়ে আস্তে আস্তে তাও কমিয়ে ফেলে (গ) গোটা সমাজ থেকে তার প্রতি একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা চলে আসে (ঘ) দুর্নীতি না করলে মনে পবিত্রতা বিরাজ করে এবং প্রফুল্ল মনে দেশের জন্য কাজ করতে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয় (ঙ) তার পরিজন ও ভক্ত মহলে তাকে নিয়ে গৌরববোধ করা হয় এবং তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায় অনেক গুণ (চ) পরকালে তার জন্য থাকছে পুরস্কার এবং তিনি হয়ে যান মানুষের জন্য উদাহরণ।

আর তা না হ'লে সুযোগ সন্ধানীদের মানুষ বাহ্যিকভাবে শ্রদ্ধা করলেও আন্তরিকভাবে নিন্দাবাদই জানায়। মানুষের আন্তরিক ঘৃণার পাশাপাশি পরিজনদের শুনতে হয়- তোমার অমুক ঘুষখোর (!), আর একটা সমাজ আলোকিত হওয়ার পরিবর্তে কালিমাযুক্ত হয়ে গড়ে উঠে। দুর্নীতির ছোবল থেকে নিস্তার পায় না সাধারণ মানুষও। সুতরাং ক্ষমতার ভয়ে শ্রদ্ধা ও আন্তরিক শ্রদ্ধার পার্থক্য বুঝতে হবে। অর্থের পাহাড় যাদের জন্য গড়লেন, সেই স্ত্রী পুত্র পরিজনও যদি ঘৃণা জানায়, তবে এই বিত্ত-বৈভব অর্থহীন হয়ে যায়। ফাইল আটকে রেখে, কলমের খোঁচা দিয়ে অর্থ আদায় তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিস্তল ঠেকিয়ে ডাকাতির চেয়ে কম জঘন্য নয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দুর্নীতিগ্রস্ত না হ'লে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি কমে আসতে থাকবে। যেমন মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নকল প্রতিরোধের সদিচ্ছার ফসল আজ ভোগ করছে পুরো জাতি। এত বড় একটা কলংক এত কম সময়ে আমাদের কপাল থেকে মুছে যাবে এটা ছিল কল্পনাতীত। এই কল্পনাতীত কাজটি স্কুল পর্যায়ের শিক্ষক-অভিভাবক থেকে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতা ও গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

একটি স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হিসাবে সাংবাদিকতার প্রভাব সমাজে অনেকখানি। সমাজের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকেরাই এ পেশায় নিয়োজিত থাকার কথা। যারা যেকোন পরিস্থিতিতে দেশ মাতৃকার স্বার্থে কি লেখা উচিত, কি লেখা যরূরী সেটা বুঝতে পারেন। কলম সৈনিকদের মধ্যে যে যোগ্যতা ও সাহস থাকে, তা খুব কম পেশায় লক্ষ্য করা যায়। ইদানিং 'হলুদ সাংবাদিকতা' ও 'সাংবাদিকতায় স্বার্থবাদিতা' কথাগুলির বেশ প্রচলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে একটি মহান পেশা সম্পর্কে মানুষের কুধারণা সৃষ্টি হওয়ায় জীবনের স্বপ্নসাধ যেন ধুলায় মিশে গেল এরূপটা ভাবছি। অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বই প্রণয়ন ও কঠোর অবস্থান নেয়ার পরও তাঁকে জোর করে জঙ্গীবাদী আখ্যা দিয়েছেন সাংবাদিক সমাজ। ফলে তাদের দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কাল্পনিক কাহিনী উপস্থাপন করে কোটি কোটি জনতার একটা কমিউনিটিকে কয়েক মাস সন্ত্রস্ত করে সাংবাদিক সমাজ কেন তাদের ঘৃণার পাত্র হবেন? সাংবাদিকদের তো জাতি নির্মাণে আরো বড় বড় দায়িত্ব আছে। একটা সমাজ পরিবর্তনে সাংবাদিকের ভূমিকা অপরিসীম। কেন পত্রিকায় 'ডঃ গালিব হলুদ সাংবাদিকতার শিকার' শিরোনামে লেখা আসল? দেশের মানুষ চায় সাংবাদিকরা হবেন সত্য প্রতিষ্ঠার কাণ্ডারী। সত্যের আলোয় আলোকময় করবে সমাজকে। কিন্তু তাদের সে প্রত্যাশার গুড়ে বালি দিয়ে যখন কোন সাংবাদিক অসত্য তথ্য উপস্থাপন করেন, তখন জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। পেশাগত দায়িত্ব পালন ও মিডিয়া টেরোরিজম রোধ করে মরতে পারলেও জীবন স্বার্থক। সাংবাদিকতার মর্যাদাপূর্ণ পেশা যেন কখনও মিথ্যা ও দুর্নীতির সাথে আপোষকামী না হয়, সেদিকে সর্বপ্রথম খেয়াল রাখতে হবে।

আর একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশা হ'ল শিক্ষকতা। পাঠদান ও আদর্শ মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত হন একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা। একজন শিক্ষক তিনিই হওয়ার কথা, যিনি সবচেয়ে ভাল বুঝেন বা ভাল জ্ঞান রাখেন। একজন মানব শিশু স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয় হওয়ায় শিক্ষকের প্রতিটি আদর্শ সে অনুকরণ অনুসরণ করতে চায়। জাতির আশা-আকাঙ্খা পূরণে একজন শিক্ষক তার মেধা ও শ্রম খরচ করে চেষ্টা চালিয়ে যান। সাধারণত শিক্ষকরা হন ত্যাগী। ভোগ বিলাসিতার সুযোগই তারা পান না। ক্লাশ ও পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অন্য কিছু করার চিন্তা তাদের মধ্যে খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। তাই শিক্ষকের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ আমরা খুবই ছোট বেলা থেকেই দেখে এসেছি। এখনও শিশুদের দেখা যায় তার শিক্ষকের অন্ধ অনুসরণ করতে। শিক্ষক ভুল পড়ালেও অভিভাবক কোন শিক্ষার্থীকে বোঝাতে পারেন না যে, তার শিক্ষক ভুল পড়িয়েছেন। ছাত্ররা বাবা-মা থেকে শিক্ষককে বেশী গুরুত্ব দেয়। এজন্য শিক্ষককে দ্বিতীয় পিতাও বলা হয়। কিন্তু কালের প্রেক্ষাপটে শিক্ষক যখন ব্যবসায়ীর চেয়ারে বসেন, ক্লাশের চেয়ে কোচিংকে বেশী গুরুত্ব দেন এবং শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্য কোন অপকর্মে নিয়োজিত হন, তখন তাদের প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা কমতে থাকে। শিক্ষকের মর্যাদা আজ কতিপয় অপরাধীর কারণে ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। শেরে বাংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের রুহুল আমীন তার উদাহরণ। শিক্ষকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আমি সমর্থন করি না। কারণ এতে লেখাপড়া করানোর পেশাগত

http://islaminonesite.wordpress.com

দায়িত্বে অবশ্যই ঘাটতি দেখা দেয়। শিক্ষকগণের মহান এই পেশাটির অধিকারী ব্যক্তিগণ পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে (ক) জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে (খ) আদর্শ মানুষ তৈরী হবে এবং এই আদর্শ মানুষেরা আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে রাখতে পারবে যথাযথ ভূমিকা (গ) দেশের উন্নতি-অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এবং (ঘ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের দেশ হ'তে পারে একটি মডেল।

আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশার কথা লিখছি-যাকে বলা হয় 'ব্যবসা'। আল-কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সূদকে করেছেন হারাম' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী ক্বেয়ামতের দিন শহীদগণের সাথী হবেন'। এই মর্যাদাপূর্ণ পেশাটিতেও অনেক মানুষ নিয়োজিত। কে বলেছে ব্যবসা করতে লেখাপড়া লাগে না? উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করতে পারেন। লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করার গৌরব কেবল ব্যবসায়ীরই আছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-কারখানা, আমদানী-রপ্তানী, উৎপাদন-বিনিয়োগ, ব্যাংক-বীমা, সব ধরনের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এই ব্যাপকতর ক্ষেত্রে যারা আছেন, তাদেরও পেশার প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠাবান থাকতে হয়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসায়ীকেও সততা ও নিষ্ঠার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়। ব্যবসায়ের মূল পুঁজি অর্থ হ'লেও একবার সুনাম হয়ে গেলে ব্যক্তিত্বের খাতিরে অর্থ ছাড়াও ব্যবসা চালানো যায়। ব্যবসায়িক ম্যানেজমেন্টে সততা-সত্যবাদিতা ফুটে উঠলেই সুনাম-সুখ্যাতি বিস্তার লাভ করে। মানুষ আকৃষ্ট হন ঐ ব্যক্তির প্রতি যিনি কথায় ও কাজে যথেষ্ট মিল রাখতে চেষ্টা করেন। অন্যদিকে পেশাগত দায়িত্ব পালনে কিছু লোকের শঠতা ও মিথ্যাচারিতা থাকায় পুরো পেশাটি নিয়ে আজ মানুষ নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করছে। সুতরাং একজন ব্যবসায়ী যখন পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী হবেন তখন (ক) ব্যবসায়ে মুনাফার পরিমাণ বাড়তে থাকবে (খ) মুনাফার পাশাপাশি সুনামও বাড়বে (গ) কারো রোষানলে পড়ার আশংকা কমে আসবে (ঘ) মানুষের কাছে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন এবং (ঙ) জাতীয় আশা-আকাঙ্খা, উন্নতি-অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের প্রধান পেশা হ'ল কৃষি। কৃষির সাথে জড়িত কৃষিবিদ, কৃষিগবেষক ও কৃষক। চাষের আওতায় যদি মৎস্য ও গবাদিপশু পালনকেও নিয়ে আসি, তাহ'লে কৃষির ক্ষেত্র সর্ববৃহৎই নয়, বরং জাতির প্রধান পেশা হিসাবেও এটি পরিগণিত হবে। এটি মেহনতী মানুষের পেশা। গ্রামের সংখ্যা বেশী হওয়ায় কৃষি কাজ ও কৃষিপণ্য উৎপাদন এদেশের প্রধানতম কাজে পরিণত হয়েছে। কবি বলেন, 'সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা। দেশ মাতারই মুক্তিকামী দেশের সে যে আশা'। সত্যিই সকলের অন্ন জোগাতে গিয়ে কৃষকেরা নিজেদের নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে থাকেন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষি একটি সম্ভাবনাময় পেশা। আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কৃষিকে যুগোপযোগী করতে পারলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে পারবে এটা প্রায় নিশ্চিত। উন্নত রাষ্ট্রগুলি কৃষিতে ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় গতিশীলতা ফিরিয়ে আনছে। আর আমাদের দেশ কৃষিকে তত বেশী গুরুত্ব না দেয়ায় ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে। কৃষি ও কৃষকের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের ভিত মযবুত করতে হবে। কৃষককে জাতির মুখ্য সঞ্চালক মনে করলেও কৃষকদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম দানা বেঁধে উঠে। আইল ঠেলাঠেলি, শ্রমিক ঠকানো, মহাজনী সূদ ও ফসলের দালালীর মত কিছু কর্ম আজ পেশা হিসাবে কৃষিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এই সব ছোট খাটো ত্রুটি না থাকলে এবং কৃষির আধুনিকায়নে মাঠ পর্যায় ও সরকারী পর্যায় থেকে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ থাকলে (ক) দেশটি ফুল-ফসলে সত্যিই সোনার বাংলা হিসাবে গড়ে উঠতো (খ) সব কৃষক-কৃষাণীর মুখে দেখা যেত হাঁসির রেখা (গ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে দেশ পৌঁছত এক কাংখিত পর্যায়ে (ঘ) দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষগুলি স্বাবলম্বী হিসাবে,মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত (ঙ) ভিক্ষুকরা চলে আসতে পারত দাতার পর্যায়ে এবং (চ) 'কৃষক মানে নীচু-গরীব' এই মনোভাবের সর্বোত পরিবর্তন দেখা যেত সমাজে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশার নাম শ্রমিক। যাদের টাকা নেই তারা দৈহিক শ্রম বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করে। শ্রমজীবি মানুষের এই পেশাটিকেও খাটো করে দেখার উপায় নেই। বিশ্বে অনেক বড় বড় বিপ্লব ঘটিয়েছে শ্রমজীবিরা। 'মে দিবস' কাদের রক্তের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়? বর্তমান ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতাসীন দল হিসাবে লেবার পার্টির জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। কল কারখানার শ্রমিক, যানবাহনের শ্রমিক, মৎস্য শ্রমিক, রাস্তার শ্রমিক, উন্নয়ন শ্রমিক, বাসা-বাড়ির শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক সহ নানা ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক শ্রমিকের উপস্থিতি আজ বর্তমান। যানবাহনের শ্রমিক বলতে রিক্সা, রেল, বাস, মিনিবাস, জাহাজ, নৌকা ও উড়োজাহাজের মত সকল যানবাহন পরিচালনার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক ও মালামাল স্থানান্তরের কাজে নিয়োজিত কুলীদের বুঝানো হয়। এই ক্ষেত্রটিও আসলে বিশাল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এ পেশায় লোকজন অর্থ উপার্জন করে। অন্যদের থেকে কিছু বেশী কষ্ট করে তারা অর্থ উপার্জন করে। এই পেশায়ও আজ দালালী, মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি ঢুকে পড়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে মধ্যস্বত্ব ভোগীরা বিশাল প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাদের কারণে নিরীহ শ্রমিকরা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। এই ধরনের আরো কিছু কাজের কারণে 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে' অর্থ উপার্জনের পেশাটি আজ সমালোচনামুক্ত নয়। শ্রমিক যদি ন্যায্য মজুরী পেত তাহ'লে (ক) পরিজনদের

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

ভরণ-পোষণ ও পারিবারিক খরচের চাপে তাকে কখনো অপরাধমূলক কর্মের সাথে জড়িত হ'তে হ'ত না (খ) ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ও বৈষম্য কমে আসত (গ) শ্রমিক তার পারিশ্রমিকের উপর সন্তুষ্ট থাকত এবং এই অর্থ নিয়ে সে গর্ব করতে পারত (ঘ) মেহনতি মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা কমে আসত এবং তারা পুরো আত্মসম্মান নিয়ে সমাজে বসবাস করতে পারত। সুতরাং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার দিয়ে তাদের মধ্যে সততার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে।

আরো কিছু পেশা আছে। যেমন- আইনজীবি, সমাজকর্মী, মৎস্যজীবি, তাঁতী, কামার, কুমার, দর্জি, মুচি, মেথর, শীল, ঘটক, কাযী, কবি, সাহিত্যক, চামড়া শিল্পী, বাঁশ-বেত শিল্পী, উৎপাদন শিল্পী, পরিকল্পক, গবেষক, পরিবেশবিদ, রাজনৈতিক কর্মী, সশস্ত্র বাহিনী, ক্যাম্পাচার, ডাককর্মী, তথ্য কর্মী, আদম ব্যবসায়ী, সাপুড়ে, মিস্ত্রি, নকঁশাবিদ, নির্মাণ শিল্পী, কাঠুরে প্রভৃতি পেশার লোকজন আমাদের সমাজে আছেন। এর মধ্যে প্রায় সবগুলি পেশাই আলোচিত কোন না কোন পেশার আওতায় চলে আসে। আবার আলোচিত কিছু কিছু পেশার পুরো ক্ষেত্রটিও আলোচনায় আসেনি। যেমন- ডাক্তার বলতে হোমিও, কবিরাজ, এল,এম,এফ, বনাজী চিকিৎসকও বুঝানো হয়।

সব পেশাতেই আজ সৎ মানুষের বড় প্রয়োজন। পেশাগত দক্ষতা চাই। চাই সততা ও নিষ্ঠার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মানুষের জন্য উদাহরণ হ'তে হবে। পেশার প্রতি সম্মানবোধ চরমভাবে থাকতে হবে। দায়িত্বের প্রতি মনোনিবেশ থাকতে হবে গভীরভাবে। নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করলে কেউ যদি সমালোচনাও করে তখন কিন্তু নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে হবে না। জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতির জন্য আজ পেশাজীবিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া যরূরী। সুনাম বাড়ানোর চিন্তা এমনভাবে করতে হবে, সমালোচনার বিষয়টি যেন প্রশ্নাতীত হয়ে পড়ে। কর্মমুখর জীবনের অধিকারীগণ যে পেশাতেই থাকেন, তারা একদিন প্রতিষ্ঠিত হন। সুনাম-সুখ্যাতির পাশাপাশি জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণের ক্ষেত্রে তারা রাখতে পারেন প্রয়োজনীয় সব ধরনের অবদান।

আসুন! আমাদের এই সুন্দর দেশটাকে দূর্নীতিমুক্ত করি। উন্নত করি, আরো বেশী সুন্দর ও জনপ্রিয় করি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষেরা যদি আজ জেগে উঠে, দেশ গড়ার সংগ্রামে যদি নিয়োজিত হয় এবং পেশাগত দায়িত্ব যদি নিষ্ঠার সাথে পালন করে, তবে দূর্নীতি এদেশ থেকে পাত্তাড়ি গুটানোর সময়ও পাবে না। জাতীয় আশা-আকাঙ্খা আর উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে পেশাগত দায়িত্ব পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

দলীয় শাসনের স্বরূপঃ কতিপয় প্রস্তাবনা

*শামসুল আলম**

দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর যাবৎ বৃটিশ বেনিয়া কর্তৃক ভারত উপমহাদেশ শোষণের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগষ্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত বিভক্ত হয়, স্বাধীন হয় দু'টি দেশ। পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয় পূর্ব বাংলা অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ। যে মহৎ উদ্দেশ্যে সেদিন পূর্ববাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয় তা ঐ সময়কার শাসকবর্গের অদূরদর্শীতা, স্বৈরশাসন ও একপেশে নীতির কারণে নস্যাৎ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পূর্ববাংলার মানুষ। এক পর্যায়ে তাদেরকে মেনেই নিতে পারেনি এদেশের নিপীড়িত জনগণ। পরিণামে এক সাগর রক্ত আর তুলনাহীন ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয় আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি 'বাংলাদেশ'। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৪টি বছর আমরা পার করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অদ্যাবধি এ জাতির ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এখনো আসেনি স্বাধীনতার সেই কাঙ্খিত সুফল, দেশে উড়েনি শান্তির নিশান। আর কবে সেই সুখপায়রার সন্ধান মিলবে, হতভাগ্য এ জাতির কেউ তা বলতে পারে না।

দেশে ক্ষমতার পালাবদল হচ্ছে। ক্ষমতাসীনরা নির্বাচনের পূর্বে হাযারও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরই ভুলে যান সবকিছু। দেশের বুভুক্ষু মানবতার কথা তাদের আর স্মরণে থাকে না। মুহূর্তেই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যায় দেশের মানুষের অনাগত ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন। এভাবেই দলীয় শাসনের পরিবর্তন হয় কিন্তু দেশের কোন পরিবর্তন হয় না। বাস্তবে তাদের দেশের উন্নয়নের কোন মনমানসিকতা নেই। আলোচ্য নিবন্ধে বৃটিশদের রেখে যাওয়া কথিত গণতন্ত্রের জগাখিচুড়ি নিয়মে দলীয় শাসনের প্রকৃত কিছু চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আওয়ামী সরকার ঃ

সামরিক ও স্বৈরশাসন বাদ দিলে ১৯৭১ সালের পর আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কয়েক টার্ম দেশ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশের দুর্যোগপূর্ণ সময়ের কথা বাদ দিলেও ১৯৯৬ সাল থেকে আওয়ামী লীগ পাঁচ বছর দেশ শাসন করেছে, সুযোগ পেয়েছে দেশ গড়ার। কিন্তু সে সময় দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হয়নি। নির্বাচনের পূর্বে মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আজ আমি পিতৃহারা ও পরিবার হারা এক অসহায় কন্যা আপনাদের সম্মুখে একটি দাবী নিয়ে এসেছি। আপনারা (দীর্ঘ ২২ বছর পর) আমার দলকে অন্ততঃ একটিবার ভোট দিয়ে দেখুন, দেখবেন দেশের চেহারা পাল্টে যাবে'। সত্যি সেদিন দেশের মানুষ হাসিনার কথায় বিশ্বাস করে তার দলকে বিজয়ী করেছিল। কিন্তু

* *চৌগাছা, যশোর।*

শেখ হাসিনা ও তার দল দেশের উন্নতি করতে ব্যর্থ হয়। প্রথম দিকে আইন শৃংখলা এবং দ্রব্যমূল্য কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পরবর্তীতে দেশব্যাপী আইন-শৃংখলার চরম অবনতিতে দেশে এক নৈরাজ্যকর ও ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। আলেম-ওলামা ও ভিন্ন মতানুসারীদের উপর শুরু হয় জেল-যুলুম, অত্যাচার। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজী সহ বিভিন্ন সেক্টরে যেন চর দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দলীয় ক্যাডার, মন্ত্রী-এমপিদের দৌরাত্ম ও ঘুষ-দুর্নীতিতে সারা দেশ বিষাক্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষাঙ্গনে হল দখল, ডাইনিং দখল থেকে শুরু করে চারিদিকে নিয়োগ দেওয়া হয় দলীয় ক্যাডারদের। শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই ৩৪৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের দেশ পরিচালনার ফলাফল হ'ল, বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। সেই আমলে এলাকার কিছু এমপি, মন্ত্রী ও দলীয় চেলাদের দেখেছি কিভাবে তারা জনগণের জান-মাল কেড়ে নিয়েছে। বিরোধী মতের কত লোককে যে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তার হিসাব কে রাখে? স্মরণ রাখা দরকার যে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতা ও দেশপ্রেমিক শেখ মুজিবুর রহমানের মত একজন ব্যক্তির পক্ষেও দলীয় লোকদের কারণে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। তার আমলেও দুর্নীতি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাইতো তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমার কম্বলটা কোথায়'! আওয়ামী লীগ সরকার বিদেশী প্রভুতুষ্ট বিশেষ করে ভারত তোষণনীতির কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সহ সার্বিক দিক থেকে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালনায় চরম ভাবে ব্যর্থ হয়।

জোট সরকারঃ

এখন দেখা যাক বর্তমানে ক্ষমতাসীন জোট সরকার দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কতটুকু অবদান রাখছে? হ্যাঁ, জোট সরকার র‍্যাব বাহিনীর মাধ্যমে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজী কমিয়েছে। দেশের মানুষ কিছুটা হ'লেও স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু তাও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। কারণ শুধু বিরোধী দলের সন্ত্রাসীদেরকে ক্রস ফায়ারে মারা হচ্ছে বলেও অভিযোগ ওঠেছে। যাই হোক না কেন, জনগণ সরকারের প্রতি পুরোমাত্রায় আস্থা রাখতে পারত যদি ঐসব সন্ত্রাসীদেরকে কিছু দিনের জন্য আটকে রেখে তাদের গডফাদারদেরকে চিহ্নিত এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হ'ত।

জোট সরকারের আরেকটি সাফল্য যে, মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান বিগত বন্যায় বিদেশী সহযোগিতার ওপর ভরসা না করে নিজস্ব খাত থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেছিলেন। এছাড়া দেশের দুর্নীতির কথা তিনি একাধিকবার অকপটে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে গত বছর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেশের সংসদ সংস্যগণের ২৯৯ জন যদি একদিকে যান, তখন আমি একা আর কি করতে পারি?' গত ৫ জুলাই তিনি বলেন, রাজস্ব বোর্ড সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি আছে এ কথা সত্য। কোন মন্ত্রণালয়েই ফেরেস্তা নেই। তবে কোথাও কম কোথাও বেশী। আমি প্রত্যেকটি বিভাগের নাম বলতে পারি যেখানে দুর্নীতি হয়'। এমন সত্য কথা বলার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। তবে তিনি ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে কালো টাকাকে সাদা করার যে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এতে দুর্নীতিবাজ ও কালো টাকার মালিকদেরকে আরও উৎসাহিত করা হ'ল। এছাড়া জোট সরকারের শিক্ষাঙ্গনে নকল প্রতিরোধ, পলিথিন ব্যাগ বন্ধ করে পরিবেশ দূষণরোধ, নিষিদ্ধ করণ ধূমপান আইন পাস ইত্যাদি প্রশংসনীয়। এভাবে ছিটে-ফোঁটা কয়েকটি অতি সাধারণ বিষয় ছাড়া সরকার প্রকৃতপক্ষে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। যেমন-

(ক) নির্বাচনের পূর্বে জোট সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা। কিন্তু প্রধামন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জনগণকে দেওয়া তার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া ১২ দফা মূলনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ আলাদা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু দুভার্গ্য সেখানেও জামার কলার ধরা হয়েছিল। নির্বাচনে বিজয়ী খালেদা জিয়া সেদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানকে বলেছিলেন, 'এটা আপনাদের করার কথা নয়। ক্ষমতায় গিয়ে আমরা তার বাস্তবায়ন করব'। অথচ জোট সরকার আজ না কাল করে নানা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিগত তিন বছরে প্রায় ২০ বার সময় প্রার্থনা করেছে। এরপর সরকারকে উক্ত আদালতের নীতিমালা বাস্তবায়ন না করার কারণে আদালত অবমাননার জন্য শোকজ করা হয়েছে। কিন্তু কে কার তোয়াক্কা করে? ক্ষমতাসীন দলের জোর আছে বলেই বিষয়টি তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, জোট সরকার আর বিচার বিভাগকে আলাদা করছে না। ফলে বিচার বিভাগের উপর অবৈধ কর্তৃত্ব থেকেই গেল। এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলের ভূমিকাও রহস্যজনক।

দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হ'ল আদালত। সেই আদালত থেকে যদি নিরপেক্ষ ও সঠিক বিচার জনগণ না পায় তাহ'লে ঐ নিরীহ মানুষগুলি আর যাবে কোথায়? এ বিষয়ে বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগে ২২ ধারাতে উল্লেখ রয়েছে, 'রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গ সমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্রপতি নিশ্চিত করিবেন'। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় তিন যুগ পার হ'তে চলল। অথচ এখনও সংবিধানের এই ধারাটি কোন সরকারই বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বরং বারবার সংবিধান লংঘন করা হচ্ছে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সর্বোচ্চ আদালতেও আজ যোগ্য-অযোগ্য বাছ-বিচার না করে দলীয় লোককে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সৎ ও নিরপেক্ষ বিচারকগণ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে, দেশের স্বনামধন্য অনেক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অমানবিকভাবে অসংখ্য মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

গ্রেফতার করে হয়রানি করা হচ্ছে। এজন্য বিচারকগণ ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশও করছেন। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা নিরপরাধ ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে যামিন দিতে সাহস পাচ্ছেন না। এই যদি হয় আমাদের আদালত অঙ্গনের বাস্তব চিত্র তাহ'লে সাধারণ মানুষ কিভাবে সেখানে ন্যায্য বিচারের আশা করতে পারে? জানি না এ দলীয় সংকীর্ণতা পৃথিবীর কোন গণতন্ত্রে আছে? ধিক্কার এই দলীয় শাসনব্যবস্থাকে।

(খ) জোট সরকারের আরেকটি অঙ্গীকার ছিল স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা। বহু সমালোচনার মুখে কচ্ছপ হাঁটার নীতিতে সরকার পড়ন্ত বেলায় দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করল বটে। কিন্তু প্রায় ৮ মাস পার হ'লেও এখনও কার্যক্রম শুরুই হয়নি। দুর্নীতি দমন কমিশন এখন একটা ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। সরকারী একটি ক্ষুদ্র মহল যদিও চায় কিন্তু দলের শীর্ষ স্বার্থান্বেষী মহলের চাপ কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয় না। কারণ এতে তাদের কালো টাকা আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে, হারাতে হবে এমপি, মন্ত্রিত্বের চেয়ার। কি আশ্চর্যের বিষয়, একটা গণতান্ত্রিক দেশে যখন দলীয় শাসনের অন্তরালে দলীয় এমপি-মন্ত্রী-ক্যাডাররা এভাবে জনগণের টাকা লুটেপুটে খায় তখন বিদেশী প্রভুরা বলেন না যে, দুর্নীতি বন্ধ কর, নইলে তোমাদের সাহায্য বন্ধ করে দিব। বরং তারা বলে, এগুলি তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়। অপরদিকে একটা বোমা ফাটলেই তারা বলে, তোমার দেশে জঙ্গী আছে, ওদের ধর। ভিলেনের ন্যায় ওরা আমাদের দেশের উন্নতির জন্য জিগির তুললেও মূলতঃ দেশটি অর্থনৈতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাক এটা তারা চায় না। বরং দেশকে অস্থিতিশীল রেখে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। কল্পিত জঙ্গীর আবিষ্কারক যে তারা নয় এর গ্যারান্টি কোথায়?

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তার মন্ত্রী, এমপিরা বিভিন্ন জনসভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে গলা উঁচু করে বক্তব্য রাখেন যে, বর্তমান সরকার সারা দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসিয়ে দিচ্ছে। উন্নয়নের এই জোয়ার দেখে বিরোধী দলগুলির সহ্য হচ্ছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখে কি এই কথাগুলি মানানসই? শুধু বিরোধী দল কেন যেকোন সচেতন নাগরিক যদি এই মুহূর্তে তাদের কাছে প্রশ্ন রাখে, তাদের আমলে বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে খ্যাতি লাভ করল কেন? তাও আবার পরপর তিনবার? এর জবাব কি? সরকার এটাকে প্রত্যাখ্যান করলেও এই কঠিন ও রূঢ় বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। দেশের শিক্ষা বিভাগে, কোর্ট-কাছারি, থানা-পুলিশ, কাষ্টমস, সড়ক ও যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, ডাক-টেলিফোন, নৌমন্ত্রণালয়, ভূমি, আইন, সচিবালয় সহ সরকারী এমন কোন সেক্টর নেই যে, সেখানে দুর্নীতির ছড়াছড়ি নেই। গত ১৮ জুন কানাডীয় কোম্পানী 'নাইকো'র কাছ থেকে অবৈধভাবে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের ১টি গাড়ী জ্বালানী ও খনিজ প্রতিমন্ত্রীর গ্রহণ করা এবং কোটি টাকার অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রকাশ হওয়ার পর তার পদত্যাগই প্রমাণ করে যে, দেশে মন্ত্রী-এমপিদের মধ্যে দুর্নীতি হয় কি-না? এই তো সেদিনের কথা, ভারত থেকে কোটি কোটি টাকার পঁচা গম আমদানীর জন্য সারা দেশে তোলপাড় হয়ে গেল। তদন্তে ধরা পড়ল সরকার দলীয় বগুড়ার জনৈক এমপি। এমপি'র তো কিছুই হ'ল না। এর জবাব কে দিবে?

আজকাল অফিস-আদালতে গেলে বিনা টাকায় কথাও বলা যায় না। এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ফাইল সরানো যায় না। বড় সাহেবদের পুকুর চুরির লেন-দেন হয় অতি গোপনে। অফিস-আদালতে গেলে মনে হয় এ কোন জগতে এলাম। এদেশে এসব দেখার কি কেউ নেই? নেই কি কোন নিয়ম-কানূন? চারিদিকে শুধু কালো টাকার ছড়াছড়ি। প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে চলেছে কে কত দিতে পারে? আর কে কত নিতে পারে? মনে হয় দেশে ঘুষ দেয়া-নেয়া একটা নতুন অলিখিত আইনে পরিণত হয়েছে। কি হবে দেশের আগামী দিনগুলির? কি হবে এদেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের? কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের স্বাধীন প্রিয় মাতৃভূমি? যখন যে দল ক্ষমতায় আসছে তারা এই দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। ফলে তারা দেশ বিধ্বংসী এই সমস্ত দুর্নীতি বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সর্বদাই ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

দুর্নীতির কিছু খতিয়ানঃ

গত ২৯ মে ২০০৫ রাজধানীতে নির্মাণর শহীদ নূরুল আমীন খান মিলনায়তনে 'দুর্নীতি দমন কমিশন' আয়োজিত সেমিনারে প্রফেসর আবুল বারাকাত বলেন, দেশে ১১ সেক্টরে প্রতি বছর ১৬ হাযার কোটি টাকা ঘুষ লেন-দেন হয়। তবে শুধু ১১ সেক্টরের কথা প্রত্যাখ্যান করে পত্রিকার রিপোর্টে এসেছে যে, ছোট-বড় সব মিলিয়ে দেশে বছরে ঘুষের লেন-দেন ৭০ হাযার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। যা বর্তমান ঘোষিত বাজেট (৬৪ হাযার ৩৮৩ কোটি টাকা)-এর চেয়েও বেশী। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে নেশা ও মাদকতার পিছনে আরও সাড়ে ৫ হাযার কোটি টাকা। প্রফেসর আবুল বারকাত আরও বলেন, গত ৩৪ বছরে দেশে ২ লাখ কোটি টাকা ঋণ ও অনুদান এসেছে, এর প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ টাকাই লুটপাট হয়েছে। ঐসব তথাকথিত সাধু দাতা দেশ সমূহ যারা এই ঋণ-খয়রাতি দিয়েছে তারাই এর মধ্যে ৪৫ হাযার কোটি টাকা কনসালটেন্সি ও মালামাল বিক্রিসহ নানা কায়দায় নিয়ে গেছে। দেশের লুটেরাদের পকেটে গেছে ৫৪ হাযার কোটি টাকা, গ্রাম-শহরে টাউট শ্রেণী লুট করেছে ৩৬ হাজার কোটি টাকা। বাদবাকী মাত্র ৪৫ হাযার কোটি টাকা প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন বা জনগণের ভাগে পড়েছে। যদিও হতদরিদ্রদের প্রত্যক্ষ পাওয়ার হিসাব ধরলে কিছুই মিলবে না। প্রফেসর ইউনুস বলেন, 'বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির বিরাট হাটে পরিণত হয়েছে'। 'টিআইবি' 'চট্টগাম সমুদ্র বন্দর ঃ একটি ডায়াগনষ্টিক ষ্টাডি' শীর্ষক ঘোষণায় বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে বছরে ৮০১ কোটি টাকা ঘুষ

লেন-দেন হয়। এর মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ৪৬০ কোটি টাকা এবং বন্দর সংশ্লিষ্টরা ৩৪১ কোটি টাকা আয় করে। আর এক হিসাবে দেখা গেছে, ২০০৪ সালে শুধু পণ্য লোডিং-আনলোডিং-এর জন্য ৪১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ঘুষ লেন-দেন হয়েছে।

শিক্ষাভবনে দুর্নীতির খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরে এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষাভবনে একশ্রেণীর কর্মকর্তা প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা রেট নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন- ঢাকায় বদলির জন্য ৫০ হাযার থেকে ১ লাখ টাকা, শহর ভিত্তিক বদলীর জন্য ৫০ হাযার টাকা, কম্পিউটার ও গৃহায়ন ঋণের জন্য ১২ হাযার টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষাবোর্ডগুলি কোটি কোটি টাকা চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলেছে। তুলে ধরা হয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ। দুর্নীতির এ খতিয়ান সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেওয়া হ'ল। অনেকের মতে, জোট সরকারের আমলে ঘুষ-দুর্নীতি, অনাচার, অনিয়ম, রাষ্ট্রীয় অর্থ-সম্পদের অপচয়, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, জোর-জবর দখল, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, বোমাবাজি, হয়রানি, নিপীড়ন-অত্যাচার বিগত সকল সরকারকে হার মানিয়েছে।

জোট সরকারের আর এক ব্যর্থতাঃ

সবচেয়ে রেকর্ড ব্রেক করেছে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধের জোট সরকার দেশের প্রখ্যাত আলেম বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের গ্রেফতার ও হয়রানি করে। বিগত সরকার প্রখ্যাত আলেম শায়খুল হাদীছ মাওলানা আযীযুল হক, মুফতী আমিনীসহ অসংখ্য আলেমকে গ্রেফতার ও হয়রানি করেছিল। তারা মসজিদ, মাদরাসা নির্যাতন করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আওয়ামী সরকারের পক্ষে তা অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু ইসলামের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে জোট সরকার বিগত সরকারকেও অতিক্রম করেছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে জঙ্গীবাদের মিথ্যা ধুয়া তুলে প্রকৃত অপরাধীদেরকে আড়াল করার জন্য সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অমানবিকভাবে গ্রেফতার করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসর ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ** একই সংগঠনের নায়েবে আমীর বিশিষ্ট আলেম শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযিযুল্লাহকে। অতঃপর ডজন খানেক মিথ্যা মামলা চাপানো হয় তাঁদের উপরে। গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয় বহু মসজিদ মাদরাসার আলেম-ওলামাকে। তাও আবার বড় ইসলামী দলের প্রভাবশালী মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে? কি রহস্য এতে? যা কিনা জোটের ছদ্মাবরণে থাকা চিহ্নিত বিশেষ মহলের পক্ষে খুব সহজে সম্ভব হ'ল। বিগত ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের আমলেও আহলেহাদীছ জামা'আত ও অন্যান্য দ্বীনী সংগঠনগুলি অন্তত বিভিন্ন সভা-সমাবেশ করতে পেরেছে। অথচ এই সরকারের আমলে দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা যা ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী হওয়ার কথা ছিল, তা ন্যাক্কারজনকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। ঢাকার পল্টন ময়দানের ৬ মে-র মহাসমাবেশ ও অন্যান্য ধর্মীয় সমাবেশ বন্ধ করা হ'ল। শিক্ষকের মুক্তির দাবীতে আয়োজিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমাবেশও একটি কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রে করতে দেওয়া হয়নি।

দেশ কারা চালাচ্ছে?

সরকারের একটা মহল বলছে, তারা বাইরের চাপে ডঃ গালিবকে গ্রেফতার করেছে। আমরা সরকারকে বলব, আপনারা কি তাহ'লে বাইরের ইশারাতে ক্ষমতায় এসেছেন? আপনারা বলছেন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, তেলের মূল্য বাড়াতে হচ্ছে বাইরের চাপে। র‍্যাব দিয়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হচ্ছে বাইরের চাপে। কিন্তু জঙ্গীদের মূল নায়ক বাংলা ভাই আর আব্দুর রহমানকে তো বাইরের চাপে এখনও ধরতে পারলেন না? তাহ'লে কি তাদের ধরার ব্যাপারে আসলে বাইরের কোন চাপ নেই (?) দুর্নীতি, দলীয়করণ, কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসীদের গডফাদারদেরকে ধরার ব্যাপারে বাইরের চাপ আসে না কেন? ভাবতে অবাক লাগে যে, দেশ পরিচালনার মূল চাবিকাঠি এখন বাইরের অদৃশ্য শক্তির কাছে।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সোল এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে বগুড়া সরকারী আজিজুল হক কলেজের এক কুখ্যাত সহকারী অধ্যাপক। এখন তার শিকড় নাকি খুবই গভীরে। তা হয়ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও অবগত। অথচ ডঃ গালিবকে জঙ্গী বানানোর নীল নক্সা তার মাধ্যমেই শুরু করা হয়েছে। এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির পরও তাকে ধরে এখনও বিচারের সম্মুখীন করা হয়নি। বিষয়টি সচেতন মহলে এক কৌতুহলের জন্ম দিয়েছে।

জোট সরকার আজ নিজের স্বকীয়তা ও নৈতিকতা ধরার ধূলিতে মিশিয়ে ফেলেছে। বিএনপি সেই শহীদ জিয়ার দেশ গঠনের আদর্শ ও নীতিমালা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বিশেষতঃ পররাষ্ট্রনীতিতে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা থেকে বেরিয়ে এসে এদেশ এখন নব্য সাম্রাজ্যবাদের অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। যার পরিণতি মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। পররাষ্ট্রনীতি বলতে যা বুঝায় বাংলাদেশে তা এখন মোটেও নেই। অথচ একটি দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা পররাষ্ট্রনীতির উপর নির্ভরশীল। তাই সেদিন জিয়াউর রহমান যথার্থই বলেছিলেন, 'পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কাউকে খুশী রাখার প্রয়োজন নেই। এটা মনে রাখবেন, যাকে খুশী করতে যাবেন সে আপনার ঘাড়ে থাবা মারবে। তাই ফরেন পলিসিতে কাউকে খুশী করা চলবে না'। তিনি আরও বলেছিলেন 'পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটা এক্সটেনশন'। কথাগুলি ধ্রুব সত্য। কারণ আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি দু'টোই পরস্পর নির্ভরশীল। তাই সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে হ'লে

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

এ দু'টোর মধ্যে ব্যালান্স মেইনটেইন করে চলতে হয়। তাই জোট সরকারকে বিশেষ করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সমীপে বলব, আপনারা যদি দেশের কল্যাণ চান ও আগামীতে আবার ক্ষমতায় আসতে চান, তাহ'লে এখনও সময় আছে সংশোধনের। সংশোধনের পদক্ষেপগুলি যেভাবে নিতে হবে তা নিম্নে প্রস্তাব আকারে তুলে ধরা হ'ল-

প্রস্তাবনাঃ

(১) নির্বাচনের পূর্বেই জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দেশ ও জনকল্যাণের স্বার্থে কোনরূপ কালক্ষেপণ না করে বিচার ও প্রশাসন বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক করা।

(২) ব্যক্তির চেয়ে দল এবং দলের চেয়ে জাতি বা দেশ বড় জোট সরকারকে এই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে। দেশকে বড় মনে করলে সম্পূর্ণরূপে দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাবে এবং দলমত নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে এ আইন সমানভাবে প্রয়োগ হবে। দলীয়-আপন-পর সকলকে গ্রীণ সিগন্যাল দিয়ে কড়া হুঁশিয়ারী দিতে হবে। নিয়মের ব্যত্যয় হ'লে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কোন এমপি-মন্ত্রীর দুর্নীতি ধরা পড়লে তাৎক্ষণিক তার সদস্যপদ ও মন্ত্রী পদ বাতিল করতে হবে। এ মর্মে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হবে।

(৩) দুর্নীতি দমন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা করতঃ রেডিও-টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনগণকে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা দিতে হবে।

(৪) নির্বাচনের পূর্বে জোট সরকার বলেছিল, তারা ক্ষমতায় গেলে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করবে না। অথচ ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত এ্যালকোহল সমৃদ্ধ পানীয় ক্রাউন-হান্টার আবার বাজারজাত করা হ'ল। বড় আফসোস হ'ল ঐ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন ইসলামী দলের একজন আমীর। ফলে বিষয়টি জনগণকে আরও বিভ্রান্তিতে ফেলেছে।

জোট সরকার সম্প্রতি মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করে আইন প্রণয়ন করেছে যে, মৃত্যুর পূর্বেই ব্যক্তির সম্পত্তি ওয়ারিছগণের মধ্যে 'বন্টননামা রেজিষ্ট্রী' করে দিতে হবে, যা ১ জুলাই '০৫ থেকে কার্যকরী হয়েছে। এই আইন পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ- 'পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যা ত্যাগ করে যান সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি' *(নিসা ৩৩)*। আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তির মৃত্যুর পরের কথা এসেছে। শুধু তাই নয়, এই আইন সমাজে বাস্তবায়িত হ'লে একটি পরিবারের ওপর পিতা-মাতার কর্তৃত্ব হারাবে এবং পরিবর্তে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃংখলা দেখা দিতে বাধ্য। জানি না জোটের শরীক ইসলামী দলগুলি কোন ইসলাম চান? ইসলামী মূল্যবোধের সরকার ইসলামের বিরুদ্ধেই ক্রমশ অগ্রসর হয়েই চলেছে। অবিলম্বে এই ইসলাম বিরোধী আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত পরিহার করতে হবে। এদেশের মুসলমান এই আইন মানে না, কোন দিন মানবেও না।

(৫) যে আলেম-ওলামার কারণে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল তাদের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়ন তো দূরের কথা ইসলামী শিক্ষা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে জোট সরকার কোন অবদান রাখতে পারেনি। সরকারকে স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবিলম্বে ফাযিল ও কামিলকে ডিগ্রী ও মাষ্টার্সের মান দিতে হবে। বৈষয়িক ও ধর্মীয় শিক্ষা পৃথক না করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ধর্মীয় বিজ্ঞান ভিত্তিক সাধারণ শিক্ষা এবং শরী'আহ গবেষণা ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিষয় বাধ্যতামূলক করতে হবে। মনে রাখতে হবে ধর্মীয় বিষয়গুলি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। এর জন্য দেশবরেণ্য আলেমদের ও ইসলামী শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নিতে হবে। মাদরাসাতে ৩০% মহিলা শিক্ষিকা বাধ্যতামূলক নিয়োগ বাতিল করতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্রপ্রধানদের ছবির পূজা বন্ধ করতে হবে। কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।

(৬) জোট সরকারকে অবিলম্বে দেশের সকল আলেম-ওলামার উপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, উপমহাদেশের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র ও প্রবীণ শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও তাঁর সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্য সকল নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং অবিলম্বে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সাথে সাথে প্রকৃত অপরাধীদের ধরে বিচার করতে হবে। অন্যথায় দেশের প্রায় ৩ কোটি আহলেহাদীছ চুপ করে বসে থাকবে না। ডঃ গালিবসহ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীকে গণআন্দোলনে রূপ দেয়ার জন্য দেশব্যাপী কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। ফলে স্মরণকালের বিজয় স্মরণকালের পরাজয়ে পরিণত হবে। বিএনপি ইচ্ছে করলেও সে ক্ষতি আর পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবে না। অতএব, আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(৭) শিক্ষাঙ্গণে লেজুড়ভিত্তিক শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। অন্তত ১০ বছরের জন্য হ'লেও। এটি দেশের বিজ্ঞ ও অধিকাংশ মানুষের সময়োপযোগী দাবী।

(৮) দেশে একদিন হরতাল, ধর্মঘট হ'লে ৩৮৬ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। এ সরকারের আমলে হরতাল, ধর্মঘট হয়েছে ৫০দিন। সবচেয়ে গরীব দেশের অর্থনীতি বলতে আর কি থাকে। তাই হরতাল, ধর্মঘট বন্ধ করতে হবে।

(৯) বৃটিশ প্রণীত দেওয়ানী-ফৌজদারী আইন সংশোধন করতঃ ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন- মদ-জুয়া, পতিতা বৃত্তি, অশ্লীল সিনেমা, দেশী-বিদেশী অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। ভিয়েতনামের মত অমুসলিম রাষ্ট্রে যদি পতিতা ও অশ্লীল সংস্কৃতি নিষিদ্ধ হ'তে পারে, তবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই মুসলিম দেশটিতে তা নিষিদ্ধ হবে না কেন? সূদ-ঘুষ নিষিদ্ধ করে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে, যা পাকিস্তান সহ বহু মুসলিম দেশে চালু আছে।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি যদি জোট সরকার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে তবে আগামী নির্বাচনেও এদেশের আলেম-ওলামা ও ধর্মভীরুদের দো'আ ও সমর্থন নিয়ে বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করতে পারে। আর যদি বিদেশী প্রভুদের খুশী করতে 'সেক্যুলারিজম' (Secularism)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহ'লে তারা নিঃসন্দেহে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

মনীষী চরিত

আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

খ. অপ্রকাশিত ও অসমাপ্ত রচনাবলীঃ

১. আদ-দুররুল মাকনূন ফী তায়ীদে খায়রিল মাঊন (الدر المكنون فى تأييد خير الماعون)ঃ এ পুস্তিকাটি আল্লামা মুবারকপুরী রচিত 'খায়রুল মাঊন ফী মানইল ফিরার মিনাত ত্বাঊন' গ্রন্থের সমর্থনে লিখা।

২. আল-বিশাহুল ইবরীযী ফী হুকমিদ দাওয়া আল-ইংক্রেযী (الوشاح الإبريزى فى حكم الدواء الإنكليزى) ঃ এ পুস্তিকাটি ইউরোপীয় ঔষধ ব্যবহারের বিধান সংক্রান্ত।

৩. ইরশাদুল হায়েম ইলা মান'ই খিছায়িল বাহাইম (إرشاد الهائم إلى منع خصاء البهائم) ঃ এ পুস্তিকায় জন্তু খাসী করার বিধিনিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. রিসালাহ ফী রাক'আতিল বিতর (رسالة فى ركعة الوتر) ঃ এ পুস্তিকায় বিতর ছালাতের রাক'আত সংখ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৫. আল-কালিমাতুল হুসনা ফিল মুছাফাহা বিল ইয়াদিল ইউমনা (الكلمة الحسنى فى المصافحة باليد اليمنى) (অসমাপ্ত) ঃ ডান হাত অর্থাৎ এক হাতে মুছাফাহা করা সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. রিসালাহ ফী মাসায়িলিল ওশর (رسالة فى مسائل العشر) (অসমাপ্ত)।

৭. রাফউল ইয়াদায়ন লিদ-দো'আ বা'দাছ ছালাতিল মাকতূবাহ (رفع اليدين للدعاء بعد الصلاة المكتوبة) ঃ এ গ্রন্থে ফরয ছালাতের পর হাত উঠিয়ে দো'আ করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৮. তানকীদুদ দুর্রাতিল গুর্রাহ (অসমাপ্ত) (تنقيد الدرة الغرة)ঃ মাওলানা যাহীর আহসান শাওক নিমবী হানাফী 'আদ-দুর্রাতুল গুর্রাহ ফী ওয়াযইল ইয়াদায়ন আলাছ ছাদর ওয়া তাহতাস সুর্রাহ' (الدرة الغرة فى وضع اليدين على الصدر وتحت السرة) নামে একটি পুস্তিকা লিখেন। এ গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেছেন, ছালাতে হাত বুকের উপরে নয়; বরং নাভির নীচে বাঁধতে হবে। আল্লামা মুবারকপুরী তাঁর 'তানকীদুদ দুর্রাতিল গুর্রাহ' গ্রন্থে শাওক নিমবীর উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন।

এছাড়া আল্লামা মুবারকপুরী জীবনের শেষ দিনগুলিতে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেকের একটি বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ এবং 'আল-জাওহারুন নাকী ফির রাদ্দি আলাল বায়হাক্বী' গ্রন্থের সমালোচনা লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতা ও সুযোগের অভাবে তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।[৪৯]

'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' ও গাযীপুরী ছাহেবের ফাতাওয়া সংকলনঃ

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফৎওয়ার কপিগুলি আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী মুবারকপুরী ছাহেবকে হস্তান্তর করেন। তিনি সেগুলিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দু'খণ্ডে বিন্যস্ত করেন।[৫০] উল্লেখ্য, মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর ১৩ বছর পর তদীয় খ্যাতিমান ছাত্র আল্লামা মুহাম্মাদ শামসুল হক আযীমাবাদী ও আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর সংশোধনী ও মাওলানা শারফুদ্দীন দেহলভী (মৃঃ ১৩৮১/১৯৬১) কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংযোজনীসহ ১৩৩৩ হিঃ/ ১৯১৫ সালে 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' নামে বৃহদাকার দু'খণ্ডে মিয়াঁ ছাহেবের উক্ত ফৎওয়া সংকলন সর্বপ্রথম দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।[৫১]

তাছাড়া মুবারকপুরী ছাহেব স্বীয় প্রাণপ্রিয় শিক্ষক হাফেয মাওলানা আব্দুল্লাহ গাযীপুরীর ফৎওয়াও ফিক্বহী অধ্যায় ভিত্তিক বিন্যস্ত করে এক খণ্ডে সংকলন করেন, যা অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।[৫২]

ফৎওয়া প্রদানঃ

কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, সাহিত্য, মতভেদপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি বিষয়ে মুবারকপুরী ছাহেব গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং প্রত্যেক ইসলামী ও ফিক্বহী মাসআলা সম্পর্কে অনায়াসে আলোচনা করতেন। মাসআলা 'ইস্তিমবাতে' (উদ্ভাবন করা) মুজতাহিদের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। সব মাযহাবের ছোট-বড়

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৯. তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৬-৪৭; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৭; তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৫; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৮-২৯; আল-ই'তেছাম, ৩০ এপ্রিল- ৬মে ২০০৪, ১৭তম সংখ্যা, পৃঃ ২১।

৫০. তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬।

৫১. ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ (দিল্লীঃ ইদারায়ে নূরুল ঈমান, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫ ও ৫১; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৩৫।

৫২. তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬; হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৭; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬।

http://islaminonesite.wordpress.com

ফিক্বহের কিতাব তাঁর নখদর্পণে ছিল। পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি ফৎওয়া প্রদানও অব্যাহত ছিল এবং প্রত্যেক মাযহাবের লোকজন তাঁর কাছে এসে মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করত। তিনি তাদেরকে মৌখিক আবার কখনও লিখিত ফৎওয়া প্রদান করতেন।[৫৩] ভারতের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক কাযী আত্বহার মুবারকপুরী বলেন, 'দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরও তিনি কতিপয় পাঠ্যপুস্তকের ইবারত মুখস্থ পড়াতেন এবং সব ধরনের ফৎওয়া লিখাতেন। প্রত্যেক মাযহাবের লোক মাওলানার কাছে ইলমী মাসায়েল জিজ্ঞেস করত এবং তিনি প্রত্যেককে তার মাযহাব অনুযায়ী মাসআলা বর্ণনা করতেন'।[৫৪]

ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লামা মুবারকপুরী অত্যন্ত সতর্কতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতেন। জিজ্ঞাসিত ফৎওয়া সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করতেন। অনেক সময় এমন হ'ত যে, তিনি কোন ফৎওয়ার জবাব লিখতে চাচ্ছেন, তখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য আগন্তুক ওলামায়ে কেরামের সাথে সে ব্যাপারে পরামর্শ করতেন এবং প্রশ্নের খুঁটিনাটি সকল দিক চিন্তা-ভাবনা করার পর উহার জবাব লিখতেন।[৫৫] মুবারকপুরীর প্রপৌত্র ডঃ রিযাউল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'ফৎওয়া লিখাতেও মাওলানা স্বীয় মুহাদ্দিছী রীতি-নীতি অবলম্বন করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রত্যেক প্রশ্নের জবাবদানের সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর ফৎওয়াগুলিতে 'রিওয়ায়াত' (বর্ণনা) ও 'দিরায়াত' (অন্তর্দৃষ্টি)-এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে'।[৫৬]

মুবারকপুরীর ফৎওয়া সংকলনঃ

আল্লামা মুবারকপুরী বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য ফৎওয়া দিয়েছেন। মুহাম্মাদ উযাইর সালাফী বলেন, وله نفسه

فتاوى كثيرة لو جمعت لجاءت فى عدة مجلدات-

'তাঁর নিজেরও অনেক ফৎওয়া রয়েছে। যদি সেগুলি একত্রিত করা হয়, তবে কয়েক খণ্ডে সমাপ্ত হবে'।[৫৭] কাযী আত্বহার মুবারকপুরী তাঁর 'তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর' গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৫৮] 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ'তে মুবারকপুরীর বেশ কিছু ফৎওয়া রয়েছে।

জানা গেছে, মুবারকপুরীর প্রপৌত্র ডঃ রিযাউল্লাহ মুবারকপুরী আল্লামা মুবারকপুরীর ফৎওয়া সংকলনের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ২০০৩ সালের ৩০ মার্চ মুম্বাইয়ে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছে'র দু'দিন ব্যাপী কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রদানকালে হঠাৎ করে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৯]

১৯৯৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর ডঃ আইনুল হক ক্বাসেমীকে লিখিত এক পত্রে ডঃ রিযাউল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'আমার কাছে (মুবারকপুরীর) যে ফাতাওয়া রয়েছে তা দেখে মনে হচ্ছে যে, হেকিম আব্দুস সালাম ছাহেব বিভিন্নভাবে এগুলিকে একত্রিত করেছেন। কেননা এগুলির মধ্যে কিছু ফৎওয়া এমন রয়েছে যেগুলি কোন পত্র-পত্রিকা থেকে নকল করা হয়েছে এবং কিছু এমন রয়েছে যেগুলির কপি মজুদ ছিল। আবার সেগুলির মধ্যে কিছু ফৎওয়া এমনও রয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের প্রশ্ন মজুদ নেই এবং স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রশ্নগুলির কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। এজন্য শুধু জবাবদানই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আর কিছু ফৎওয়া প্রত্যুত্তর দানের আকৃতিতে রয়েছে'।

উক্ত পত্রে তিনি আরো বলেন, 'তাঁর ফৎওয়ার উক্ত সংগৃহীত কপিগুলি নকল করে নিয়েছি। এখন 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' থেকে তাঁর ফৎওয়াগুলি বাছাই করছি। কেননা পরামর্শের পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ফৎওয়ার উক্ত কপি এবং 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ' থেকে তাঁর ফৎওয়াগুলি পৃথক করে এক সাথে প্রকাশ করব। বর্তমানে 'কিতাবুল জানায়িয' ('জানাযা' অধ্যায়)-এর আরবী অনুবাদ শেষ করার পর উহা পরিচ্ছন্ন করে লিখার কাজে ব্যস্ত রয়েছি। এখেকে অব্যাহতি লাভের পর ফাতাওয়া বিন্যস্তের কাজে হাত দেব'।[৬০]

হেকিম মুবারকপুরীঃ

আল্লামা মুবারকপুরী তাঁর বাবার ন্যায় একজন হেকিমও ছিলেন। হেকিমী পেশা ছিল তাঁর বংশগত ঐতিহ্য। সেই সূত্রে তিনি হেকিমী চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন এবং এটি তাঁর রূযীর মাধ্যমও ছিল বটে।[৬১]

আল্লামা মুবারকপুরীর ছাত্র ডঃ তাকিউদ্দীন হেলালী বলেন, 'হেকিমী ব্যতীত মাওলানার রূযীর কোন মাধ্যম ছিল না। এতদসত্ত্বেও দানশীলতায় ওলামায়ে কেরামের মাঝে তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তিনি রুগীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মাওলানার জীবনীকারদের মধ্যে কেউই তাঁর চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করেননি। অথচ এটি তার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য, উত্তম গুণ এবং নবী-রাসূলগণের বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মন ও দেহ উভয়েরই চিকিৎসক ছিলেন। এটি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, মাওলানা ছাহেব মনোজাগতিক চিকিৎসার সাথে সাথে দৈহিক চিকিৎসারও পূর্ণ অংশ পেয়েছিলেন, যা প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ বা উত্তরাধিকার। মাওলানা

৫৩. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।*
৫৪. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৯-৫০।*
৫৫. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮।*
৫৬. *আল-ই'তেছাম, ৭-১৩ মে ২০০৪, ৫৬ বর্ষ, ১৮তম সংখ্যা, পৃঃ২০।*
৫৭. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ, পৃঃ ২৯৭।*
৫৮. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬।*
৫৯. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯।*
৬০. *ঐ, পৃঃ ১৯-২০।*
৬১. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৪৯; আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।*

http://islaminonesite.wordpress.com

গরীবদের কাছ থেকে চিকিৎসার খরচ নিতেন না। অবশ্য ধনী লোকদের প্রদত্ত ফি গ্রহণ করতেন।[৬২] এভাবে মাওলানা ছাহেব বুখারী শরীফের ঐ হাদীছের উপর পুরোপুরি আমলকারী ছিলেন যেখানে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ-

'কারো জন্য নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহ্র নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য খেতেন'।[৬৩]

ডঃ আইনুল হক ক্বাসেমীকে লিখিত ডঃ রিযাউল্লাহ মুবারকপুরীর এক পত্র থেকে জানা যায় যে, মাওলানা হেকিমী চিকিৎসা করতেন এবং শুধু ২/৩ ঘণ্টা দোকানে সময় দিতেন। বাকী সময় অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করতেন। আল্লামা মুবারকপুরীর ভাতিজা হাজী আব্দুস সালাম বিন হেকিম মুহাম্মাদ শফী' বলেন, 'মাওলানার আসল কাজ ছিল গ্রন্থ রচনা। এর ফাঁকে কিছু চিকিৎসাও করতেন। প্রেসক্রিপশনের ফিস নিতেন না। শুধু ঔষধের পয়সা নিতেন'।

আল্লামা মুবারকপুরীর দাওয়াখানার নাম ছিল 'দাওয়াখানায়ে মুফীদে আম'। এখনও ডাঃ মুহাম্মাদ তাকী আ'যমী এবং হেকিম সাইফুর রহমান আহওয়াযীর মাধ্যমে মুবারকপুরীর খান্দানে হেকিমীর সিলসিলা অব্যাহত আছে। তাদের দাওয়াখানার ঐ নামই আছে।[৬৪]

চরিত্র ও অভ্যাসঃ

আল্লামা মুবারকপুরী বহুগুণে গুণান্বিত ছিলেন। পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছদের অন্যতম প্রসিদ্ধ মাদরাসা দিল্লীর 'রহমানিয়া মাদরাসা'র প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয় এবং মোটা অংকের বেতনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাবে সাড়া দেননি। অনুরূপভাবে তদানীন্তন সঊদী বাদশাহও বিরাট অংকের বিনিময়ে মক্কা শরীফে হাদীছের পাঠদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবেও সম্মত হননি। বরং বাদশাহকে এ বলে উত্তর দেন যে, يكفينى ما يحصل لى من الكفاف 'জীবন ধারণের জন্য যে ন্যূনতম জীবিকা অর্জিত হচ্ছে, তাই আমার জন্য যথেষ্ট'।[৬৫]

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। ছাত্র ও ওলামায়ে কেরামকে খুব ভালবাসতেন। প্রত্যেক ছাত্রের মেধা ও ইলমী যোগ্যতার দিকে খেয়াল রেখে এমনভাবে কথা বলতেন যা সে সহজে বুঝতে পারে। ওলামায়ে কেরাম ও ছাত্র ব্যতীত অশিক্ষিত লোকদের সাথেও সম্পর্ক রাখতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন এবং পরামর্শ গ্রহণকারীদেরকে উপকারী পরামর্শ দিতেন।[৬৬]

পাঠদান, অধ্যয়ন, গ্রন্থ রচনা এবং কুরআন-হাদীছের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় হ'ত। আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি নম্র ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ছিলেন গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতা মূর্ত প্রতীক। তাঁর হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর যবান মিথ্যা কথা ও গীবত (পরনিন্দা) থেকে মুক্ত ছিল। তাঁর মজলিসে কেউ কারো গীবত করলে তিনি তা দারুণভাবে অপসন্দ করতেন এবং তাঁকে এ ধরনের জঘন্য কাজ থেকে নিষেধ করতেন। এসব গুণাবলীর কারণে লোকেরা তাঁর দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিল এবং তিনি তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় সুউচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। বস্তী, গোণ্ডা, বলরামপুর প্রভৃতি বহু জায়গার লোক তাঁর হাতে বায়'আত নিয়েছিল।[৬৭]

তিনি প্রগতি, ফ্যাশন (Fashion) এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। ছাত্র এবং অন্যদেরকে ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে অনুৎসাহিত করতেন।

পাঠদানকালে যত বড় ব্যক্তিই আসুক না কেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পাঠদান অব্যাহত রাখতেন। পাঠদান শেষে আগন্তুকের দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন এবং কথাবার্তা বলতেন। আল্লামা মুবারকপুরীর চরিত্র সম্পর্কে তদীয় ছাত্র মাওলানা আমীন আহসান ইছলাহী বলেন, 'মাওলানা মুবারকপুরী প্রকৃত অর্থে দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। তিনি পার্থিব সম্পদ অর্জনের কোন চিন্তা করেননি। জীবনের শেষ দিকে তো সকল ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে বিসর্জন দিয়ে শুধু হাদীছ শাস্ত্র নিয়েই স্বীয় গৃহে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন খুবই সাদামাটা ছিল। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনও করতে পারতেন। তিনি পেশওয়ার থেকে কলকাতা পর্যন্ত আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও আপামর জনসাধারণের আক্বীদার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন'।[৬৮]

আল্লাহভীরু মুবারকপুরীঃ

কাযী আত্বহার মুবারকপুরী বলেন, 'মাওলানার জীবন সালাফে ছালেহীনের নমুনা ছিল। জ্ঞান-গরিমা, আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, দুনিয়াবিমুখতা, অল্পে তুষ্টি,

৬২. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০।*
৬৩. *মিশকাত হা/২৭৫৯ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*
৬৪. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।*
৬৫. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৭।*
৬৬. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।*
৬৭. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৭-৪৮; আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২-২৩।*
৬৮. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩।*

নির্জনতা অবলম্বন ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে নিজের দৃষ্টান্ত নিজেই ছিলেন। দুনিয়াতে থেকেও দুনিয়ার কাছে অপরিচিত ছিলেন। দরস-তাদরীস, গ্রন্থ রচনা ও হেকিমী ছিল জীবনের বৃত্তি। তাঁর মধ্যে আল্লাহভীতি প্রবল ছিল। শুনেছি কেঁদে ফেলতেন বিধায় জেহরী ছালাতে ইমামতি করতেন না। তাঁর এক প্রিয়ভাজন শায়খ মুহাম্মাদ শিবলী মৃত্যুবরণ করলে মাওলানা তার জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। শেষ তাকবীরে শক্তিহীন হয়ে পড়েন এবং খুব কষ্টে তাকবীর শেষ করতে সমর্থ হন'।[৬৯]

মুখস্থশক্তিঃ

আল্লামা মুবারকপুরী প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। কাযী আত্বহার মুবারকপুরী বলেন, 'তাঁর মুখস্থশক্তিও আল্লাহ প্রদত্ত ছিল। দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবার পরও কতিপয় পাঠ্যপুস্তকের ইবারত মুখস্থ পড়াতেন এবং সব ধরনের ফৎওয়া লিখাতেন'।[৭০] তদীয় ছাত্র মাওলানা আমীন আহসান ইছলাহী তাঁর মুখস্থশক্তি সম্পর্কে বলেন, 'তাঁর মুখস্থশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, দৃষ্টিশক্তি লোপ তাঁর জন্য কোন বড় প্রতিবন্ধক হয়নি। অনেকবার এমন অবস্থা আমার নযরে এসেছে যে, কোন প্রয়োজনে তিনি কোন কিতাব খুলেছেন এবং অত্যন্ত সহজভাবে স্রেফ স্বীয় মুখস্থশক্তি এবং ধারণাশক্তির জোরে উদ্দিষ্ট হাদীছ অথবা ইবারত খুঁজে নিয়েছেন। অনেক সময় তিনি অমুক ইবারত বা অমুক হাদীছ বইয়ের পৃষ্ঠার কোন দিকে অথবা কোন অংশে আছে তাও বলে দিতেন'।[৭১]

ছাত্রদের প্রতি ভালবাসাঃ একটি বিস্ময়কর ঘটনা

আল্লামা মুবারকপুরী ছাত্র পাগল ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর ভালবাসা, স্নেহ-মমতা কিংবদন্তীর মত। তদীয় ছাত্র ডঃ তাকিউদ্দীন হেলালী এ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'মাওলানার কাছ থেকে উপকার লাভের উদ্দেশ্যে আমার মুবারকপুরে অবস্থানের সময় তিনি অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে আমাকে তাঁর মেহমানের মত রেখেছিলেন। সুতরাং আমাকে কোন হোটেলেও খেতে হয়নি এবং কোথাও থেকে খাদ্য ক্রয়েরও সুযোগ আসেনি। যখন মুবারকপুর থেকে আমার প্রস্থানের সময় ঘনিয়ে এল এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আযমগড় পর্যন্ত ট্রেনে যাব। তখন মাওলানা বললেন, ট্রেনে যেও না। আমার জানাশোনা দু'জন লোক গরুর গাড়ি নিয়ে আযমগড় যাবে। তাদের সাথে চলে যাবে। এটা তোমার জন্য খুব সহজ হবে। এদিকে ঐ দুই লোক মধ্য রাতে বের হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সুতরাং এশার ছালাতের পর আমি মাওলানাকে বিদায় জানাতে চাইলে তিনি বললেন, রওয়ানা দেয়ার সময় বিদায় নিতে আসবে। আমি আরয করলাম, আপনার কষ্ট হবে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। তিনি বললেন, কোন ব্যাপার না। সুতরাং যখন রওয়ানা দেয়ার সময় হ'ল, তখন আমি আমার ব্যাগ নিয়ে মসজিদের সাথে সংযুক্ত ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে মাওলানাকে (তথায়) উপস্থিত পেলাম। এরপর আমরা দু'জন আলাপ-আলোচনা করতে করতে ঐ স্থানে পৌঁছলাম যেখানে ঐ দু'জন লোক গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। বিদায়ের সময় তিনি আমার হাত ধরে বললেন-

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ، زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ-

'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানতসমূহ এবং তোমার আমলের সমাপ্তি পর্যায়কে আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়া দ্বারা ভূষিত করুন এবং তুমি যেখানেই রওয়ানা কর আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন'।

সেই সাথে তিনি আমার হাতে কিছু টাকা ধরিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে সেই টাকা ফেরৎ দিতে চাইলাম এবং বললাম, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন! আপনিতো মেহেরবানি এবং অনুগ্রহের কোন সীমা অবশিষ্ট রাখেননি। এ টাকার কি প্রয়োজন আছে। একথা বলাতে তিনি আমার হাত ধরলেন এবং ঐ দুই লোক থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল এবং বলতে থাকলেন, 'উহা নিয়ে নাও। উহা নিয়ে নাও'। ফলে আমি সেই টাকা নিয়ে নিলাম। তাঁর ক্রন্দন দেখে আমার দেহে কম্পন শুরু হয় এবং আমি খুবই লজ্জিত হ'লাম এজন্য যে, টাকা ফিরিয়ে দেওয়াই তাঁর ভীষণ দুঃখ পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টাকা নিলে চোখের অশ্রু মুছলেন এবং নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে আমার হাত ধরলেন এবং গাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'লেন। অতঃপর আমি তাঁকে বিদায় জানিয়ে গাড়ীতে আরোহণ করলাম।[৭২]

আক্বীদা ও মাযহাবঃ

আল্লামা মুবারকপুরী একজন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান ছিলেন।[৭৩] ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদ না করে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও 'ক্বিয়াসে ছহীহ' (সঠিক ক্বিয়াস) কে আঁকড়ে ধরাই ছিল তাঁর মাযহাব। তিনি ছহীহ হাদীছের অনুসরণের ক্ষেত্রে কে সে হাদীছের বিরোধিতা করেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না; বরং ছহীহ হাদীছ পেলেই অকপটে দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নিতেন। আক্বীদার ক্ষেত্রেও তিনি সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা পোষণ করতেন।[৭৪] আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্বের

৬৯. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫০।*
৭০. *ঐ, পৃঃ ১৪৯।*
৭১. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।*
৭২. *ঐ, পৃঃ ২৪-২৫।*
৭৩. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫১।*
৭৪. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮।*

http://islaminonesite.wordpress.com

(তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত) ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে যেমন বর্ণিত আছে তেমনভাবেই বিশ্বাস করতেন।[৭৫] উল্লেখ্য, কোন রূপক অর্থ ও কল্পিত ব্যাখ্যা ছাড়াই আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্র সত্তা ও আকৃতির কোন রূপ কল্পনা করেন না। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীকে বান্দার সত্তা ও গুণাবলীর সদৃশ মনে করেন না, কিংবা মূল অর্থ পরিত্যাগ করে কোন গৌণ অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁরা আল্লাহকে নিরাকার ও নির্গুণ সত্তা মনে করেন না।[৭৬] আল্লামা মুবারকপুরীও উপরোক্ত বিশ্বাস পোষণ করতেন।

রোগ ভোগ, মৃত্যু, জানাযা ও দাফনঃ

শেষ জীবনে চোখে ছানি পড়ে আল্লামা মুবারকপুরীর দু'চোখ অন্ধ হয়ে যায়। অন্ধ অবস্থায় তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ও মাওলানা আব্দুছ ছামাদ মুবারকপুরীর সহায়তায় তিরমিযী শরীফের শেষ দু'খণ্ডের ব্যাখ্যা রচনা সমাপ্ত করেন।[৭৭]

অন্ধ থাকা অবস্থায় তাঁর পরিবার-পরিজন তাঁকে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ অথবা অন্য কোথাও গিয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে চোখের চিকিৎসা করানোর জন্য একাধিকবার বলেন। কিন্তু আল্লামা মুবারকপুরী তাদের সে প্রস্তাবে সম্মত হননি। অবশেষে ১৩৫৩ হিজরীতে 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র চতুর্থ খণ্ড ছাপানোর জন্য দিল্লী গমন করেন। হিতাকাঙ্খীদের পরামর্শে সেখানে তিনি চক্ষু হাসপাতালে চোখের চিকিৎসা করান। ১৩৫৩ হিজরীর রজব মাসে তার এক চোখে অপারেশন করার ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। মুবারকপুরে ফিরে আসার পর তিনি হৃদকম্পন রোগে আক্রান্ত হন। তিনি বার বার জ্ঞান হারাতে থাকেন। সাথে সাথে জ্বরেও আক্রান্ত হন। এভাবে ১৩৫৩ হিজরীর ১৬ শাওয়াল শেষ প্রহরে (১৯৩৫ সালের ২২ জানুয়ারী) মাতৃভূমি মুবারকপুরে ইন্তেকাল করেন ইলমে হাদীছের এই মহীরুহ।[৭৮] ঐ দিন বাদ আছর পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। দলমত নির্বিশেষে বহু লোক তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। এর পূর্বে মুবারকপুরে অন্য কারো জানাযায় এত লোক অংশগ্রহণ করেনি।[৭৯]

ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আল্লামা মুবারকপুরীঃ

১. মাওলানা আব্দুস সামী' মুবারকপুরী বলেন,

كان الشيخ رحمه الله تعالى وحيدا فى جميع العلوم العقلية والنقلية، متضلعا منها وماهرا بها، ولكن كانت له مزية واختصاص بالحديث وفنونه من التمييز بين الصحيح والضعيف، والراجح والمرجوح، والمرفوع والموقوف، ومعرفة المحفوظ والمعلول، والمتصل والمنقطع وسائر أنواع الحديث، وبمعرفة معانى الحديث وفقهه ودقائق الاستنباط منه، بمرتبة لم يكن أحد من معاصريه يقاربه ويدانيه، وكانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم، وتعديلهم وطبقاتهم، وحظ وافر وقدرة واسعة فى شرح الحديث وكشف العبارات–

'শায়খ মুবারকপুরী (রহঃ) বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারঈ জ্ঞানের সকল শাখায় অভিজ্ঞ ও অনন্য ছিলেন। কিন্তু হাদীছের বিভিন্ন বিষয় যেমন ছহীহ-যঈফ, প্রাধান্যযোগ্য ও প্রাধান্য দেয়, মারফূ'-মাওকূফের পার্থক্য নিরূপণ, মাহফূয-মা'লূল, মুত্তাছিল-মুনকাতি' ও হাদীছের সকল প্রকারের জ্ঞাতিতে এবং হাদীছের মর্ম, ফিক্বহুল হাদীছ এবং হাদীছ থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও সংশ্লিষ্টতা এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে, সমকালীন কেউ তার সমকক্ষ ছিল না। রাবীদের জারহ-তা'দীল এবং ত্বাবাকাত বা স্তর সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং হাদীছের ব্যাখ্যা ও ইবারতের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁর পূর্ণ অংশ ও ব্যাপক সামর্থ্য ছিল'।[৮০]

২. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, من مشاهير عصره وأحد كبار محدثي الهند، طارصيته فى الآفاق كان له ملكة راسخة فى علوم الشريعة–

'তিনি স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ (আলেম) এবং ভারতের বড় মুহাদ্দিছগণের একজন (ছিলেন)। বিশ্বব্যাপী তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। শারঈ জ্ঞানসমূহে তাঁর গভীর দক্ষতা ছিল'।[৮১]

৩. ডঃ তাকিউদ্দীন হেলালী বলেন,

میں اپنے رب کو شاھد بنا کر کھتا ھوں کہ ھمارے شیخ عبد الرحمن بن عبد الرحیم مبارك پوری اگرتیسری صدی ھجری کی شخصیت ھوتے توآپ کی تمام وہ حدیثیں جنھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے صحابہ

৭৫. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫১।*
৭৬. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৯৮।*
৭৭. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৯; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৯-৩০।*
৭৮. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৬; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪৯-৫০।*
৭৯. *তাযকেরায়ে ওলামায়ে মুবারকপুর, পৃঃ ১৫৬; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ৩২৮; তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৫০।*
৮০. *তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দিমা ১-২ খণ্ড, পৃঃ ৫৪০।*
৮১. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১৪৭।*

Contents

رضوان الله عليهم سے روایت کرتے صحیح ترین احادیث ہوتیں اور ہر وہ چیز جسے آپ روایت کرتے، حجت بنتی اوراس بات میں دوآدمیوں کا بھی اختلاف نہ ہوتا-

'আমি আমার প্রভুকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমাদের শিক্ষক আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রহীম মুবারকপুরী যদি হিজরী তৃতীয় শতকের ব্যক্তিত্ব হ'তেন, তাহ'লে তাঁর ঐ সকল হাদীছ যেগুলি তিনি নবী করীম (ছাঃ) অথবা তাঁর ছাহাবাগণের (রাঃ) কাছ থেকে বর্ণনা করতেন, সেগুলি বিশুদ্ধতম হাদীছ হ'ত এবং তিনি যা কিছু বর্ণনা করতেন তা প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হ'ত এবং সে ব্যাপারে দু'জনেরও মতভেদ হ'ত না'।[৮২]

৮২. *আল-ই'তেছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।*

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, আহলেহাদীছ জামা'আতের গৌরব আল্লামা মুবারকপুরী ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের নীলাভ আকাশের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। সারাটা জীবন তিনি হাদীছ শাস্ত্রের খিদমতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। ২২/২৩ বছরের সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে হাদীছের পাঠদানের মাধ্যমে একদল মুহাদ্দিছ তৈরী করে সুন্নাহর প্রচার-প্রসারকে করেছেন বেগবান। প্রতিষ্ঠা করেছেন ইলমে দ্বীনের সূতিকাগার ৩টি মাদরাসা। নির্লোভ, নিরহংকার, আল্লাহভীরু এই মনীষী নিজের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নিশিদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে তিরমিযী শরীফের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' রচনা করে যে ঐতিহাসিক খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, হাদীছ শাস্ত্রের দিগ্বলয়ে তা ভাস্বর হয়ে রয়েছে। আব্বাসীয় যুগের অন্ধ কবি আবুল আলা আল-মা'আররীর (৩৬৩-৪৪৯ হিঃ/৯৭৩-১০৫৭ খৃঃ) ভাষায়-

وَإِنِّى وَإِنْ كُنْتُ الْأَخِيرَ زَمَانَهُ × لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ

'সময়ের বিবেচনায় যদিও আমি পরের লোক, তথাপি আমি এমন কিছু করেছি যা পূর্ববর্তী লোকেরা করতে সক্ষম হননি'।

সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ উদ্যোগ

ইসলামী জাগরণী লিখন ও রচনা প্রতিযোগিতা ২০০৫

'এডুকেশন এণ্ড রিলিফ সোসাইটি' (রেজিঃ) ও মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর যৌথ উদ্যোগে দেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসার শিক্ষার্থী সহ সকলের জন্য উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের বিজয়ীদেরকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিভাগ	শিক্ষাগত মান	বিষয়
ক-বিভাগ (সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দ)	১ম শ্রেণী-৬ষ্ঠ শ্রেণী	আহলেহাদীছ আন্দোলনে ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর অবদান
খ- বিভাগ (সর্বোচ্চ ৭০০ শব্দ)	৭ম শ্রেণী-১০ম শ্রেণী	আহলেহাদীছ আন্দোলনে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও এ.এস.এম. আযীযুল্লাহর ভূমিকা।
গ- বিভাগ (সর্বোচ্চ ১০০০ শব্দ)	এসএসসি/দাখিল ফলপ্রাপ্ত- দ্বাদশ শ্রেণী	১. আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারঃ তাওহীদী জনতার গণজাগরণ। অথবা ২. প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবঃ জীবন ও কর্ম।
ঘ- বিভাগ (সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দ)	স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও সবার জন্য উন্মুক্ত	১. দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুগে যুগে আহলেহাদীছগণের ভূমিকা। অথবা ২. কথিত ইসলামী মূল্যবোধ ও হলুদ সাংবাদিকতা।

নিয়মাবলী (রচনা প্রতিযোগিতা)ঃ

- ❑ রচনা ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় টাইপ করে/হাতে লিখে পাঠাতে হবে।
- ❑ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
- ❑ রচনার সাথে প্রতিযোগী/প্রতিযোগিনীর নাম, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, জন্ম তারিখ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, শ্রেণী, রোল ইত্যাদি আলাদা কাগজে লিখে জমা দিতে হবে।
- ❑ নির্বাচিত রচনা প্রকাশ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে। কোন রচনা ফেরত দেয়া হবে না।
- ❑ ফলাফল মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর মাধ্যমে জানানো হবে এবং বিজয়ীদের ঠিকানায় পুরস্কার পৌঁছে দেয়া হবে।
- ❑ ফলাফল ও প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

জাগরণী লিখন প্রতিযোগিতাঃ

- ❑ আমীরে জামা'আতসহ ৪ নেতার গ্রেফতার ও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ১ পৃষ্ঠায় (গীতিকারের নাম ও ঠিকানা সহ) ২টি করে ইসলামী জাগরণী পাঠাতে হবে। এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত। এর জন্যও রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

রচনা জমা দেওয়ার ঠিকানা

সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী। # ০১৭৫০০২৩৮০।

আয়োজনে
এডুকেশন এণ্ড রিলিফ সোসাইটি
কুদরত উল্লাহ মার্কেট (৩য় তলা)
সিলেট। # ০১৭২৬৬৮৩৪৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

অর্থনীতির পাতা

ইবনে খালদূনঃ আধুনিক অর্থনীতির পুরোধা

*শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

আধুনিক অর্থনীতির জন্ম বৃটিশ অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথের হাতে এমন ধারণাই বিশ্ববাসীর। এর পিছনে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ তথা পাশ্চাত্যের অব্যাহত ও সুচতুর প্রচারণাই কাজ করেছে। উপরন্তু ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্বন্ধে জানার অসীম নিস্পৃহতা এবং সাধারণভাবে আরবী ভাষায় রচিত মুসলিম মনীষীদের আকর গ্রন্থগুলি সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতাও কম দায়ী নয়। প্রকৃত অবস্থা হ'ল আজ হ'তে ছয় শত বছর পূর্বে আফ্রিকা মহাদেশে আধুনিক অর্থনীতির জন্ম এবং তা এক মুসলিম মনীষীর হাতেই। তিনি আর কেউ নন, বিশ্ববিশ্রুত সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ ইবনে খালদূন।

ইবনে খালদূনের পুরো নাম ওয়ালি উদ্দীন আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান ইবন খালদূন (৭৩২-৮০৮ হিঃ /১৩৩২-১৪০৬ খ্রীঃ)। তাঁর জন্ম তিউনিসে, মৃত্যু কায়রোয়। সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী হ'লেও ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কেও তিনি অগাধ জ্ঞান রাখতেন। 'কিতাবুল ইবার' বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হ'লেও এই বইয়ের ভূমিকা বা 'আল-মুক্বাদ্দামা' তাঁর বহুল পরিচিত ও প্রশংসিত গ্রন্থ। এই বইয়ে তিনি অর্থনীতির যেসব প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন সে সবের মধ্যে রয়েছেঃ (১) শ্রম বিভাজন (২) মূল্য পদ্ধতি (৩) উৎপাদন ও বন্টন (৪) মূলধন সংগঠন (৫) চাহিদা ও যোগান (৬) মুদ্রা (৭) জনসংখ্যা (৮) বাণিজ্যচক্র (৯) সরকারী অর্থব্যবস্থা এবং (১০) উন্নয়নের স্তর। তাঁর সময়কালে যেসব বিষয় তাঁকে নাড়া দেয় তা হ'ল রাজবংশের উত্থান ও পতন এবং দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য। এগুলিতে তিনি বেশ কিছু প্যাটার্ন চিহ্নিত করেন।

এ্যাডাম স্মিথেরও চার শত বছর পূর্বে 'আল-মুক্বাদ্দামা'য় ইবনে খালদূন শ্রম বিভাজন এবং এর ইতিবাচক ফল সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। একদল মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মিলিত শক্তির ভিত্তিতে যা উৎপাদন করে তা এককভাবে একজনের উৎপাদনের চেয়ে ঢের বেশী। ফলে প্রয়োজন পূরণের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা বিক্রি করা সম্ভব। তিনি বলেন, শ্রম বিভাজনের ফলেই উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হয়। শ্রমের বিশেষীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের পক্ষে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, একমাত্র বিশেষীকরণের ফলেই উঁচু হারে উৎপাদন সম্ভব, যা পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। ইবনে খালদূন উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে মানবীয় শ্রমের সবিশেষ গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। নানা ধরনের পেশা ও সেসবের সামাজিক উপযোগিতার কথাও তিনি আলোচনা করেছেন। দারিদ্র্যের ভিত্তি এবং তার কারণ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনার জন্য ইবনুস সাবিল তাঁকে প্রুঁধো, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের পূর্বসূরী হিসাবে গণ্য করেন। ত্বাহাভী দেখিয়েছেন ইবনে খালদূনের মডেলে জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

প্রাকৃতিক সম্পদ অপেক্ষা বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকদের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজন সম্পর্কে তাঁর ধারণার প্রশংসা করেছেন বৌলাকিয়া। ধনী ও গরীব দেশসমূহের মধ্যে বিনিময়ের হার, আমদানী ও রপ্তানীর প্রবণতা, উন্নয়নের উপর অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রভাব প্রভৃতি বিশ্লেষণসহ তিনি যে তত্ত্ব প্রদান করেছেন তা আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্বের ভ্রূণ হিসাবে গণ্য হ'তে পারে। ইবনে খালদূন বিশ্লেষণ করে দেখাতে সক্ষম হন যেসব দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত সেসব দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় ধনী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসংখ্যা বেশী হ'লে শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ সহজ হয় এবং এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এরূপ উন্নয়নে বিলাসজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে এবং শিল্পে বৈচিত্র্য আসে। তাঁকে বাণিজ্যবাদীদের পূর্বসূরী হিসাবেও গণ্য করা হয়। কারণ সোনা ও রূপাকে তিনি যে অর্থে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন ও তার ব্যবহারের কথা বলেছেন তার সাথে পরবর্তী যুগের বাণিজ্যবাদীদের চিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে।

তিনি ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের বিচারে পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ঘন জনবসতির কারণের তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেন চরম উষ্ণ অঞ্চলে জনবসতি কম। কারণ এ সকল অঞ্চলে জীবনযাত্রা কঠোর। পক্ষান্তরে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোকেরা হয় সংযমী, মিতাচারী ও কৃষ্টিবান। এ সকল এলাকার লোকেরা সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদে স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হয়।

মুদ্রার মূল্য সম্বন্ধেও ইবনে খালদূনের মূল্যায়ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, সোনা ও রূপা যেহেতু সব দেশে সকলেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে সেহেতু মুদ্রার মান হিসাবে এই দুই ধাতু ব্যবহার করা সমীচীন। এর দ্বারা মুদ্রার মূল্যও সংরক্ষিত হয়। যেহেতু মুদ্রা হিসাবে ব্যবহারের সময়ে মুদ্রার ওযন দেখা সম্ভব নয় সেহেতু টাকশালে মুদ্রা তৈরীর সময়ে সোনা ও রূপার ধাতুগত মান ও প্রতিটি মুদ্রার ওযন যেন একই রকম হয় তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। কারণ মুদ্রা শাসক কর্তৃক প্রদত্ত সেই গ্যারান্টি বহন করে যে, এর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা বা রূপা রয়েছে। ইবনে খালদূন বলেন, সকল দ্রব্যই বাজারে নানা ধরনের

** প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

উঠা-নামার শিকার, কিন্তু মুদ্রা হবে তার ব্যতিক্রম। এজন্য টাকশালকে তিনি সরাসরি খলীফার নিয়ন্ত্রণাধীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানতুল্য গণ্য করেছেন।

তাঁর রচনায় শ্রমের মূল্যতত্ত্বের সন্ধান মেলে। কারো কারো মতে, তাঁর শ্রমের মূল্যতত্ত্বে শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য তাঁকে মার্ক্সের পূর্বসূরী হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। সভেৎলানার মতে, তিনিই অতীতকালের প্রথম অর্থনীতিবিদ, যিনি মূল্যের রহস্য ভেদে সক্ষম হন। তিনি আবিষ্কার করেন মূল্যের ভিত্তি হচ্ছে শ্রম। তাঁর মতে দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যের মধ্যে তিনটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকেঃ (১) বেতন (২) মুনাফা এবং (৩) কর। বেতন উৎপাদনকারীর প্রাপ্য, মুনাফা ব্যবসায়ীর প্রাপ্য এবং কর সরকারের প্রাপ্য, যা দিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন ও সরকারী সেবাসমূহের ব্যয় নির্বাহ হবে। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পৃক্ত। ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছেন। ইবনে খালদূনের সভ্যতার চক্রতত্ত্বকে অর্থনীতিবিদ জে.আর. হিকসের বাণিজ্য চক্রতত্ত্বের সাথে তুলনা করেছেন স্পেঙ্গলার। তবে তাঁর তত্ত্বটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের সঙ্গে তুলনা করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

কর ও সরকারী ব্যয় সম্পর্কে তিনি বিশদ বক্তব্য রাখেন। তাঁর মতে, করের পরিমাণ যতদূর সম্ভব নীচু রাখলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যেহেতু জনগণ তখন উন্নয়নের সুবিধাদি ভোগ করার সুযোগ পায়, সেহেতু তারা এতে উৎসাহিত বোধ করে। করের হার নীচু রাখার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, করের উঁচু হার প্রকৃতপক্ষে সরকারের আয় কমিয়ে দেয়। কম কর প্রাচুর্য আনয়নে ও করের ভিত্তি সম্প্রসারণে সহায়তা করে। এতে সরকারেরও আয় বৃদ্ধি ঘটে। কর প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, আদায়কৃত করের পরিমাণ যদি খুব স্বল্প হয়, তাহ'লে সরকার তার দায়িত্ব যথাযথ পালনে সক্ষম হবে না। অথচ যে কোন সভ্যতায় জনগণের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সরকারের মত একটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে খুব উঁচু হারের করের পরিণাম খারাপ। কেননা তখন উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা হ্রাস পায় এবং কাজের উৎসাহ উবে যায়।

তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য গতিশীল রাখার স্বার্থে সরকারী ব্যয় অব্যাহত রাখার সুস্পষ্ট সুপারিশ রেখেছেন। এক্ষেত্রে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বছর পরে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা কেইনসের প্রদত্ত তত্ত্বের সাথে তাঁর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্যে যেমন সরকারী ব্যয় অপরিহার্য গণ্য করেছেন, তেমনি সরকারী ব্যয়ের ফলে বাজারে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা অব্যাহত থাকে বলে মত প্রকাশ করেছেন। সরকার প্রশাসন ও সেনাবাহিনীসহ যথোপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে না তুললে জনগণের প্রয়োজন পূরণ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তারা নিরাপত্তাহীনতায়ও ভোগে। শহরগুলিতে সমৃদ্ধির কারণই হ'ল সরকারী ব্যয়। তাঁর মতে, শাসক এবং অমাত্যবর্গ ব্যয় বন্ধ করলে ব্যবসা-বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়ে, মুনাফা হ্রাস পায় এবং মূলধনেরও স্বল্পতা দেখা দেয়। তাই সরকার যতই ব্যয় করেন ততই মঙ্গল।

অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক ইতিহাসবিদদের মধ্যে শ্যুমপীটারই প্রথম ইবনে খালদূনের কথা উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিক কালে ব্যারি গর্ডন তার *Economic Analysis Before Adam Smith -Hesiod to Lessius* বইয়ে ইবনে খালদূনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের গুরুত্বের কথা খুব জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনার জন্যে জে. স্পেঙ্গলার, ফ্রাঞ্জ রোজেনথাল, টি.বি. আরভিং, জে.ডি. বৌলাকিয়া প্রমুখ ইউরোপীয় গবেষকরা তাঁকে আধুনিক অর্থনীতির অন্যতম পুরোধা হিসাবে বিবেচনা করেন। বৌলাকিয়া বলেন-

"Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental economic notions a few centuries before their official birth. He discovered the virtue and necessity of a division of labour before (Adam) Smith and the principle of labour value before (David) Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state in the economy before Keynes. .... But much more than that, Ibn Khaldun used these concepts to build a coherent dynamic system in which the economic mechanism inexorably lead economic activity to long-term fluctuations. Without tools, without preexisting concepts he elaborated a genial economic explanation of the world. ... His name should figure among the fathers of economic science." -Jean David Boulakia, "Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist", *Journal of Political Economy*, Vol. 79 No. 5, September-October 1971, pp. 1105-1118.

অর্থাৎ 'ইবনে খালদূন অর্থনীতির বহু মৌলিক ধারণা সেসবের আনুষ্ঠানিক জন্মের পূর্বেই উদ্ভাবন করেছিলেন। এ্যাডাম স্মিথের আগেই তিনি শ্রমবিভাজনের অপরিহার্যতা এবং তার কুফল ও ডেভিড রিকার্ডের পূর্বেই শ্রমের মূল্য সম্পর্কিত তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। ম্যালথাসের আগেই তিনি জনসংখ্যার একটি সুবিন্যস্ত তত্ত্ব নির্মাণ করেন এবং কেইনসেরও পূর্বে তিনি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকার অপরিহার্যতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ... এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ইবনে খালদূন সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিশীল এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণের উদ্দেশ্যে এসব ধারণাকে কাজে লাগিয়েছিলেন যেখানে অর্থনৈতিক কর্মকৌশল অপ্রতিরোধ্যভাবেই অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে দীর্ঘমেয়াদী অস্থিরতার দিকে ঠেলে দেয়। কোন পূর্ববিরাজমান ধারণা ছাড়াই, কোন গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্য ছাড়াই তিনি বিশ্বের একটি সাবলীল ও বিশদ অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদানে সমর্থ হয়েছিলেন। ...ধনবিজ্ঞানের জনকদের মধ্যে তাঁর নাম গুরুত্বের সাথেই গণ্য হওয়া উচিৎ। জাঁ ডেভিড বৌলাকিয়া, 'ইবনে খালদূনঃ চতুর্দশ শতাব্দীর এক অর্থনীতিবিদ' (*জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি; খণ্ড ৭৯, সংখ্যা ৫, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭১; পৃঃ ১১০৫-১১১৮*)।

কবিতা

নওগাঁ জেলে

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়ালক্ষীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

সেদিন নওগাঁ জেলে
প্রিয় নেতাদের দেখতে গেলাম
সবকিছু কাজ ফেলে।
ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সত্যের সেবক কলম সৈনিক
আবদুছ ছামাদ সালাফী, আযীযুল্লাহ
নূরুল ইসলাম ওরাও নির্ভীক
শত বাধা ও বিপত্তির মাঝে
তাওহীদের কথা বলে।
প্রাচীর ঘেরা বিশাল কারা মাঝে
দুঃখ-ব্যথার করুণ সুর যে বাজে
প্রতিদিন হেথা শত প্রিয়জন যায় যে অশ্রু ঢেলে।
কত জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত জনে
বন্দী করেছে শুধু অকারণে
রাখিয়াছে হেথা কষ্টদায়ক কঠিন প্রকোষ্ঠ সেলে।
এ কি নির্যাতন অন্যায় অবিচার!
যালিমশাহীর এ কি অত্যাচার!
শত মযলূমের জীবন লইয়া মিছামিছি খেলা খেলে।
রাজ্য লুটেরা ডাকাতের দল
করিছে কতই কুট কৌশল
প্রতিবাদী ঐ কণ্ঠগুলিকে ধরিছে নানান ছলে।
দিন মাস কাল বছর যুগ ধরে
বিনা বিচারেই রাখে কারাগারে
তুলিলে মুক্তির দাবী পিষে দেয় অপশক্তির বলে।
কেবল স্বাধীনতা মানবতার ফাঁকা বুলি
মিথ্যা করেই প্রচারে রাষ্ট্রগুলি
বাকস্বাধীনতার গলা টিপে মারে কখনও আওয়ায পেলে।
ফন্দির ঘানি বন্দীর কাঁধে
শৃঙ্খলে বাঁধা বিনা অপরাধে
মুক্তির আশায় হতাশ হৃদয়ে দিন যায় কলরোলে।
প্রতিদিন হেথা আসে প্রিয়জন
বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন
আবেগভরা কথাগুলি তার বলিতে সাক্ষাৎ হ'লে।
আমিও গেলাম সেই আশা নিয়ে
হতাশায় ভরা ব্যথিত হৃদয়ে
মিশিয়া গেলাম জেলখানাতেই সাক্ষাৎপ্রার্থীর দলে।
লৌহ পিঞ্জরের পাখীর মত করে
মানুষগুলিকে রাখিয়াছে ধরে
আজ তা দেখিনু অবাক নয়নে দিল দরদীর দিলে।
কত ব্যাঘ্র সিংহশাবক রাষ্ট্রীয় পিঞ্জরে
শত জ্বালা-যাতনায় হেথা শুধু গর্জিয়া মরে
শেষ হয়ে যায় জীবন প্রদীপ নিভে যায় জ্বলে জ্বলে।
কখন আবার আসিবে সুদিন
এদেশের লোক দেখিবে সেদিন
ভাল মানুষেরা নিরাপদে থাকে মন্দেরা যায় জেলে।

***

হক্বের উত্থান

-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

কে তোমায় বলে জঙ্গী, কে তোমায় সন্ত্রাসী বলে?
চারিদিকে আজ পশুত্বের তাণ্ডব, সন্ত্রাসেরই রাজত্ব চলে।
বাতিলের জয়-জয়কার, ত্বাগূতেরি মহাপ্লাবন
বিদ'আতের মহোৎসবে ছহীহ সুন্নাহর অপনোদন।
বিভ্রান্ত এ জাতিকে হিদায়াতের বাণী শোনাতে
তোমরা চলেছিলে নিঃস্বার্থভাবে অবিরাম গতিতে।
কিন্তু তোমাদের ঐকতান, সঠিক পথে উদাত্ত আহ্বান
শিরকের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ অগ্নিবান।
অন্যায়ের তখতে তাউস হয়েছে টলমল বেসামাল
বিদ'আতীদের রঙিন স্বপ্নের প্রাসাদ হয়ে গেছে পয়মাল।
এ যেন সুনামির চেয়েও বাতিলের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ
তাইতো তারা উদভ্রান্ত হয়ে সত্য উৎখাতে করেছে পণ।
আসুক যত মহাবিপদের অশনি সংকেত, বাধার প্রাচীর
তবুও আমরা চলতে জানি পাড়ি দিয়ে উপত্যকা হিমাদ্রির।
সঠিক পথের অনুসারী যারা তারাই বন্ধু বিশ্ব মানবতার
ইসলামী রেনেসাঁর জোয়ারে তারাই কল্যাণ আনবে আবার।
বাতিল উৎখাতে ত্বাগূত অপসারণে তাদের উত্থান
নহে সন্ত্রাস, এ যে শান্তির দূত, আনবে সঠিক সমাধান।
সামনে চলো হে বীরের জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই দলে
শিরক-বিদ'আত করি উৎখাত এসো সবাই মিলে।
হও দৃঢ়পণ, এ জীবন করতে কুরবান ঘটাতে হক্বের উত্থান
আমরা লড়তে জানি, মরতেও জানি দিয়ে এই প্রাণ।
সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়চিত্তে আমরা আজি বলীয়ান
সকল বাধা দুর্গম গিরি পাড়ি দিয়ে হব আগুয়ান।

***

শিক্ষা গুরু

[যুলুমশাহীর নির্মম নির্যাতনের শিকার বর্তমানে কারাবন্দী আমার প্রিয় শিক্ষক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্মরণে]

-জাহিদ হাসান
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তুমিই চিনেছ মোরে
পর হয়ে তবু তুমি আমায়
নিয়েছ আপন করে।
সুবিশাল ঐ আকাশের মত
তোমার হৃদয়খানি
তারায় তারায় ভরে দেয় রোজ
জ্ঞানের অমিয় বাণী।
আমার চলার পরতে পরতে
মিশে আছ সেই তুমি
তোমার বিহনে এ হৃদয় হবে
সাহারার মরুভূমি।

আমার গর্ব আমার স্বপ্ন
আমার অহংকার
যতটুকু জ্ঞান লভেছিনু আমি
তুমি বিনে তাহা কার?
এই বাংলায় চিরদিন আমি রবনাক জানি বেঁচে
তোমার জন্য জীবনের দামে
কবিতাটি যাই রচে।
আড়ালে দাঁড়িয়ে তোমারেই দেখি
আমি এ অভাগা ছেলে
তোমারেই খুঁজি সোনার মানুষ
ওগো তুমি কোথা গেলে?
জ্ঞানের সাগরে যত আছে জল
সব জল যেন তুমি
তারি পিপাসায় এ হৃদয় আজ
হয়েছে মরুভূমি।
তুমি দিও মোরে এক ফোঁটা জল
জ্ঞানের সাগর থেকে
আমার জীবন কেটে যাবে দেখ
তোমায় স্মরণ রেখে।
রাজাদের চেয়ে তুমি বেশি দামি
তুমিতো শিক্ষাগুরু
তোমার চরণে কত রাজ-রাজা
জীবন করেছে শুরু।
দাঁড়িয়ে রয়েছি এক যুগ ধরে
কবিতার মালা গাঁথি
গলায় পরাব কখন আসিবে
জ্ঞানে ভরা মহামতি।
এই বাংলার দীঘিভরা জল
মাঠের সবুজে মিশে
তোমার জন্য ওরাও ওখানে
হারায়ে ফেলেছে দিশে।
তবু আজো যারা চেনেনি তোমায়
জানে না মূল্য কত?
ওরা না চিনুক আমরাতো আছি
ছাত্ররা শত শত।
তুমিই শিখালে জ্ঞানী হ'তে মোরে
তুমিতো দ্বিতীয় পিতা
তোমার জন্য রক্তে লিখিব
শত গান শত কবিতা।
তোমরাই শুধু কখনো দেখ না
কে গরীব কেবা ধনী
সকলেরে তাই সন্তান ভেবে
বলেছ নয়নমণি।
দুর্যোগ সব আমারে বাঁধুক
তুমি থেক তবু সুখে
তোমারেই যেন রাখিতে পারিগো
আজীবন মোর বুকে।
***

বন্দী ডঃ গালিব

-ডাঃ আবদুল খালেক
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

ফিফটি ফোরে আটক করে
ডজন খানেক মামলা জুড়ে
'জঙ্গীবাদী' ধরছে বলে তুষ্ট সবার মন,
জোটের মাঝে এমন জ্বালা সইব কতক্ষণ।
যাদের ভোটে হ'ল নেতা
তাদের বুকে হেনে টেটা,
'গণতন্ত্রে'র গলা টিপে বিষায় সবার মন।
মৃগ ভোজী ব্যাঘ্র যেমন
লহু পেয়ে তুষ্ট সে মন,
'আন্দোলনে'র আমীর পরে এমন আচরণ।
পরদেশীর প্রেমে পড়ে
স্বদেশের দোসর মেরে
বিচার বিভাগ আইন-কানূন হচ্ছে প্রহসন।
এরপরেও তুষ্ট তো নয়
খুনীর মত রিমাণ্ডে দেয়
চেঙ্গিস আর ফির'আউনের স্বভাব অনুমান।
মশা মাছির মত মোদের সাথে
করছে আচরণ
দোষ যে মোরা আহলেহাদীছ তাই কি নির্যাতন?
শোন ও ভাই রাষ্ট্রপতি
জঙ্গী নই মোরা বীরের জাতি
শত চেষ্টায়ও হবে না চ্যুতি মোদের আন্দোলন।
আয়রে ও ভাই বিভেদ ছাড়ি
ছিরাতে মুস্তাক্বীম ধারণ করি
হয় না যেন ইসলাম মাঝে বেদ্বীন আগমন।
***

অবৈধ কারা

-আতাউর রহমান
বাঘের হাট, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

জোট সরকারের চোটে
আহলেহাদীছের শীর্ষ নেতার
কারাবরণ জোটে।
আজব দেশে বসত করি
ভূতের মুখে রাম
অপরাধী সব একজোটে
বলে তাদের নাম।
জঙ্গীবাদের মূল শিকড়ে
আঘাত হানেন যিনি
জঙ্গীবাদী নেতা বলে
তাদেরকেই টানি।
সত্য-মিথ্যা যাচাই করার
বিবেক ওদের নাই
নির্দোষদের উপর দোষ চাপিয়ে
দায় এড়িয়ে যায়।
জঙ্গীদের নৈতিক ভিত্তি
গুড়িয়েছেন যারা
কেন তাদের বইতে হচ্ছে
অবৈধ এই কারা?
***

http://islaminonesite.wordpress.com

মহিলাদের

স্মরণীয় ২২শে ফেব্রুয়ারীঃ একমাত্র সহায় আল্লাহ

*উম্মে মারইয়াম**

মানুষের জীবনে কোন কোন দিন বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকে। আমার জীবনেও দু'টি স্মরণীয় ও মর্মান্তিক দিন রয়েছে। যে দিনগুলির কথা মনে পড়লে শিহরিয়ে উঠে পুরো শরীর ও মন। থেমে যায় যেন কর্মচাঞ্চল্য। **'আত-তাহরীক'**-এর পাঠকদের উদ্দেশ্যে উক্ত দু'টি ঘটনাবহুল দিন তুলে ধরতে চাই। শিরোনামে উল্লিখিত ২২শে ফেব্রুয়ারী আমার দ্বিতীয় স্মরণীয় দিন। সেকারণ প্রথমটি দিয়েই শুরু করছি।

প্রথম স্মরণীয় দিনঃ ১৯৯৫ সালের ১৯শে জুন। বড় সন্তান মারইয়াম ভীষণ অসুস্থ। আমার কামিল পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন। পরীক্ষার বিষয় বুখারী ২য় পত্র। পরীক্ষা দিতে যেতে হবে প্রায় সাত মাইল দূরে। সেজন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তাই অসুস্থ সন্তানকে পার্শ্ববর্তী আমার আম্মার বাসায় রেখে আসি। ক্ষণিক পরই পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বের হয়েছি। ভাবলাম যাওয়ার পথে ছোট্টমণিকে আরেকবার দেখে যাই। কিন্তু আমার আর দেখা হ'ল না। কারণ ইতিমধ্যেই তাকে গোবিন্দগঞ্জ এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য আব্বাকে বললাম, গোবিন্দগঞ্জে মারইয়ামকে দেখে তারপর পরীক্ষার হলে যাব। কিন্তু আব্বার বাধার মুখে এটাও সম্ভব হ'ল না। চলে গেলাম পরীক্ষার হলে।

পরীক্ষার ঘণ্টা বেজে উঠল। হঠাৎ আমার অন্তরটা যেন কেমন এক বিস্ময়ে কেঁপে উঠল। পরীক্ষক খাতা দিলেন। খাতায় নাম ঠিকানা লিখছিলাম। এমন সময় হঠাৎ হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল, তখন অন্তরে কেমন যেন লাগল। ধারণা করিনি যে, আমার মেয়ের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়, তাই আমার এমন লাগছে। একটু পর প্রশ্নপত্র পেলাম। কিন্তু তখনও মনের অশান্তির কারণে প্রশ্নপত্রের দিকে না তাকিয়ে বাইরে ট্রেন যাওয়ার দৃশ্য ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছিলাম। তারপর মনের অশান্তি মনে রেখেই কোন রকমে লিখতে শুরু করলাম। ২ ঘণ্টা লিখার পর মন আর স্থির থাকছে না। তাই খাতা বেঞ্চে রেখেই নিজ খেয়ালে বেরিয়ে পড়লাম। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শিক্ষক বলছেন, কি ব্যাপার পরীক্ষা শেষ না হ'তেই চলে যাচ্ছ। বললাম, ভাল লাগছে না। দোতলা থেকে নীচে নেমে যাওয়া দেখে সবাই অবাক। নীচে নেমে গিয়ে আব্বাকে বললাম, বাড়ী চলে যাব। আব্বা বললেন, কেন পরীক্ষা যে এখনো শেষ হয়নি। উত্তরে বললাম, না হ'ল শেষ এই বলে হাটতে লাগলাম। একটু হেঁটে এসে কিছু ফল ও মিষ্টি নিয়ে রিক্সা যোগে আব্বা সহ বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম। রাস্তার মাঝে সেজ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। ভাইকে দেখে অন্তরটা কেঁপে উঠল। কিন্তু আমার মারইয়ামের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের কথা ধারণা করিনি। বাড়িতে আসার সময় কবরস্থানে অনেক মানুষ দেখেও কিছু মনে করতে পারিনি। কিন্তু দু'চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু ঝরছে। যখন বাড়ির নিকটে পৌঁছলাম, দেখি অনেক মানুষ আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করছে। রাস্তার পাশেও বহু মানুষের ভীড়। তবুও ধারণা করিনি যে, আমার কলিজার টুকরা নয়নের পুত্তলিকে শুধু আমার জন্য কবরস্থ করতে বাকী আছে। যখন রিক্সা থেকে নেমে ভিতরে ঢুকছি তখন সবাই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তবুও আমি কিছুই ধারণা না করে ব্যাগ থেকে জিনিসগুলি বের করছি এবং কলিজার টুকরার কথা জিজ্ঞেস করছি। তখন সবাই আমাকে ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি, এভাবে আমাকে সবাই ধরছে কেন? আমার মারইয়াম কোথায়? মেডিক্যাল থেকে আসেনি? তখন সবাই আমাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বাতাস করছে এবং বলছে, সে তোমাকে ছেড়ে দুনিয়া চলে গেছে। মেয়েটার বয়স তখন চার বছর দু'মাস চলছিল। একটু পর আমাকে শুধু চোখের দেখা দেখিয়ে তাকে কবরস্থানে নিয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় স্মরণীয় দিনঃ ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী। অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিন আবু মারইয়ামের সভা ছিল রাজশাহী যেলার তাহেরপুরে। বেলা তিনটার সময় গাড়ি আসল তাকে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেদিন বাড়ীর নির্মাণ কাজে লেবার-মিস্ত্রীদের সাথে ব্যস্ত থাকায় তাহেরপুর না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে গাড়ি ফিরিয়ে দেন। গাড়ি ফিরিয়ে দিলে কি হবে? আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন তাকে এভাবেই রক্ষা করেন। সন্ধ্যার একটু আগে তাহেরপুর থেকে একজন লোক এসে তাকে নিয়ে যান। এদিকে রাত্রি ঘনিয়ে আসল। রাতের যাবতীয় কাজ সেরে বাচ্চাদের শুইয়ে দিলাম। আমার ভাতিজা ১৬/১৭ বছরের আব্দুর রহমান সেদিন আমাদের বাসায় ছিল।

রাত তখন ২-টা হবে। হঠাৎ কে যেন জানালায় এসে করাঘাত করছে এবং বলছে, আব্দুর রাযযাক আছে? শুরু হ'ল ২২ শে ফেব্রুয়ারীর সেই চাঞ্চল্যকর হৃদয় বিদারক ঘটনাটি। অন্তর ছিল ঝুলন্ত চাঞ্চল্যময় উদাসীন। তার উপর গভীর রাতের গম্ভীর আওয়াযের করাঘাত 'আব্দুর রাযযাক আছে?' আমার অন্তরে ভয় শুধু চোর-ডাকাতের। কারণ বাড়িতে পুরুষ মানুষ না থাকার কথা শুনে যদি ওরা আরও ক্ষিপ্ত হয়। তাই উত্তর না দিয়ে বললাম, আপনারা কারা? তারাও আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলছে, এটা কি আব্দুর রাযযাকের বাড়ি? উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। ওরা আবার জিজ্ঞেস করল, আব্দুর রাযযাক আছে? আমি পূর্বের মত উত্তর না দিয়ে বললাম, এত রাতে আপনারা কারা? নির্জন নিস্তব্ধ গভীর রাত। চারদিক অন্ধকার। তাদের হুংকার শুনে একেবারে আতংকিত হয়ে পড়লাম। তবুও সাহস করে বললাম, ভাই আপনারা কারা? দয়া করে সকালে আসুন! কুকুর বুঝে সালামের অর্থ! হুংকার ছেড়ে বরং বলল, দরজা খোল। এবার আরও আতংকিত হয়ে বললাম, ভাই এত গভীর রাতে কেমন করে দরজা খুলব? আপনাদের নিকট অনুরোধ আপনারা সকালে আসুন। যখন তারা আমাকে দরজা খুলতে বলছে তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার একেবারে বিশ্বাস যে, নিশ্চয়ই এরা ডাকাত-দস্যু ছাড়া কিছু নয়। তাই স্থির না থেকে

* নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পূর্ব পার্শ্বের একটি জানালা খুলে পাশের বাসার ছোট ছেলে শাকিলের নাম বলে দু'ডাক দিতেই আমার জ্ঞান ফিরল, আমি কেন চিৎকার করব? যেদিন থেকে বাসা মেরামতের কাজ শুরু হয় সেদিন থেকে একখানা ভাঙ্গা টিন ঘরে রাখি এ কারণে যে, যদি কোন চোর ডাকাত আসে তাহ'লে তো আমি চিৎকার করতে পারব না। তখন ঐ টিনে সজোরে আঘাত করলে প্রতিবেশীরা শুনতে পাবে এবং এগিয়ে আসবে।

ইতিমধ্যে প্রাচীর ডিংগিয়ে দু'জন লোক ভিতরে চলে এসে দরজা-জানালা উন্মুক্ত পৃথক একটি রুমে ঘুমন্ত বাচ্চাদের উঠিয়ে বলছে, এটা কি আব্দুর রাযযাকের বাড়ি? বাচ্চারা উত্তরে বলছে, হ্যাঁ। তখন আবার আমার ভাতিজাকে বলছে, এই তুমি কি আব্দুর রাযযাক? ভাতিজা উত্তরে বলছে, না আমার নাম আব্দুর রহমান। আমি ওনার সম্বন্ধির ছেলে। এদিকে আমি আমার মনের পরিকল্পনা অনুযায়ী জানালা খুলে টিনখানা জালানায় ধরতেই দেখি অসংখ্য কাল পোষাকধারী লোক পুরো বাড়িটি ঘিরে আছে? টিনখানা জানালায় ধরে বেদমভাবে পিটাতে লাগলাম, লোকগুলি বলল, আওয়ায বন্ধ কর। তখন ঐ জানালা ছেড়ে উত্তর দিকের জানালা খুলে টিন জানালায় ধরে পিটাতে লাগলাম। এদিকেও একই দৃশ্য। চতুর্দিকে মনে হচ্ছে যেন কাল ছায়ায় ছেয়ে গেছে। দু'দিকের জানালা খুলে জোরে টিনে আঘাত করার পরও কোন দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নিরাশ হয়ে টিনটি ফেলে দিয়ে আল্লাহকে ডাকলাম, মা'বূদ এই মুহূর্তে তুমি ছাড়া আমাদের রক্ষা করার আর কেউ নেই। ভিতর থেকে আব্দুল্লাকে বলছি, বাবা তোমার সাখাওয়াত চাচাকে একটু ডাক। কেন এত লোকজন ভিড় করছে? বিষয়টা কি একটু জেনে দেখুক। ছেলে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকেও বাধা দেওয়া হয়। ভাতিজা আব্দুর রহমানকে বলছে, গেইটের দরজা খোল। সে উত্তরে বলছে, তালা মারা আছে, আমার কাছে চাবি নেই, কেমন করে খুলব? কোথায় চাবি নিয়ে আয়! এরি মধ্যে এরা বাউণ্ডারী গেইটে কি দিয়ে যেন খুব জোরে আঘাত করে দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। যে আওয়ায বহু দূর হ'তেও শোনা যাবে। কিন্তু হায়! এত জোরে আঘাতের পরও কোন দিক থেকে লোকজনের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। কেউই বলে না যে, কি হয়েছে? এতটুকু শুনতে পেলেও হয়ত মনে শান্ত্বনা আসত। এদিকে বড় ছেলে আব্দুল্লাহ বলছে, আম্মা চাবি দেন, নইলে ওরা দরজা ভেঙ্গে ফেলবে।

অতঃপর দরজা খুলে দিলে সবাই বাড়ীর ভিতরে চলে আসে। তখনও আমার রুমের দরজা খুলিনি। আমার নয়নমণিদের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে ডাকছি। ওরা তখন আমার রুমের দরজা খুলার জন্য বলছে। আতংকিত মনে ভাবছি, চোর-ডাকাত হ'লে কথা হবে ভিন্ন ধরনের। কিন্তু এরা শুধু আব্দুর রাযযাককে নিয়েই ব্যস্ত। বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছে, আব্দুর রাযযাক কোথায়? উত্তরে ওরা বলছে, তাহেরপুর গেছেন। কখন আসবে? সকালে। সবাই মিলে দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে, দরজা খোল নইলে আমরা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করব। এদের ভাব-ভঙ্গি দেখে বুঝলাম, এদেরকে দরজা খুলে দিতেই হবে। অন্যথা জোর পূর্বক ঘরে প্রবেশ করলে হয়তবা পশুর মত আচরণ করতে পারে। সেই ভয়ে বিবি সারার কথা স্মরণ করে আল্লাহকে ডাকলাম, হে আল্লাহ! তুমি বিবি সারাকে যেমনভাবে যালেম বাদশার হাত থেকে রক্ষা করেছিলে তেমনি আমাকেও রক্ষা কর। এদিকে আব্দুল্লাহ বলছে, আম্মা দরজা খোলেন। আল্লাহ আছেন কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ। কচি বাচ্চার এরূপ কথা শুনে অন্তরে একটু সাহস হ'ল। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। পাল্টা আমি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বু তুমি কি এই লোকগুলিকে চিনতে পেরেছ? ছেলে উত্তরে বলল, হ্যাঁ আম্মা, এরা হচ্ছে 'র‍্যাব' (RAB)।

এক জায়গায় দশজন লোক থাকলে তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ দু'টাই থাকে। তাই এদের মধ্যে একজন লোক খুব বদমেজাযী ছিল। যার হুংকারে বাড়িঘর কেঁপে উঠছিল। একজন অবশ্য বলছে, আপনি দরজা খুলুন আমরা আপনার কোন ক্ষতি করব না। আমরা শুধু দেখব ঘরে কেউ আছে কি-না? তখন আমি বললাম, ভাই আপনারা কি সরকারী লোক? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আমরা সরকারী লোক। তখন আমার একটু সাহস হ'ল যে, সাধারণত সরকারী লোকেরা কোন ক্ষতি করে না। অতঃপর বোরক্বা পরে আল্লাহর নাম নিয়ে দরজা খুলে দেই। দরজা খুলতেই ঐ বদমেজাযী লোকটি বলছে, তুমিই মনে হয় এ দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় হুযূর। অন্যদিকে তাদের মধ্যে অল্প বয়সী একজন বলছে, আপনি বের হয়ে এসে এখানে দাঁড়ান। আমরা আপনার কোন ক্ষতি করব না। আমরা শুধু দেখব ভিতরে কেউ আছে কি-না? ভদ্রলোকের কথামত বের হয়ে এসে এক পার্শ্বে দাঁড়ালাম।

আমি বের হয়ে আসার পর ৪/৫ জন র‍্যাব ভিতরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করলাম, কি খুঁজছেন? উত্তরে বলল, সন্ত্রাসী খুঁজছি। পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম? কেমন সন্ত্রাসী? উত্তরে বলল, বড় ধরনের সন্ত্রাসী। বিন্দুমাত্রও কল্পনা করিনি যে, আমাদেরকেই সন্ত্রাসী বলছে। ঘরের ভিতরে ঢুকে খাটের উপর-নীচ, আনাচে-কানাচে সর্বত্র তন্ন তন্ন করে দেখল। এমনকি টেবিলের উপর একটি সাধারণ ফাইল ছিল সেটিও দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, আব্দুর রাযযাক কোথায়? বললাম, তাহেরপুরে গেছেন। কখন আসবে? সকাল ৭/৮-টার দিকে, আপনারা সকালে আসলেই তার সাক্ষাত পাবেন। অথচ আমি জানি যে, তিনি রাতেই আসবেন। কিন্তু তাদের প্রশ্নের উত্তরে কেন যেন সকালের কথা বেরিয়ে আসল! আসলে তাদের হাত থেকে আল্লাহ তাকে এভাবেই রক্ষা করবেন। তাই এরকম উত্তর মুখ দিয়ে বের হয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে তারা ওয়ারলেস করে জানাল যে, এখানে সব নেগেটিভ, আব্দুর রাযযাক বাসায় নেই, তাহেরপুর গেছেন। বাসায় আছে তার সম্বন্ধির ছেলে এবং স্ত্রী-পরিবার।

অতঃপর ভোর চারটার সময় আবু মারইয়াম আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ তাহেরপুর থেকে ফিরে আসলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা জানার জন্য সকালে থানায় যাবেন বলে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু একটু পর ফজরের ছালাতে মসজিদে গিয়ে শুনতে পান যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী,

Contents

'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে অদ্য রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তখন ধারণা করা হ'ল যে, এহেন উত্তম গুণের অধিকারী, নিষ্কলুষ ও মহৎ ব্যক্তিবর্গকে যখন গ্রেফতার করা হয়েছে, তখন অবশ্যই কোন জটিল সমস্যা রয়েছে। তাই থানায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে মুসাফির হিসাবে বাড়ি হ'তে বের হন।

প্রিয় পাঠক! এই হ'ল ২২শে ফেব্রুয়ারীর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। পরের দিন ২৩শে ফেব্রুয়ারীতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে সেদিন পূর্বের দিনের ন্যায় এত আতঙ্কিত হইনি। শুধু একান্ত মনে ভাবছি দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেমদের উপর কেন এই নির্যাতন। শান্ত্বনা পেয়েছি অতীত ইতিহাস থেকে। কেননা যুগে যুগেই হকপন্থী মণীষীগণের উপরে এভাবেই নির্যাতন চালানো হয়েছে। ইসলামের সোনালী যুগের তিন তিনজন মহান খলীফা নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে (৮০-১৫০ হিঃ) কারাবরণ করতে হয়েছে। শেষে তাঁকে জেলখানাতে বিষ পানের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। ইমাম মালেক (রহঃ)-কে (৯৩-১৭৯ হিঃ) নিকাহে মুত'আ বা অস্থায়ী বিবাহ বৈধ না করার কারণে উটের পিঠে উল্টো করে বেঁধে বাগদাদের অলিতে-গলিতে প্রদক্ষিণ করানো হয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে (১৫০-২০৪ হিঃ) হক্বের উপর দৃঢ় থাকার কারণে দীর্ঘদিন কারাবরণ করতে হয়েছে। দশ লক্ষ হাদীছের হাফেয ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ওস্তাদ বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে (১৬৪-২৪১ হিঃ) কুরআন সম্পর্কিত বিশুদ্ধ আক্বীদায় দৃঢ় থাকার কারণে জনসমক্ষে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। শুধু তাই নয় দীর্ঘ এক যুগ তিনি কারাবরণ করেছেন। এমনকি সর্বসাধারণের সুপরিচিত আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ)-কেও (১৯৪-২৫৬ হিঃ) দেশ ছাড়তে হয়েছিল। জগদ্বিখ্যাত মুজাদ্দিদ প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থের অমর রচয়িতা ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)-কে (৬৬১-৭২৮ হিঃ) শিরক, বিদ'আত ও যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে দৃঢ় থাকার কারণে এক দু'বার নয় আটবার জেল খাটতে হয়েছে। অবশেষে একটানা আড়াই বছর জেলখানায় থাকাবস্থায় সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব একবিংশ শতাব্দীতে এসে ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবও নির্যাতিত হয়ে উক্ত মনীষীগণের কাতারেই শামিল হয়ে ধন্য হয়েছেন।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের ইতিহাসে যেমনভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী স্মরণীয়, তেমনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র ইতিহাসেও ২২শে ফেব্রুয়ারী চির স্মরণীয়। অতএব সকল আহলেহাদীছ ভাইকে ঐতিহাসিক ২২শে ফেব্রুয়ারী স্মরণ রাখার অনুরোধ জানাব। কারণ ২২শে ফেব্রুয়ারীর চেয়ে আরো কঠিন মুহূর্ত যে আমাদের আসবেনা তা বলা মুশকিল। সেজন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে এবং আল্লাহর নিকট ঈমান ও ধৈর্যের প্রার্থনা করতে হবে। যাতে আমরা সেই কঠিন মুহূর্তেও ধৈর্যধারণ করতে পারি এবং যেকোন কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করতে পারি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমানী শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করে দাও- আমীন!!

বিজয়ী সিংহ

-মাস'উদা সুলতানা রুমী
বাঙ্গাবাড়িয়া, নওগাঁ।

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
ওগো সত্যের নির্ভীক সেনানী তোমায় সালাম।
শান্তি বর্ষিত হোক তোমার ও তোমার সহযোগীদের প্রতি
দুনিয়া ও আখেরাতে।
হে অকুতোভয় মর্দে মুজাহিদ!
আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর দ্বীনের দায়িত্ব করেছ পালন
সে স্বীকৃতি তুমি পেয়ে গেছ হাতে হাতে।
যুগে যুগে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে
যারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবেসেছে
জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রি করেছে জান ও মাল
তাদের উপরই তো নেমে এসেছে অত্যাচারের স্টীম রোলার
পেছনে তাকিয়ে দেখ একবার।
ইয়াসির, আম্মার, খাব্বাব, বেলাল, খোবায়েব,
হাসান, হোসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের
ক্রমে নেমে এস...
ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ
আহমাদ বিন হাম্বল, ইবনে তায়মিয়া, আলবানী,
আরও কত নাম না জানা মর্দে মুজাহিদ
যাঁদের নামের তালিকাতেই তৈরী হবে বিরাট গ্রন্থ
আল্লাহ্‌র রাহে দিয়েছে জীবন।
মহান রবের বান্দা হওয়ার অপরাধে
শিকার হয়েছে জেল-যুলুম আর নির্মম নির্যাতনের
তুমি যে তাঁদেরই উত্তরসূরী।
তুমি আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তুমি আল্লাহ্‌র বিজয়ী সিংহ
তাই তো তোমায় খাঁচায় বন্দী করে মুনাফেক
মুশরিকরা নিশ্চিন্ত হ'তে চায়
তোমাকে যে ভয় পায় ওরা মৃত্যুর চেয়েও বেশী
তুমি জানো, মহান আল্লাহ্‌র কাছে
সে তত নৈকট্য লাভে ধন্য, যার পরীক্ষা যত বড়।
ওগো রাসূল প্রেমিক, সুন্নাতের সঠিক অনুসারী!
ওগো আমাদের নেতা! ধৈর্য ধর, অটল থাক
তোমার পূর্বসূরীদের অনুসারী হয়ে
প্রমাণিত হোক তুমি সত্যিই আসাদুল্লাহ
তুমি আব্দুল্লাহ, ভীত নও তুমি কিছুতে,
তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক দুনিয়া ও আখেরাতে।

***

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১। মাছ ২। ৮টি
৩। বাবুই পাখিকে। তাল গাছের পাতায় কারুকার্যমণ্ডিত বাসা তৈরী করে বলে।
৪। গণ্ডার ৫। হাঙ্গর।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (শ্রেষ্ঠ)-এর সঠিক উত্তর

১। ডঃ মুহাম্মাদ কুদরত-ই-খোদা
২। ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ।
৩। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
৪। আব্বাস উদ্দীন আহমাদ।
৫। রফিকুন্নবী (রনবী)।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী জগৎ)

১। মরুভূমীর কোন্ প্রাণী অনেকদিন না খেয়ে থাকতে পারে এবং পেটের মধ্যে পানি জমিয়ে রাখতে পারে?
২। দৈত্য পাখি কাকে বলে এবং কেন?
৩। উট পাখি পাথর ও লোহার টুকরা খায় কেন?
৪। সাপ কি কি উপকার করে?
৫। কস্তুরী কি এবং কোথায় পাওয়া যায়?

❒ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দেশ পরিচিতি)

১। কোন্ দেশকে 'পিরামিডের দেশ' বলে?
২। কোন্ দেশকে 'ইউরোপের রণক্ষেত্র' বলে?
৩। কোন্ দেশকে 'চির সবুজের দেশ' বলে?
৪। কোন্ দেশকে 'ক্যাঙ্গারুর দেশ' বলে?
৫। কোন্ দেশকে 'সমুদ্রের বধু' বলে?

❒ ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

যশোর ২৭ মে শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ষষ্ঠীতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে যশোর যেলা 'সোনামণি'র উদ্যোগে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যশোর যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম-এর সভাপতিত্বে সোনামণি মহব্বত আলীর কুরআন তেলাওয়াত ও সুইলা সাফারার ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, জনাব যিল্লুর রহমান, হাফেয আনীসুর রহমান, ডাঃ মাওলানা এইচ,এম মীযানুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে সরকারের কাছে ডঃ গালিব সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির জোর দাবী জানানো হয়।

নাটোর ১২ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার শুকল পট্টি হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি সোনামণিদের চরিত্র গঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী মারকায শাখার দায়ীত্বশীল আহসান হাবীব। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা গোলাম রহমান। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাইফুল ইসলাম এবং জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুস সালাম।

বগুড়া ২০ জুন সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর যেলার গাবতলী থানাধীন নশিপুর আল-মারকাযুল ইসলামী সংলগ্ন মসজিদে বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

অত্র মাদরাসার মুহাদ্দিছ আব্দুল হামীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলয়াস।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম ও নশিপুর মাদরাসার শিক্ষক হুসাইন আল-মাহমূদ। বগুড়া যেলার সোনামণি পরিচালক ও অত্র মাদরাসার সুপার মাওলানা আব্দুর রঊফের দিক নির্দেশনায় বৈঠকে সার্বিক সহযোগিতা করেন অত্র মাদরাসা শাখার 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুস সালাম, সহ-পরিচালক নাঈম বিন মুজীব, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ ও ইউনুস। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের মাঝে অত্র মাদরাসার শিক্ষকদের সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণে কুরআন তিলাওয়াত করে আব্দুল্লাহ আল-মারূফ ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মিনহাজুল ইসলাম।

প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা হচ্ছে-

ক্বিরাআত 'ক' বিভাগঃ

১। সোহেল (হেফয), ২। আতীকুর রহমান (হেফয) ও ৩। আহসান হাবীব (৬ষ্ঠ শ্রেণী)।

ক্বিরাআত 'খ' বিভাগঃ

১। আব্দুল্লাহ আল-মারূফ (হেফয), ২। শফীকুল ইসলাম (হেফয) ও ৩। মিনহাজ (হেফয)।

জাগরণী 'ক' বিভাগঃ

১। আব্দুল্লাহ আল-মামূন (৬ষ্ঠ শ্রেণী), ২। সেকুল মিয়া (৫ম শ্রেণী) ও ৩। আসাদুয্যামান (৫ম শ্রেণী)।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

জাগরণী 'খ' বিভাগঃ

১। আব্দুল্লাহ আল-মারুফ (হেফয), ২। নাসিম (মক্তব) ও ৩। শফীকুল ইসলাম (হেফয)।

কুইজ 'ক' বিভাগঃ

১। ঈসা আলী (৭ম শ্রেণী), ২। সাইফুল ইসলাম (৭ম শ্রেণী) ও ৩। মেহেদী (৬ষ্ঠ শ্রেণী)।

কুইজ 'খ' বিভাগঃ

১। মুজাহিদ (৪র্থ শ্রেণী), ২। ফেরদাউস (৪র্থ শ্রেণী) ও ৩। আতীকুর রহমান (৩য় শ্রেণী)।

সংলাপঃ

১। আহসান দল (৬ষ্ঠ শ্রেণী)

আমার আব্বুর মুক্তি চাই

আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির
৪র্থ শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা
রাজশাহী।

ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমার আব্বু যিনি,
বহু কষ্টে আজি কারাগারে
আছেন তিনি।

আমার আব্বুকে আজ
ডাকাত বোমাবাজ বলছে যারা,
মানুষ নয়
হিংস্র পশু ওরা।

মিথ্যা মামলায় আমার আব্বুকে
কারাঅন্তরীণ করেছে যারা,
প্রকৃত জঙ্গী, বোমাবাজ
ধোকাবাজ আসলেই ওরা।

বিনা দোষে আমার আব্বুকে
হয়েছে ধরা
যেখানে সারা দেশ আজ
সন্ত্রাসীতে ভরা।

দীর্ঘ পাঁচ মাস কত কষ্টে
আছেন তিনি কারাগারে
দেশ বাঁচান, জাতি বাঁচান
আসল সন্ত্রাসীদের ধরে।

দেরী নয় আর দেরী নয়
এই নির্যাতনের নাই কোন যুক্তি,
সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে
আমার আব্বুকে দিন মুক্তি।

***

বসন্ত এলো

এফ,এম,লিটন বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বসন্ত এলো বৃক্ষের শাখে
পল্লব দিল নাড়া,
মানব মনে অপূর্ব আবেশ
নবযৌবন দিল সাড়া।
রক্ত-পলাশ শিমুল বকুল
কৃষ্ণচূড়া জুইয়ে,
দক্ষিণা হাওয়ায় গন্ধ ভাসে
হৃদয় যায় ছুঁয়ে।
বৃক্ষে ডাকে পাখ-পাখালি
ফাল্গুনী হাওয়া ভাসে,
ফুল কলিদের ঘুম ভাঙ্গাতে
মৌমাছিরা ছুটে আসে।

***

আপন ছেলে

[আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার স্মরণে নিবেদিত]

-আবু রায়হান বিন আবদুর রহমান
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

বাংলার মাটি বলছে কেঁদে কেঁদে
আমার ধন্য ছেলেরা আজি
বন্দী কেন জেলে?
আমার জন্য যেই ছেলেরা
জীবন করল গত
সেই ছেলেদের উত্তরসূরী
আজিকে কেন নত?
যে সন্তানদের পায়ের ছোঁয়ায়
ধন্য হয়েছে মোর বুক
সে সন্তানদের কষ্ট দেখে
পাচ্ছি কেবল দুখ।
ওরা সবাই সোনার ছেলে
আমার বুকের ধন
পারবে না কেউ কেড়ে নিতে
ওদের ইযযত মান।
আমার বুকের মাঝে
ওদের রক্ত আছে মিশে
ওরাই মোর আপনজন
ওরাই আপন ছেলে।

***

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

সংসদে কর ন্যায়পাল বিল পাস

গত ১০ জুলাই জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত 'কর ন্যায়পাল বিল ২০০৫' পাস হয়েছে। কর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই বিল পাস করা হয়। অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বিলটি পাসের জন্য উত্থাপন করেন। কর সংক্রান্ত আইন প্রয়োগে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর কর্মচারীর অপশাসন নিরূপণসহ এ বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা এবং এ সম্পর্কে প্রতিকারমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিলটিতে কর ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান করা হয়েছে। বিলের উদ্দেশ্য পূরণে ৪ বছর মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক একজন কর ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান করা হয়েছে। বিলের বিধান অনুযায়ী কর ন্যায়পালের প্রধান কার্যালয় ঢাকায়, তবে প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশের যেকোন স্থানে এর শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাবে। কর ন্যায়পাল শুধুমাত্র একটি মেয়াদের জন্যই নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

বিল অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর প্রশাসনে বা পেশায়, সাধারণ বা আর্থিক প্রশাসন, আইন বা বিচারের অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কর ন্যায়পাল নিয়োগের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে বাংলাদেশের নাগরিক নয়, ঋণখেলাফী, খেলাফী করদাতা, দেউলিয়া, নৈতিক স্খলন বা দুর্নীতি ও দুর্নীতি জনিত কোন ফৌজদারী অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সরকারী চাকরিতে নিয়োজিত, এই চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালে বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ডে দণ্ডিত, দৈহিক ও মানসিক কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম ব্যক্তি কর ন্যায়পাল হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

বিলে কর ন্যায়পালের পদত্যাগ এবং অপসারণের বিধান রাখা হয়েছে। বিধান অনুযায়ী একজন বিচারপতি যে প্রক্রিয়ায় পদত্যাগ এবং অপসারিত হয়, কর ন্যায়পালের বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। পাশাপাশি কোন কারণে কর ন্যায়পালের পদ শূন্য হ'লে বা অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে কার্যভার পালনে অক্ষম হ'লে প্রেসিডেন্ট একজন অস্থায়ী কর ন্যায়পাল নিয়োগ করতে পারবেন।

প্রত্যেকটি বিভাগের নাম বলতে পারি, যেখানে দুর্নীতি হয়

-অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বলেছেন, রাজস্ব বোর্ডসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি আছে, একথা সত্য। তিনি বলেন, কোন মন্ত্রণালয়েই ফেরেশতা নেই। দুর্নীতি কোথাও কম, কোথাওবা বেশী। আমি প্রত্যেকটি বিভাগের নাম বলতে পারি, যেখানে দুর্নীতি হয়। তবে দুর্নীতি কমিয়ে আনতে আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি। ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে সুফল দেশবাসী দেখবে। গত ৫ জুলাই জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির হাফীযুদ্দীনের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। জনাব সাইফুর রহমান বলেন, দুর্নীতি রোধের বিষয়টি হারাধনের ১০টি ছেলের মত। কমাতে গেলে একটি ছেলেকেও আর পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, কর ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে প্রশিক্ষিত, যোগ্য কর্মকর্তা প্রয়োজন। রাজস্ব বিভাগে দক্ষ কর্মকর্তার বেশ অভাব রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরে বছরে ৮০১ কোটি টাকা ঘুষ বখশিশ

চট্টগ্রাম বন্দরে ঘুষ লেনদেন হয় বছরে ৮০১ কোটি টাকা। এর মধ্যে চট্টগ্রাম কাষ্টম হাউসের অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাগে যায় ৪৬০ কোটি টাকা এবং বন্দরের সংশ্লিষ্টরা পায় ৩৪১ কোটি টাকা। আমদানীকৃত মালামাল খালাসের জন্য কাষ্টমসের ১৪ থেকে ৪০ ও বন্দরের ২১ ঘাটসহ মোট ৩৫ থেকে ৬১টি স্থানে এসব স্পিডমানি, ঘুষ, বখশিশ দিতে হয়। রফতানীর ক্ষেত্রে বন্দরের ৬ ঘাটসহ গড়ে ১১ জায়গায় ঘুষ আদায় করা হয়। পণ্য বোঝাই একটি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে মজুরিসহ প্রকৃত ব্যয় ৪৭ শতাংশ আর উপরি বা ঘুষের হার ৫৩ ভাগ।

গত ৩ জুলাই চিটাগাং চেম্বার মিলনায়তনে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি) কর্তৃক আয়োজিত গোলটেবিল সভায় 'চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরঃ একটি ডায়াগনস্টিক স্টাডি' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বছরে সাধারণভাবে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করতে ঘুষ আদায়ে অপারেটর, স্টাফরা পিছপা হয় না। প্রতি কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে গড় খরচ ৬৫০ টাকা। এর মধ্যে ৩৫০ টাকাই ঘুষ, বাকী ৩০০ টাকা মজুরি। খোলা (ব্রেক বাল্ক) পণ্যের আমদানী-রফতানীতে টন প্রতি ১৯ টাকা ঘুষ-বখশিশে ব্যয় হয়। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪ সালে শুধুমাত্র পণ্য লোডিং আনলোডিংয়ের জন্য ৪১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। কাষ্টমস ছাড়পত্রের জন্য ১২টি স্বাক্ষর ও বন্দরে ১৮টি সহ ৪০টি সই নিতে মোটা অংকের ঘুষ পরিশোধ করতে হয়। একটি আমদানী চালান বন্দর ও কাষ্টমসের খালাস পেতে গড়ে ১৭,৯৩৩ টাকা ঘুষ আদায় হয়েছে। এর মধ্যে দুর্নীতিবাজ কাষ্টমস কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভাগে যায় ১০,৭৬০ টাকা, বন্দরের দুর্নীতিবাজরা পায় ৭,১৭৩ টাকা। টেক্সটাইল মেশিনারিজ খালাস করতে চালান প্রতি সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা, জেনারেটর খালাসে সর্বনিম্ন ২,৭০০ টাকা ঘুষ গুনতে হয়েছে। 'টিআইবি'র ট্রাষ্টি প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি এবং চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাষ্ট্রির সভাপতি সাইদুয্যামান চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

জনগণের মাথাপিছু ঘুষ ৫০০ টাকা! বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু বার্ষিক ঘুষের পরিমাণ ৫০০ টাকা। ঘুষের মোট লেনদেন ৭০০০ কোটি টাকা। দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতওয়ারী দুর্নীতি, অনিয়ম, ঘুষ, অব্যবস্থাপনার হিসাব-নিকাশের পাশাপাশি জনগণের মাথাপিছু ঘুষের হিসাব তৈরী করা হবে বা হয়েছে কি-না এই প্রশ্নের জবাবে উক্ত গোল টেবিল বৈঠকে 'টিআইবি'র কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ডঃ মুযাফফর আহমাদ একথা জানান।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

দেশের ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৫ সালের এসএসসি, এসএসসি ভোকেশনাল ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল একযোগে গত ৯ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তরের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে। ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় গড় পাসের হার

৫২ দশমিক ৫৭ ভাগ। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫১ দশমিক ৪৪ ভাগ। ৯ বোর্ডে গড় পাসের হার ৬২ দশমিক ৫ ভাগ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৫৪ দশমিক ১০ ভাগ। এ বছরে সর্বমোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭,২৭৬ জন। ৯ বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯ লাখ ৪৪ হাযার ১৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মোট ৫ লাখ ১০ হাযার ৭০২ জন। গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের পাসের হার বেশী। এবার মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৫৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ ছাত্র ও ৫০ দশমিক ৯৪ শতাংশ ছাত্রী পাস করেছে। ৯ বোর্ডে সর্বমোট ১৭ হাযার ২৭৬ জন জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে ছাত্রী ৬ হাযার ৪৬২ জন।

এবার দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাযার ৬শ' ৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৬০ হাযার ৪শ' ৯০ জন। পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ১ লাখ ৫৬ হাযার ৮শ' ১৫ জন। সর্বমোট পাস করেছে ৯৭ হাযার ৩শ' ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে ছাত্র ৬০ হাযার ৪শ' ৯৪ জন এবং ছাত্রী ৭৬ হাযার ৮শ' ১২ জন।

জীবিত ১০ শ্রেষ্ঠ বাঙালী

বিশ্বব্যাপী বাঙ্গালীদের প্রত্যক্ষ জরিপে মনোনয়নপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ জীবিত ১০ বাঙ্গালীর নাম গত ২১ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। নিউইয়র্কভিত্তিক বাংলা প্রকাশনী সংস্থা 'মুক্তধারা' গত ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ মে পর্যন্ত এই গণজরিপ পরিচালনা শেষে প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে জীবিত ১ হাযার ৯শ' কীর্তিমান বাঙ্গালী ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকে সেরা ১০ জনকে বাছাই করেছে। উক্ত জরিপ অনুযায়ী জীবিত শ্রেষ্ঠ ১০ বাঙ্গালী হ'লেন অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত্য সেন (ভারত), রাজনীতিবিদ শেখ হাসিনা, ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমাদ, আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ডঃ কামাল হোসেন, রাজনীতিবিদ বেগম খালেদা জিয়া, কথাশিল্পী ও শিক্ষাবিদ ডঃ মুহাম্মাদ জা'ফর ইকবাল, অর্থনীতিবিদ ডঃ মুহাম্মাদ ইউনুস, সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত রবি শংকর (ভারত), ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলী (ভারত) এবং লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (ভারত)। উল্লেখ্য, বিশ্বের ৪০টি দেশে বসবাসরত ৩০ কোটি বাঙালীর মধ্য থেকে মাত্র ৭২ হাযার ১৮৬ জন এই জরিপে অংশ নেন। এর মধ্যে ৬৫ হাযার ৩০০ জন ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোট দিয়ে ১০ জন শ্রেষ্ঠ জীবিত বাঙালীর নাম পাঠান এবং বাকী ৬ হাযার ৮৮৬ জন জরিপ কার্ড ও সংবাদপত্রের মুদ্রিত ফরমের মাধ্যমে ১০ জনের নাম মনোনীত করে পাঠান।

১৬ বছর পরও লাশ অবিকৃত!

১৬ বছর আগে ইন্তেকালকারী মাওলানা আব্দুল হাকীমের (৫২) লাশ অবিকৃত অবস্থায় গত ১লা জুলাই পাওয়া গেছে। লালমণিরহাট যেলা শহরের থানাপাড়ার অধিবাসী ও পুস্তক ব্যবসায়ী মাওলানা আব্দুল হাকীম ১৯৮৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। তার ইচ্ছা অনুযায়ী কুড়িগ্রাম যেলার উলিপুর উপযেলার কোরপুড়া গ্রামে তাকে দাফন করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও পারিবারিক সূত্র থেকে জানা যায়, ভয়াবহ নদী ভাঙ্গনে গত ১লা জুলাই সকালে নিহত আব্দুল হাকীমের কবর তিস্তা নদীগর্ভে ভেঙ্গে যায়। এ সময় স্থানীয় জনতা নদী থেকে মাওলানা আব্দুল হাকীমের লাশ দাফনের কাপড়সহ অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে। স্থানীয়রা জানান, মাওলানা আব্দুল হাকীম ব্যক্তি জীবনে ধর্মভীরু ও পরহেযগার ছিলেন এবং সাদামাটা জীবন যাপন করতেন।

৫ মাসে কুরআনের হাফেয!

দশ বছরের শিশু জাহিদ হাসান মাত্র ৪ মাস ২৭ দিনে পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার হাফেয হয়েছে। টঙ্গীর জামে'আ ওছমানিয়া দারুল উলূম মাদরাসার ছাত্র জাহিদ হাসান এত স্বল্প সময়ে কুরআন হেফয করে এই বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। ২রা জুলাই তাকে সংবর্ধনা ও পাগড়ি প্রদান করা হয়।

টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

সুনামগঞ্জের ছাতক গ্যাসক্ষেত্রের টেংরাটিলায় ৫ মাস ১৭ দিনের মাথায় গত ২৪ জুন দ্বিতীয়বারের মত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পুড়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার গ্যাস। বহুল বিতর্কিত কানাডিয়ান কোম্পানী 'নাইকো রিসোর্স' কর্তৃক রিলিফ কূপ খননকালে ৫০০ মিটার গভীরে যাওয়ার পরই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনের লেলিহান শিখা ৩০০ থেকে ৪০০ মিটারের মধ্যে উঠানামা করে। পার্শ্ববর্তী এলাকায় মৃদু ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়, কোথাও কোথাও মাটি দেবে যায়। এলাকাবাসী আতঙ্কে বাড়ী-ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। এদিকে বিস্ফোরণের পরপরই খনন কাজে নিয়োজিত নাইকোর কর্মকর্তারা পালিয়ে যায়। এবারের দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে পেট্রোবাংলার বিশেষজ্ঞরা ডিজাইনে ক্রটি, রিলিফ কূপ খননে বিলম্ব এবং আগের বিস্ফোরিত কূপ থেকে রিলিফ কূপের দূরত্ব কম হওয়াকে দায়ী করেছেন। এ ঘটনা তদন্তের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ঢাকা বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আনোয়ারুল আযীমকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য, ছাতক গ্যাসফিল্ডে ৪৭৪ বিলিয়ন ঘনফুট (বিসিএফ) মজুদ গ্যাসের মধ্যে মাত্র ২৬ দশমিক ৫ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ গ্যাস আছে ৩০৫ দশমিক ৫ বিসিএফ। এক বিসিএফ গ্যাসের ন্যূনতম বাজার মূল্য ১০ কোটি টাকা হিসাবে উক্ত ফিল্ডে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মূল্য প্রায় ৩ হাযার ৫০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, গত ৭ জানুয়ারী নাইকোর প্রথম কূপে বিস্ফোরণে অন্তত ১০ কোটি টাকার গ্যাস পুড়ে যায়।

মার্কিনীদের গোপন তালিকায় বাংলাদেশের নাম

মার্কিন সীমান্ত টহল বিভাগের এক গোপন তালিকায় বাংলাদেশসহ ৩৫টি দেশের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব দেশের নাগরিকদের সীমান্ত পথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় বিশেষ তদন্তের মুখোমুখি হ'তে হবে। মূলতঃ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রতি মদদ বা সমর্থন আছে শুধু এমন দেশকেই এ গোপন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ২রা জুলাই প্রকাশ পাওয়া এক গোপন সার্কুলারে জানা যায় 'বিশেষ পর্যবেক্ষণ' তালিকার দেশগুলির মধ্যে উত্তর কোরিয়া ও ফিলিপাইন ছাড়া অন্য সবগুলি মুসলিম দেশ। উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু অস্ত্র ও ফিলিপাইনকে আবু সায়ফ জঙ্গী গোষ্ঠীর কারণে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তালিকাভুক্ত দেশগুলি হচ্ছে আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, বাহরাইন, বাংলাদেশ, জিবুতি, মিসর, ইরিত্রিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, জর্দান, কাজাকিস্তান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মৌরতানিয়া, মরক্কো, উত্তর কোরিয়া, ওমান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, কাতার, সঊদী আরব, সোমালিয়া, সূদান, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, থাইল্যাণ্ড, তিউনিসিয়া, তুর্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আরব আমীরাত, উজবেকিস্তান, তুরস্ক ও ইয়েমেন।

বিদেশ

পেরুতে গ্যাসচালিত ট্রেন সার্ভিস শুরু

পেরুতে পরিবেশ সহায়ক ঘনীভূত প্রাকৃতিক গ্যাস সিএনজি'র সাহায্যে ট্রেন সার্ভিস শুরু হয়েছে। বিশ্বে এই প্রথমবারের মত সিএনজি গ্যাসের সাহায্যে রেলগাড়ী চলাচল করছে। এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পেরুর মধ্যাঞ্চল আন্দিজ এলাকায় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৬ হাযার ৭৬ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়েতে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী উভয় ধরনের ট্রেন চলাচল করবে। এতদিন এগুলি ডিজেল চালিত হ'লেও জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী এগুলিকে গ্যাসে চালানোর উপযোগী করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ফেরোকারিল সেন্ট্রাল আন্দিনোর প্রেসিডেন্ট জুয়ান ডি ডায়োস জানিয়েছেন।

লন্ডনে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ

গত ৭ জুলাই সকালের ব্যস্ততম সময়ে লণ্ডনের পাতাল রেল ও বাসে উপর্যুপরি বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে ৫৬ জন, আহত হয়েছে দেড় সহস্রাধিক। স্থানীয় সময় সকাল ৮-টা ৫১ মিনিট থেকে ১০-টা ২৩ মিনিটের মধ্যে পরপর আক্রান্ত হয়েছে লন্ডনের কয়েকটি পাতাল রেল ও বাস। লিভারপুল স্ট্রিট, অলগেট, মুরগেট, ওবার্ন স্কয়ার ও এজওয়ার রোডের ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশনের কোথাও পাতাল রেলের ভেতরে, কোথাও কিছুটা দূরে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ট্যাভিষ্টক স্কয়ারের নিকটবর্তী কিংস ক্রস ও রাসেল স্কয়ারে বোমার প্রচণ্ড আঘাতে উড়ে গেছে দোতলা বাসের ছাদ। 'আল-কায়েদা ইন ইউরোপ' নামে তথাকথিত নাম-পরিচয়হীন একটি সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। লন্ডন পুলিশ দাবী করেছে, বোমা হামলাকারী ৪ জনের ৩ জন পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিক। অন্য জন জ্যামাইকান। এরা হচ্ছে হাসিব মীর হুসাইন (১৮), শেহজাদ তানভির (২২), মুহাম্মাদ ছিদ্দীক খান (৩০) ও জারমেইনি। পর্যবেক্ষণ ক্যামেরার ভিডিও তদন্ত করে তারা প্রাথমিকভাবে উক্ত চারজনকে শনাক্ত করেন বলে জানান। বোমা হামলাকারীর সকলেই নিহত হয়েছে।

উক্ত বোমা হামলার ফলে ব্রিটেনের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে উদ্বেগ, ভীতি ও আতংক দেখা দিয়েছে। এ ঘটনায় মুসলমানদের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তারা ঘরে-বাইরে আতংকিত প্রহর কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। অমুসলিম বৃটিশ নাগরিকদের মধ্যে দুঃখজনক প্রতিশোধপরায়ণতার বিস্তার ঘটেছে। বেশ কয়েকটি মসজিদে হামলা হয়েছে। মুসলমানদের বাড়ীঘর, গাড়ী, দোকানপাট প্রায়ই আক্রান্ত হচ্ছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশে এমনকি ইউরোপের বাইরেও মুসলমানরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পতিত হয়েছে। সুদূর নিউজিল্যাণ্ডে চারটি মসজিদ হামলার শিকার হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ তাদের উপরই প্রয়োগ করা হচ্ছে। এদিকে বৃটেনের বোমা হামলার পর সেদেশের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের চাপের মুখে পাকিস্তানে ব্যাপক ধরপাকড় অভিযান শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬ শতাধিক সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ব্রাজিলীয় তরুণ জ্যাঁ চার্লস দ্য মেঞ্জেসকে বৃটিশ পুলিশ গুলী করে হত্যা করেছে। পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, সে বোমা হামলার সাথে জড়িত ছিল না। এদিকে উক্ত বোমা হামলার ১৪ দিনের মাথায় গত ২১ জুলাই মধ্যাহ্নে লণ্ডনের একটি পাতাল রেল ষ্টেশনে দ্বিতীয়বারের মত্র ৪টি ক্ষুদ্র বিস্ফোরণ ঘটে। এতে একজন লোক সামান্য আহত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের পর ৮০ জন মুসলমান বিনা বিচারে আটক রয়েছে

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর বিনা বিচারে ৮০ জন মুসলমানকে আটক রেখেছে। এর মধ্যে ৬৪ জন মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার এবং ১৭ জন মার্কিন নাগরিক। দু'টি মানবাধিকার গ্রুপ গত ২৭ জুন একথা বলেছে। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্দেহভাজন হামলাকারীরা যে মসজিদে ছালাত আদায় করত সে মসজিদে ছালাত আদায় করতে যাওয়ার কারণে সন্দেহবশত তাদের আটক করা হয়। মার্কিন বিচার বিভাগ আটক সন্দেহভাজনদের সংখ্যা না জানালেও 'আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন' এবং মানবাধিকার 'ওয়াচ' গ্রুপের গবেষক অঞ্জনা মালহোত্র বলেছেন, তারা এক বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে বিনা বিচারে আটক এ ধরনের ৭০ জন বন্দীর কথা সঠিকভাবে জানতে পেরেছেন।

'আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন' ও মানবাধিকার সংস্থা 'ওয়াচ' বলেছে, সন্দেহভাজন এসব লোকের মধ্যে মাত্র ২৮ জনের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযুক্তদের অধিকাংশই অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়। অভিযুক্ত ৭ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের বাস্তব সহায়তাদানের জন্য চার্জশীট প্রদান করা হয়েছে। আটক সন্দেহভাজন ৩০ জনকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কখনই আদালতে বা গ্রাণ্ড জুরির সামনে হাযির করা হয়নি।

ভারতে অবৈধ বাংলাদেশী শনাক্তকারী বিতর্কিত আইএনডিটি আইন বাতিল

ভারতের আসাম রাজ্যে বলবৎ অবৈধ বাংলাদেশীদের শনাক্তকারী বিতর্কিত আইএনডিটি আইন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির এক বেঞ্চ বলছে 'ইললিগ্যাল মাইগ্রেন্টস ডিটারমিনেশন বাই ট্রাইব্যুনাল' বা আইএনডিটি আইনটি ভারতের সংবিধানের পরিপন্থী এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত আসামেও এখন থেকে এই আইনের পরিবর্তে ভারতের ১৯৪৬ সালের বিদেশী আইন বলবৎ হবে। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে এই আইনটি বলবৎ করা হয়। আইএনডিটি আইনে বলা ছিল, ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললে অভিযোগকারীকে তার বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু ভারতে বর্তমানে প্রচলিত বিদেশী আইনে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হ'ল তাকেই নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে।

ভারত বিশ্বের ৫০ শতাংশ বিমান কিনছে

ভারত এ বছর বিশ্বের ৫০ শতাংশ বিমান ক্রয় করবে। গত ১৯ জুন স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, ভারতের সরকারী এবং বেসরকারী কোম্পানীগুলি মিলে গত ডিসেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত বিশ্বের বৃহৎ বিমান প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে মোট ৩৫০টি বিমান সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছে। এ সংখ্যা ঐসব প্রতিষ্ঠানের একই সময়ে প্রাপ্ত মোট প্রস্তাবের অর্ধেক। খবরে

http://islaminonesite.wordpress.com

বলা হয়, বিশ্বখ্যাত দু'টি বিমান প্রস্তুতকারী কোম্পানী 'বোইং' ও 'এয়ারবাস' গত ছয় মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৫৭৩টি বিমান সরবরাহের প্রস্তাব পেয়েছে। এর মধ্যে বোইং পেয়েছে ২৭৭টির ও এয়ারবাস পেয়েছে ২৯৬টির। গত বছর ঐ দুই কোম্পানী একত্রে ৬৪৭টি বিমান সরবরাহের প্রস্তাব পেয়েছিল। এ বছর ভারতের ৯টি বেরসরকারী বিমান পরিবহন কোম্পানী বোইং এবং এয়ারবাসকে মোট ২৫০টি বিমান সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছে। অপরদিকে সরকারী এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ঐ কোম্পানী দু'টির কাছে মোট ৯৩টি বিমান সরবরাহের প্রস্তাব দেবে বলে জানিয়েছে।

দিল্লী-ওয়াশিংটন দশ বছরের প্রতিরক্ষা চুক্তি

গত ২৯ জুন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা যৌথ উদ্যোগে অস্ত্র উৎপাদন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা প্রশ্নে সহযোগিতা এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রযুক্তি রফতানীর উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের ব্যবস্থা সম্বলিত দশ বছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ও মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড এক বিবৃতিতে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত এক নতুন যুগে প্রবেশ করল।

প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আগামী কয়েক বছরের মাথায় চীন এই এলাকা তো বটেই সমগ্র বিশ্বে বৃহৎ অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতে চীনের বিপরীতে ভারতকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই যুক্তরাষ্ট্র এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে আতংকের কথা হচ্ছে, উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত ব্যাপক বিধ্বংসী সমরাস্ত্র বা 'উইপনস অফ মাস ডেস্ট্রাকশন' (WMD) অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গঠিত বহুজাতিক টাস্কফোর্সে যোগদান করতে পারবে। ফলে শুধু নিজ সীমান্তেই নয় ভারত-মার্কিন নেতৃত্বাধীন ১১ জাতির সমন্বয়ে গঠিত 'প্রলিফারেশন সিকিউরিটি ইনিশিয়েটিভ' বা পিএসআই-এর সদস্য হিসাবে আন্তর্জাতিক সমুদ্র ও আকাশসীমায় যে কোন জাহাজে সার্চ করতে পারবে।

জি-৮ শীর্ষ সম্মেলন

স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরায় ৮টি শিল্পোন্নত ধনী দেশের সম্মেলন শেষে গত ৯ জুলাই শীর্ষ নেতারা একটি ইশতেহারে স্বাক্ষর করেছেন। সম্মেলনে অধিকাংশ সময় নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেছেন বাণিজ্য, সাহায্য ও ঋণ প্রসঙ্গ নিয়ে। আফ্রিকার দারিদ্র দূরীকরণ, বড় ফার্মগুলির ভর্তুকি হ্রাস এবং বিশ্ব-উষ্ণতারোধ এই বিষয়গুলিই আলোচনায় এসেছে বেশী করে। সম্মেলনের শুরুর দিন ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা হামলা ঘটার পর নেতৃবৃন্দ বিশ্বে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদ দমনের উপর বেশী গুরুত্বারোপ করে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। সম্মেলনে বৃটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, জাপান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ নেতারা আফ্রিকার দেশগুলির জন্য সাহায্য আড়াই হাযার কোটি ডলারে বৃদ্ধি, ২০১০ সালের মধ্যে আফ্রিকাসহ বিশ্বের সর্বত্র সাহায্যের পরিমাণ ৫ হাযার কোটি ডলারে উন্নীত করা এবং ঐ সময় পর্যন্ত ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষকে ৩শ' কোটি ডলার সাহায্য দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এছাড়া বিশ্বের বড় ফার্মগুলির ভর্তুকির পরিমাণ কমানোর ব্যাপারেও তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এ সম্মেলনের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা বিশ্ব উষ্ণতারোধের ব্যাপারে নেতারা কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি।

লণ্ডনে বোমা হামলার জন্য দায়ী ব্লেয়ারের ভ্রান্ত ইরাক নীতি

বৃটেনে এক জনমত জরিপে জানা গেছে, সে দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক বিশ্বাস করেন ইংল্যাণ্ডের টিউব রেলওয়ে ও যাত্রীবাহী বাসে বোমা হামলার জন্য প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ভ্রান্ত ইরাকনীতিই দায়ী। তারা মনে করেন, বৃটেন যদি আমেরিকার সঙ্গে কথিত সন্ত্রাস দমন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করত তাহ'লে ইংল্যাণ্ডে এই মর্মান্তিক হামলা হ'ত না। গত ১৫ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত তিনদিনের জরিপে 'দি গার্ডিয়ান' ও আইসিএম এক জনমত জরিপের পর এই সংবাদ জানায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায়, এই জরিপ চালানো হয় ১ হাযার ৫ জন লোকের মধ্যে, যাদের বয়স ছিল ১৮ বছরের উর্ধ্বে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় টেলিফোনের মাধ্যমে। তাদের জিজ্ঞেস করা হয় ইংল্যাণ্ডে বোমা আক্রমণের কারণ কি? ৩৩% লোক জানিয়েছে, বোমা আক্রমণের কারণ হ'ল, প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের ভ্রান্ত ইরাকনীতি। ইরাকে বৃটেনের সেনাবাহিনী পাঠানো এবং সক্রিয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্যই মুসলিম সমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছে। অন্য ৩১% লোক মনে করেন ব্লেয়ারের ইরাকনীতি ইংল্যাণ্ডে আক্রমণের জন্য সামান্য দায়ী। খুব বেশী দায়ী করা যায় না ব্লেয়ারকে। এই জরিপে অংশ নেয়া ২৮% লোক জানিয়েছেন, ইংল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য ব্লেয়ারের ইরাকনীতি কোনভাবেই দায়ী নয়। জরিপে অংশ নেয়া ৭৫% লোক জানিয়েছেন, এ ধরনের আত্মঘাতি আক্রমণ আবারও হ'তে পারে। তবে ১৫% এর বিরোধিতা করেছেন।

থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে মুসলিম দমনে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান

থাইল্যাণ্ড পার্লামেন্ট সে দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রাকে মুসলমানদের দমনের জন্য বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেছে। এই আইন বলে অকারণে যে কোন নাগরিককে কারাগারে রাখা যাবে। এর জন্য কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না। সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে, গত ১৪ জুলাই মুসলিম স্বাধীনতাকামীদের আক্রমণে সরকার বিপর্যস্ত হওয়ার পর এই ক্ষমতা কুক্ষিগত আইন পাস করা হ'ল। থাইল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট মনে করে, এই ক্ষমতা আইনের বলে সে দেশের মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা অচিরেই দমন করা যাবে। এই আইনের বলে প্রধানমন্ত্রীকে অধিক ক্ষমতা দেয়া হ'ল। যেসব এলাকায় এই বিশেষ আইন প্রয়োগ করা হবে তাহ'ল- ওয়াল, পাতানি, নারাথিয়াত ও সোনাংকালা প্রদেশের অংশবিশেষ। সংবাদ সূত্রে জানানো হয়েছে, এ বছরের প্রথমদিক থেকে মুসলিম প্রধান দক্ষিণাঞ্চলে যরুরী আইন বলবৎ ছিল। কিন্তু নতুন ডিক্রি বলে কারফিউও জারি করতে পারা যাবে। কারফিউ জারি ছাড়াও নিরাপত্তা বাহিনী যেকোন জনসমাবেশ বাতিল করতে পারবে, সংবাদ প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করতে পারবে, যেকোন গ্রন্থ প্রকাশনা বন্ধ করতে পারবে। এছাড়া বিশেষ আইন বলে যেকোন নাগরিকের সম্পদ বাতিল করার অধিকার পেয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। ইচ্ছা করলে যেকোন নাগরিকের একান্ত ব্যক্তিগত কথোপকথন গোপনে রেকর্ড করতেও পারবে থাইল্যাণ্ড সরকার।

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানে মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনা

পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচী থেকে ২৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে সারহাদ নামক একটি প্রত্যন্ত স্টেশনে তিনটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩শ যাত্রী নিহত ও আরো সহস্রাধিক আহত হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় ১৯টি বগি পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। জানা গেছে, গত ১৩ জুলাই স্থানীয় সময় ভোর পৌনে চারটায় গোটকি শহরের কাছে সারহাদ স্টেশনে করাচী অভিমুখী কোয়েটা এক্সপ্রেসের সঙ্গে করাচী এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষে দু'টি ট্রেনের বগি পার্শ্ববর্তী রেল লাইনের উপরে গিয়ে পড়ে। এসময় করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্যে যাতায়াতকারী তাজ জ্যাম এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত বগির উপরে এসে আছড়ে পড়ে। মেরামতের জন্য কোয়েটা এক্সপ্রেস ট্রেনটি তখন সারহাদ স্টেশনে অবস্থান করছিল। পূর্বাঞ্চলীয় লাহোর থেকে আগত করাচী এক্সপ্রেসটি পেছন থেকে কোয়েটা এক্সপ্রেসকে ধাক্কা দিলে একটির পর একটি বগি পাশের রেল লাইনে গিয়ে ছিটকে পড়ে। রেলওয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, করাচী এক্সপ্রেসের চালক একটি সংকেতের অর্থ বুঝতে ভুল করেছিলেন। সবুজ বাতি জ্বলে উঠতে দেখে তিনি মনে করেছিলেন যে, তাকে স্টেশন অতিক্রম করার জন্য সংকেত দেয়া হয়েছে। সংকেতের অর্থ ভুল করে তিনি এগিয়ে এসে কোয়েটা এক্সপ্রেসকে পেছন থেকে ধাক্কা মারেন। উল্লেখ্য যে, এক দশকের মধ্যে পাকিস্তানে এটাই বৃহত্তম ট্রেন দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার কারণ তদন্তে একটি যরূরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

একটি মুসলিম দেশকে নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন দিতে হবে

-সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মুসলিম বিশ্বের কোন একটি দেশকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ দেয়ার দাবী জানিয়েছেন সঊদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী। গত ১৮ জুন রিয়াদে এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সঊদ বিন আল-ফায়ছাল বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সত্যি যদি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, তাহ'লে 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' (ওআইসি) বা মুসলিম বিশ্বের কোন একটি উপযুক্ত দেশকেও ঐ আসন দিতে হবে। এটি একটি ন্যায্য দাবী উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান ও গুরুত্ব অন্যান্য গ্রুপ বা দেশের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই বিশ্ব সংস্থার নিরাপত্তা পরিষদে ১৩০ কোটি মুসলমানের একটি সদস্য দেশের স্থায়ী আসন লাভ করা সময়ের অনিবার্য দাবী।

ছান'আয় ওআইসি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন

ইয়েমেনের রাজধানী ছান'আয় ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে গত ২৮ জুন 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা'র (ওআইসি) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে 'ওআইসি'ভুক্ত ৫৭টি দেশের মধ্যে একটি দেশ যোগদান করেনি। সম্মেলনে উপস্থিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সুনামির মত দুযোর্গ মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি তহবিল গঠন থেকে শুরু করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইসলামী বিশ্বের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে আলোচনা করেন। সংস্থাটির সংস্কার নিয়েও সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে বলে 'ওআইসি'র মহাসচিব একমেলেদ্দীন ইহসানোগলু জানিয়েছেন।

ইরান আরও ২০টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে

ইরান আগামী বছরগুলিতে ২০টি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির প্রধান ঊর্ধ্বতন একজন পার্লামেন্ট সদস্য কাযেম জালালী মস্কো সফরকালে বলেন, পার্লামেন্টের এই মর্মে আনীত একটি প্রস্তাব ইরান সরকার খতিয়ে দেখবে। তিনি আরো বলেন, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ এতে সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশাবাদী। এই প্রকল্প নির্মাণে ৮০ কোটি ডলার ব্যয় হবে। রাশিয়া ইরানকে বুশেহের-এ তার প্রথম পারমাণবিক প্ল্যান্ট নির্মাণে সহায়তা করেছে। ইসরাঈল ও যুক্তরাষ্ট্র এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে। তাদের মতে, এই স্থাপনা পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের কাজে ব্যবহার হ'তে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছে।

আহমাদি নেজাদ ইরানের নয়া প্রেসিডেন্ট

তেহরানের মেয়র, ইসলামী রেভ্যুলিউশনারী গার্ডের সাবেক কমাণ্ডার, পাশ্চাত্য মিডিয়ার ভাষায়, 'কট্টর ইসলামপন্থী' মাহমূদ আহমাদি নেজাদ উদারপন্থী প্রার্থী সাবেক বর্ষিয়ান প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমী রাফসানজানিকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৭ জুন অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটযুদ্ধে মোট ৭জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পান ৭০ বছর বয়স্ক অভিজ্ঞ প্রার্থী হাশেমী রাফসানজানি। তিনি পান মোট ভোটের ২১ শতাংশ। ঐ ভোটের লড়াইয়ে শতকরা ১৯ দশমিক ৫ ভাগ ভোট পেয়ে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন আহমাদি নেজাদ। কোন প্রার্থীই ৫০ শতাংশের বেশী ভোট না পাওয়ায় দ্বিতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত ঐ দু'প্রার্থীর মধ্যে। সবার হিসাব ছিল, রাফসানজানিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। কিন্তু সকলের হিসাব-নিকাশ ও ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে ৬২.২ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন আহমাদি নেজাদ। রাফসানজানি পেয়েছেন ৩৫.৫ শতাংশ ভোট। উল্লেখ্য, গত ২৪ জুন দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ২ কোটি ৮০ লাখ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপলাইন চুক্তি স্বাক্ষর

পাকিস্তান একটি গ্যাস পাইপলাইনের ব্যাপারে ইরানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই পাইপলাইন স্থাপিত হ'লে তিন বছরের মধ্যে ইরান থেকে পাকিস্তানে গ্যাস সরবরাহ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের তেল সেক্রেটারী আহমাদ ওয়াকার ও ইরানের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপমন্ত্রী এম এইচ নেজহাদ হোসিনিয়াল ইসলামাবাদে এই মর্মে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন। এ চুক্তি সম্পর্কে ইরানের তেলমন্ত্রী বিজান হামদার জানঘানেহ বলেন, 'আমরা বহু বছর পর এ ধরনের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি। ইরান থেকে পাকিস্তানে গ্যাস রফতানীর ব্যাপারে এটাই প্রথম লিখিত দলীল'। স্থলভাগের ওপর দিয়ে ২ হাযার ৬শ' কিলোমিটার দীর্ঘ এই গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় সাড়ে চারশ' কোটি ডলার।

আমীরাত যেতে হ'লে শিশুদের আলাদা পাসপোর্ট লাগবে

সংযুক্ত আরব আমীরাতে যেতে হ'লে আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাংলাদেশের শিশুদের জন্যও পৃথকভাবে পাসপোর্ট করতে

http://islaminonesite.wordpress.com

হবে। এযাবৎ শিশুরা তাদের পিতা-মাতার পাসপোর্টেই আমীরাত যেতে পারত। অপরিণত বয়সের শিশুদের উটের জকি হিসাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে এই আইন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আরব আমীরাতে পাচার হয়ে যাওয়া অপরিণত বয়সের শিশুদের উটের জকি হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। যারা সাথে করে এ ধরনের শিশুদের আমীরাত নিয়ে যেত বা পাচার করত, তারা নিজেদেরকে ঐ শিশুদের পিতা-মাতা হিসাবে দাবী করত। 'খালীজ টাইমস'-এর এক খবরে বলা হয়, শিশু পাচারের সাথে জড়িত বাংলাদেশসহ ৭টি দেশের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য। অপর দেশগুলি হচ্ছে সূদান, পাকিস্তান, ভারত, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া ও মৌরতানিয়া।

ইন্দোনেশিয়ায় চাকরি করতে হ'লে বিদেশীদের স্থানীয় ভাষা শিখতে হবে

ইন্দোনেশিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক বিদেশীদের ইন্দোনেশীয় ভাষা শিখতে হবে। ইন্দোনেশিয়ায় চাকরি প্রত্যাশী বিদেশীদের আগমন হ্রাসের উদ্দেশ্যে জাকার্তা নতুন এ আইন তৈরী করেছে। আইনটি আগামী বছর থেকে কার্যকর হবে। স্থানীয়দের চাকরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ও ব্যাপকহারে বিদেশীদের আগমন ঠেকাতে আইনটি কার্যকরী হবে বলে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী ফাহমী ইদরীস আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আগামী বছর যে সকল বিদেশী চাকরির জন্য ইন্দোনেশিয়ায় আসবে তাদের সবাইকে ভাষার বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হবে। শুধু ইন্দোনেশীয় ভাষায় কথা বলা নয়, তাদের ইন্দোনেশীয় বর্ণ, ব্যাকরণ ও পাঠের বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। বৈধ কাগজপত্র নিয়ে এসে যেসব বিদেশী এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তারাই এখানে বসবাস ও চাকরি করতে পারবেন।

মিসরে ভয়াবহ বোমা হামলা

মিসরের লোহিত সগর তীরবর্তী সিনাই উপত্যকার নয়নাভিরাম অবকাশ যাপন কেন্দ্র 'শার্ম আশ-শেখে' গত ২২ শে জুলাই রাত ১-টা ১৫ মিনিটে ইউরোপীয় ও মিসরীয় পর্যটক বোঝাই একটি বিলাসবহুল হোটেল ও একটি কফি দোকানে একযোগে তিনটি গাড়ীবোমা বিস্ফোরণে শতাধিক ব্যক্তি নিহত এবং দু'শতাধিক আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৯ জন বিদেশী পর্যটক এবং অন্যরা সবাই মিসরীয়। প্রথম বোমা হামলাটি হয় ১৭৬ রুম বিশিষ্ট চার তারকা হোটেল গাযালা গার্ডেনে। আত্মঘাতী বোমারু গাড়ী নিয়ে হোটেল এলাকায় ঢুকে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণে তিন তলা বিশিষ্ট হোটেলটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এর কিছু পরে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটে গাযালা গার্ডেন থেকে কয়েকশ' মিটার দূরে একটি গাড়ী পার্কিং এলাকায়। একই সময়ে তৃতীয় গাড়ীবোমা হামলাটি হয় প্রায় তিন কিলোমিটার দূরবর্তী ব্যস্ততম ওল্ড মার্কেট এলাকায়। এসব ভয়াবহ বোমা হামলার ধ্বংসাবশেষগুলি প্রায় ১শ' মিটার দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে।

কারা এই বর্বর ও কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও সিরিয়া ও মিসর ভিত্তিক 'আবদুল্লাহ আযম ব্রিগেডস' ও 'মুজাহিদী মিসর' নামে দু'টি সংগঠন এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়েছে। তবে আদৌ এ নামে কোন সংগঠন আছে কি-না তা জানা যায়নি। পুলিশ হামলার সাথে জড়িত সন্দেহে শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। এখনও ব্যাপক ধরপাকড় চলছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আঙ্গুরের বীচির নির্যাস আলসার নিরাময়ে সহায়ক

আঙ্গুরের বীচির নির্যাস পেটের আলসার নিরাময়ে সহায়ক। নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত 'ডাইজেষ্টিভ ডিজিজ উইক' শীর্ষক সম্মেলনে গবেষকরা বলেন, লেবু বা টক জাতীয় (সাইট্রাস) ফলের মধ্যে অম্ল রয়েছে এবং তা পেটে উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও তাদের বীচির নির্যাসে প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক এবং অম্লজান প্রতিরোধক গুণাগুণ রয়েছে, যা গ্যাষ্ট্রিক ট্র্যাককে প্রশমিত করে। পোল্যাণ্ডের জাগিয়েলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক দলটি ইঁদুরের দেহে কৃত্রিম আলসার তৈরী করে আঙ্গুরের বীচির নির্যাসের বিভিন্ন মাত্রা প্রয়োগ করে তার প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছেন। এতে দেখা গেছে, আলসারে আক্রান্ত ইঁদুরের দেহে প্রতি কেজিতে ১০ মিলিগ্রাম আঙ্গুরের বীচির নির্যাস প্রয়োগ করলে ৫০ শতাংশ গ্যাষ্ট্রিক এসিড নিঃসরণ রোধ হয়। এই এসিড নিঃসরণই আলসারের অন্যতম প্রধান কারণ। এভাবে ৬ থেকে ৯ দিন এই নির্যাস প্রয়োগ করলে গ্যাষ্ট্রিক আলসারের আকার ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসে। এই চিকিৎসায় আলসার এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে রোগের উপশম হয়। গবেষকরা বলেছেন, টক জাতীয় ফলে পেটের সমস্যা সৃষ্টি হ'তে পারে বলে সাধারণভাবে প্রচলিত থাকলেও আলসারে আক্রান্ত লোকের উচিত তাদের খাদ্য তালিকায় আঙ্গুর ফল অন্তর্ভুক্ত করা। এর সঙ্গে অন্যান্য চিকিৎসা যুক্ত হ'লে তা আলসার উপশমে সহায়ক হ'তে পারে বলে 'ফুডনেভিগেশন ডটকম' ওয়েবসাইট জানিয়েছে।

ক্যান্সার নিরাময়ে আনারস

অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা ক্যান্সার মোকাবিলায় এক ধরনের শক্তিশালী উপাদান আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন। আনারসের নির্যাস থেকে আহরিত অণু ক্যান্সার বিরোধী শক্তিশালী এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে সক্ষম দাবী করে গবেষকরা জানান, এই গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের ক্যান্সার বিরোধী ওষুধ তৈরীর ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হ'তে পারে। 'কুইন্সল্যান্ড ইনষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ'-এর বিজ্ঞানীরা বলেন, আনারস গাছ থেকে সংগৃহীত ব্রোমালিনের দু'টি অণুকে নিয়ে তারা এখন কাজ করছেন। সিসিজে নামক একটি অণু ক্যান্সার কোষ শনাক্ত করা ও মেরে ফেলার জন্য দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উদ্দীপ্ত করে। অপর সিসিএস অণু র‍্যাস নামক একটি প্রোটিনকে বাধাগ্রস্ত করে। এই র‍্যাস সব ধরনের ৩০ ভাগ ক্যান্সারের জন্য দায়ী।

অল্প মাত্রার র‍্যাডিয়েশনেও ক্যান্সার হ'তে পারে

খুব অল্প মাত্রার র‍্যাডিয়েশনেও মানব দেহের মারাত্মক ক্ষতি হ'তে পারে বলে বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। গত ৩০ জুন ওয়াশিংটনে 'ন্যাশনাল একাডেমী অব সাইন্সেস' (এএনএস)-এর প্যানেলের একটি অধিবেশনে একথা জানানো হয়। প্যানেল বলেছে, পারমাণবিক অথবা যে কোন কিছুর খুব অল্প মাত্রার র‍্যাডিয়েশনে মানুষের ক্যান্সারসহ অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি হ'তে পারে। খুব অল্প মাত্রার র‍্যাডিয়েশন শরীরের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয় পূর্বের এ ধারণা ও পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে প্যানেল বলেছে, অল্প হোক আর বেশী হোক যে কোন মাত্রার র‍্যাডিয়েশনই প্রাণীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

http://islaminonesite.wordpress.com

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অব্যাহত

জলঢাকা, নীলফামারী ৩রা জুন শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার উদ্যোগে স্থানীয় আল-হারামাইন জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর জলঢাকা শাখার সভাপতি জনাব আব্দুল গণী মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মাষ্টার মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব এস.এম. আব্দুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং তাদের উপর আরোপিত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১লা জুলাই, শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কলারোয়া উপযেলার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার মুক্তির দাবীতে কলারোয়া হাইস্কুল মাঠে এক ইসলামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোল বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সরকারী এম.এম. কলেজ, যশোরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, সীমান্ত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ জোট সরকার কর্তৃক মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার অন্যায় গ্রেফতার ও খুন, ডাকাতী, বোমা হামলার মত ন্যক্কারজনক মামলায় জড়িয়ে ইতিহাসের বর্বরোচিত হয়রানির তীব্র নিন্দা, ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, যে সরকার ডঃ ও ডাকাতদের মধ্যে, প্রিন্সিপাল ও বোমাবাজদের মধ্যে পার্থক্য করতে জানেনা, সে সরকারের হাতে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। ইসলামী মূল্যবোধের দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে এরা ইসলামের ধারক ও বাহক আলেম-ওলামাদের লাঞ্ছিত করে সর্বোচ্চ মুনাফেকী করেছে। এই মুনাফেক সরকারের অধঃপতন অনিবার্য। বক্তাগণ নির্দোষ ও নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বুড়িচং, কুমিল্লা ১৮ জুলাই সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার মুক্তির দাবীতে বুড়িচং কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রুসমত আলী ও বুড়িচং কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুল হক্ব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক জাফর ইকরাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক কাউছার আহমাদ, দফতর সম্পাদক যাকারিয়া খাঁন এবং স্থানীয় শহীদুল ইসলাম, আব্দুশ শুকুর, আব্দুর রহীম মেম্বার, আব্দুর রাযযাক ভূঁইয়া ও মুহাম্মাদ আলী আকবর মাষ্টার প্রমুখ।

বক্তাগণ আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করে বলেন, এই সরকারের হাতে দেশের আলেম-ওলামা নিরাপদ নন। ইসলামী মূল্যবোধের নামে এই সরকার জাতিকে ধোঁকা দিয়েছে। তারা অবিলম্বে আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে জাতির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

খুলনা ২২ জুলাই শুক্রবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার অন্যায় গ্রেফতারের প্রতিবাদে ও তাঁদের উপর আরোপিত সকল ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে নগরীর জিয়া হলে অদ্য সকাল ৯-টা থেকে দিনব্যাপী এক ইসলামী মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, মাসিক **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ, খুলনা আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ ছালেহ, ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, খুলনা আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ মুনাওয়ার হোসাইন মাদানী, খুলনা যেলা 'জময়ঈয়তে আহলে হাদীস'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক এ,কে,এম ইয়াকুব আলী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ প্রমুখ।

সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি জনাব আনোয়ার এলাহী ও সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মহীদুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, ঢাকার মোহাম্মদপুর আল-আমীন জামে

মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীরুদ্দীন, এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী, ঢাকার দাঈ মাওলানা মুরাদ বিন আমজাদ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুল গণী মাহমূদ, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ শামসুয্যামান, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, স্থানীয় পবা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের এই সরকার কর্তৃক নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন। বক্তাগণ বলেন, এই সরকার মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও নায়েবে আমীর বয়োবৃদ্ধ আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর মত সূর্যসন্তানদের গ্রেফতার করে গোটা জাতিকে অপমান করেছে, আঘাত হেনেছে দেশের ইসলামপন্থী সকল নাগরিকের হৃদয়ে। বক্তাগণ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শাণিত কলম চালিয়ে, প্রকাশ্যে বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে, এমনকি গ্রন্থ রচনা করেও আমীরে জামা'আত আজ নির্মমভাবে উক্ত অভিযোগের শিকার। যা এ জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ও হাস্যকর। তারা বলেন, অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দেওয়া না হ'লে এদেশের অন্যূন ৩ কোটি আহলেহাদীছ এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরে বক্তাগণ বলেন, সাম্রাজ্যবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি একজোট হয়ে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাচ্ছে। ইরাক ও আফগানিস্তান ধ্বংসের পর তাদের শ্যেনদৃষ্টি এখন দক্ষিণ এশিয়ার দিকে। অপরদিকে দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী, সুসাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মত ব্যক্তিত্বগণকে জঘন্য অপবাদ দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কারারুদ্ধ করে ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নেতা-কর্মীদের হয়রানি করে এই সরকার একদিকে আগ্রাসী শক্তির ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে, অন্যদিকে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকেই ক্রমান্বয়ে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রাণ প্রিয় নেতা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দানের জোর দাবী জানান।

বাদ জুম'আ নগরীর 'বায়তুন নূর' জামে মসজিদ থেকে পাঁচ সহস্রাধিক লোকের এক বিশাল মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় ডাক বাংলা মোড়ে অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, মাওলানা আব্দুল মান্নান ও মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। মিছিল শেষে পুনরায় সমাবেশ শুরু হয়ে বিকাল সাড়ে ৫-টা পর্যন্ত চলে।

উক্ত সমাবেশে পার্শ্ববর্তী যশোর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট যেলা থেকেও বিপুল সংখ্যক কর্মী যোগদান করেন। উপচেপড়া শ্রোতার মুহুর্মুহু শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে মিলনায়তন ও পার্শ্ববর্তী পুরো এলাকা। হাযার হাযার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের মুক্তির শ্লোগান। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন সামন্তসেনা দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা মুহাম্মাদ শফীউদ্দীন ও মাওলানা আব্দুল মালেক। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'সোনামণি' সদস্য আবূ রায়হান ও আবূ বুরহান। সমাবেশের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির ও যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক জনাব মুয্যাম্মিল আলী।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ২৫ জুলাই সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় লাউবাড়িয়া দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে এক ইসলামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন মোল্লা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা আব্দুল আলীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মানছূরুর রহমান, কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মজীদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহসিন আলী, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার নিঃশর্ত মুক্তি ও তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান।

গাজীপুর, ২৫ জুলাই সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার মুক্তির দাবীতে গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন' কার্যালয় শরীফপুরে এক প্রতিনিধি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা আলাউদ্দীন সরকার, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার আহলেহাদীছ আলেম-ওলামাকে হয়রানি করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছে। নিরপরাধ আলেমদের হয়রানি করে আবার ক্ষমতার মসনদে আসীন হবার স্বপ্ন দেখা দুঃস্বপ্ন মাত্র। যাদের কুমতলব হাছিলের জন্য সরকার এসব করছে, তারাই একদিন সরকারের সর্বনাশ ডেকে আনবে। বক্তাগণ অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করেন।

নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন

রাজশাহী ২২ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় দারুল ইমারতের সম্মুখস্থ রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

শত শত নেতা-কর্মী ও সাধারণ মুছল্লীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে নিরপরাধ আলেমদের হয়রানি বন্ধ কর; প্রকৃত জঙ্গীদের গ্রেফতার কর; অবিলম্বে ডঃ গালিবকে মুক্তি দাও দিতে হবে; ডঃ গালিবের মিথ্যা মামলা তুলে নাও, তুলে নাও জিহাদ ও জঙ্গীবাদ এক নয় এক নয়; মিডিয়া সন্ত্রাস বন্ধ কর- ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ফেষ্টুন প্রদর্শন করা হয়।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদের পরিচালনায় মানববন্ধন কর্মসূচীপূর্ব সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, দীর্ঘ পাঁচ মাস নিরপরাধ আলেমগণকে হয়রানি করে সরকার তার ইসলামী মূল্যবোধকে দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারা বলেন, নির্দোষ আলেম সমাজ ও ৩ কোটি আহলেহাদীছকে যারা হয়রানী ও সন্ত্রস্ত করেছে, তারাই বরং জঙ্গী ও সন্ত্রাসী। নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় ৪ নেতার মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচী শেষ করেন। অন্যান্যের মধ্যে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের তিন পুত্র ও নায়েবে আমীরের তিন পুত্রসহ 'সোণামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালকবৃন্দ ও 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন।

যুবসংঘ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন

নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ১লা জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর নন্দলালপুর এলাকা সভাপতি মাষ্টার হাশিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। দুই শতাধিক কর্মী ও সুধীর উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আমীনুর রহমানকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ রূহুল আমীনকে সাধারণ সম্পাদক করে নয় সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। প্রধান অতিথি নবগঠিত যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

সমাবেশে বক্তাগণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার নিঃশর্ত মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবী জানান।

চোরকোল, ঝিনাইদহ ২রা জুলাই শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর চোরকোল বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার মুহাম্মাদ ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাষ্টার নূরুল হুদা ও সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, ইসলাম কখনো জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। তারা বলেন, জঙ্গীবাদের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। আহলেহাদীছ আন্দোলন যেকোন সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। অথচ সরকার অন্যায়ভাবে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। বক্তাগণ অবিলম্বে মুহতারাম আমীর জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

পরিশেষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মপরিষদের পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মিলনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করেন এবং নবগঠিত কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৭ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বেলা ১২-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে দৌলতপুর থানা বাজারস্থ যেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম মাষ্টার, দফতর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ কবীর হোসাইন, দৌলতখালী সরদারপাড়া শাখার সভাপতি জনাব আসমতুল্লাহ প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, মুসলমানদের চিরন্তন জিহাদী চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসররা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে ইসলামের সাথে জড়ানোর পরিকল্পিত অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সরকার জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে 'আন্দোলন'-এর নেতাদের হয়রানি করে চরম অন্যায় করেছে। তারা অবিলম্বে এই অন্যায় ও যুলুম বন্ধ করতঃ মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় চার নেতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

শেষে প্রধান অতিথি যেলা 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ মুহসিন আলীকে সভাপতি, মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করেন। তিনি নবগঠিত যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ৮ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ স্থানীয় বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলয়াস, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, তাবলীগ

Contents

সম্পাদক মুহাম্মাদ সোলাইমান প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার জোট সরকার দাতা গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে জঙ্গী দমন করার নামে অন্যায়ভাবে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করেছে। সরকারের এ ধরনের 'দুষ্টের পালন শিষ্টের দমন নীতি' দেশের সচেতন নাগরিক মেনে নেবে না। প্রকৃত জঙ্গীদের আটক করলে সরকারের থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ার আশংকায় তাদের আটক না করে শ্রদ্ধেয় আলেম-ওলামাগণকে জঙ্গী সাজিয়ে এক প্রহসনের নাটক মঞ্চস্থ করে দাতাদের তুষ্ট করার কৌশল অবলম্বন করেছে। এর পরিণতি নিঃসন্দেহে শুভ নয়। নেতৃবৃন্দ অতিসত্বর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার নিঃশর্ত মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

এ সময়ে প্রধান অতিথি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মতীনকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করেন এবং নবগঠিত যেলা কর্মপরিষদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। উপস্থিত বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী নবগঠিত কর্মপরিষদের জন্য প্রাণখুলে দো'আ করেন।

মেধা বিকাশের মাধ্যমে বিশ্ববিজয়ী মুসলিম ও আলোকিত মানুষ হওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে

-বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

২০০৫ সালের এস.এ.সি ও দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত আহ্বান জানান। গত ২৬ জুলাই মঙ্গলবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয় মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ বলেন, মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ ও উচ্চতর শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মুসলমানগণ তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে। যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে ইউরোপবাসী হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন মুসলমানরা বিশ্ব বিজ্ঞানের নেতৃত্ব দিয়েছিল। অথচ সেই মুসলমানরা আজ তাদের হারানো স্মৃতি ভুলতে বসেছে। বক্তাগণ উপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে অধ্যবসায়ে আরো বেশী মনোনিবেশ করার এবং মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এখন থেকেই দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি হাফেয শামসুল হক শিবলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, দৈনিক খবরপত্রের চীফ সাব এডিটর কামাল পাশা দোজা, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয, সেক্রেটারী জেনারেল তাসলীম সরকার, তাবলীগ সম্পাদক ইসমাঈল হোসাইন, নাজিরা বাজার বড় জামে মসজিদের কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আলী হোসাইন, অগ্রণী ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মাদ ওছমান বিন জামিল ও আলহাজ্জ মুহাম্মাদ কামরুল আহসান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৬০ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সনদ, কলম, বই, ফুল ও স্টীকার সম্বলিত গিফট প্যাকেট পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয়।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে'র অধীনে ২০০৫ সনে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরিচালিত দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা শতকরা ১০০ ভাগ পাশ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন জিপিএ-৫, ১৭ জন 'এ' এবং ২ জন 'এ-' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। উত্তীর্ণ ছাত্ররা হচ্ছে- ১. মীযানুর রহমান (৫.০০, গাইবান্ধা), ২. গোলাম কিবরিয়া (৪.৮৩, নওগাঁ), ৩. মীযানুর রহমান (৪.৮৩, রাজশাহী), ৪. সুলতান মাহমূদ (৪.৮৩, নাটোর), ৫. আব্দুর রাযযাক (৪.৬৭, রাজশাহী), ৬. আব্দুর রহীম (৪.৫৮, রাজশাহী), ৭. জাহাঙ্গীর আলম (৪.৫৮, নাটোর), ৮. মাহমূদুল হাসান (৪.৫৮, রাজশাহী), ৯. ছাদিক মাহমূদ (৪.৫০, নওগাঁ), ১০. রবী'উল ইসলাম (৪.৪২, রাজশাহী), ১১. আহসান হাবীব (৪.৪২, দিনাজপুর), ১২. আব্দুল খালেক (৪.৪২, রাজশাহী), ১৩. কামরুল হাসান (৪.২৫, রাজশাহী), ১৪. হেলালুদ্দীন (৪.২৫, কুষ্টিয়া), ১৫. আব্দুর রাকীব (৪.০৮, রাজশাহী), ১৬. হারুনুর রশীদ (৪.০৮, ঝিনাইদহ), ১৭. আল-আমীন (৪.০৮, জামালপুর), ১৮. হাফেয শাহাদত হুসাইন (৪.০৮, বগুড়া), ১৯. আবু ত্বাহের (৩.৮৩, রাজশাহী) ও ২০. আইনুল হক (৩.৬৭, রাজশাহী)।

(২) দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল সাতক্ষীরারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরিচালিত দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল সাতক্ষীরার ছাত্ররা ২০০৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মোট ৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন জিপিএ-৫ ৩ জন 'এ' গ্রেড এবং ১ জন 'এ-' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্ররা হচ্ছে রজব আলী ও আব্দুল জাব্বার। 'এ' গ্রেড প্রাপ্তরা হচ্ছে- বজলুর রহমান (৪.৯২), মুনীরুল ইসলাম (৪.৭৫) ও আতাউর রহমান (৪.২৫)। 'এ-' পেয়েছে শাহীনুর রহমান (৩.৫৮)। উত্তীর্ণ ছাত্রদের সকলেই সাতক্ষীরা যেলার অধিবাসী।

নশিপুর মাদরাসার ছাত্রদের বৃত্তি লাভ

আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুর, বগুড়ার ৬ জন ছাত্র বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত এবতেদায়ী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বৃত্তি লাভ করেছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা হ'ল, ১. মুহাম্মাদ মনযূরুল আলম সাঈদী (গাইবান্ধা), ২. মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (বগুড়া), ৩. মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান (গাইবান্ধা), ৪. মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (বগুড়া), ৫. মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান (বগুড়া), ও ৬. মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (গাইবান্ধা)।

http://islaminonesite.wordpress.com

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ডঃ গালিবকে নিয়ে মঞ্চায়িত নাটকের অবসান করুন

দেশের মানুষ এত বোকা নয়

দেশে জঙ্গী তৎপরতার অজুহাতে গত ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে গ্রেফতার করা হয় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও তাঁর তিন সহযোগীকে। দীর্ঘ ৫ মাস হ'ল- দেশবাসী এখনো জানতে পারল না তাঁদের অপরাধটা কি? প্রথমে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখানো হয়। তথ্য-প্রমাণের অভাবে এ মামলা থেকে তাঁরা বহু আগেই অব্যাহতি পেয়েছেন। গত ৬ ও ৭ জুলাইয়ের প্রায় সকল পত্রিকায় দেখলাম, তাঁরা সিরাজগঞ্জের বোমা হামলার মামলা থেকেও অব্যাহতি পেয়েছেন। এর আগে গাইবান্ধা ও নওগাঁর দু'টি মামলা থেকেও অব্যাহতি পান। সচেতন দেশবাসীর প্রশ্ন- এসব মামলায় তাঁদেরকে যে অন্যায়ভাবে হয়রানি করা হ'ল এর জবাব কে দিবে? **'জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সব ধরনের নাশকতার বিরুদ্ধে ডঃ গালিবের আপোষহীন বক্তব্য'** শিরোনামে প্রকাশিত লিফলেট পড়ে ও উল্লিখিত তথ্যসূত্র মিলিয়ে আমরা দেখেছি যে, ডঃ গালিব ও তাঁর সংগঠনের অবস্থান আসলেই এসবের বিরুদ্ধে।

গ্রেফতারের পর থেকে সংবাদপত্রের পাতা উল্টিয়ে এ সংক্রান্ত খবর জানতে চেষ্টা করি। দেখি ইসলামী ঐক্যজোট, খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ও ইসলামী ঐক্য আন্দোলনসহ প্রায় সকল ইসলামী সংগঠন ডঃ গালিবের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে। গত ১৮ জুন মাসিক 'মদীনা'র সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের আমীর হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান, ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা আব্দুল লতীফ নিযামী সহ বিভিন্ন ইসলামী দলের নেতারা ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর জাতীয় প্রতিনিধি ও সুধী সমাবেশে যা বলেছেন তাতে বিস্মিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন উপায় নেই। বিশেষ করে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এই ষড়যন্ত্রে একটি ইসলামী দলের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা আমাদেরকে আরো ভাবিয়ে তুলেছে। ডঃ গালিব তাহ'লে কাদের ষড়যন্ত্রের শিকার?

এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর সংগঠন ঢাকাসহ সারা দেশে বহু প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেছে। প্রত্যেক জায়গাতেই হাযার হাযার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও তাদের আবেগভরা ক্ষোভ পত্র-পত্রিকার পাতায় পরিলক্ষিত হয়েছে।

তাঁকে গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাহ'ল বগুড়ায় গ্রেফতারকৃত জঙ্গী শফীকুল্লাহ তার স্বীকারোক্তিতে নাকি বলেছে- আমি ডঃ গালিবের বই পড়ে প্রভাবিত হয়েছি। আমাদের প্রশ্ন হ'ল- ডঃ গালিবের কোন্ বইয়ে তিনি কর্মীদেরকে বোমা হামলা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন? কোন বইয়ে জঙ্গী তৎপরতাকে সমর্থন করা হয়েছে সে বইটি কেন্ বাজেয়াপ্ত করা হ'ল না? সর্বাগ্রে তো ঐ বইটা বাজেয়াপ্ত করা উচিত ছিল। কই আমি তো কয়েক দফা পড়েছি, তাঁর ২৩টি বইয়ের কোথাও তো এমন কোন কথা নেই। উপরন্তু তাঁর 'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি' বইয়ে তিনি জঙ্গীবাদ-সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থাকে যৌক্তিক কায়দায় তীব্রভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন।

তাছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে যেসব মামলা করা হয়েছে তার একটি হ'ল ডাকাতির। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে ডাকাতির মামলায় আসামী করে সরকার এ দেশের মানুষকে কি উপহার দিতে চায়? নিরেট বোকা বানাতে চায়? এ দেশের মানুষ এত বোকা নয়। দাতা আইওয়াশের নামে সুযোগসন্ধানীদের কুমতলব হাছিলের উদ্দেশ্যে ডঃ গালিব ও আহলেহাদীছ জামা'আতের উপর যে নির্যাতন সরকার করল, তার নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই পরবর্তী নির্বাচনে পড়বে। আজ একথা স্পষ্ট যে, ডঃ গালিব কোন এক মহলের ষড়যন্ত্রের শিকার। সরকার ও প্রশাসনের প্রতি আমাদের আহ্বান অনতিবিলম্বে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ গালিবকে নিয়ে মঞ্চায়িত এ নাটক বন্ধ করুন! দেশের মানুষকে আর বোকা বানাতে চেষ্টা করবেন না! এর পরিণতি নিঃসন্দেহে কল্যাণকর নয়।

❑ *মুহাম্মাদ সাজ্জাদ হোসাইন*
রসায়ন বিভাগ
ও
মুহাম্মাদ ফেরদৌস আলম
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

একজন শিক্ষকের মুক্তি চাই

একজন শিক্ষক একটা জাতির শিরতাজ। একজন নিরহঙ্কারী উন্নত চরিত্রের আদর্শ শিক্ষাগুরু উন্নত ও আদর্শ জাতিগঠনের আদর্শ **'কিংমেকার'**। অথচ সেই অনন্য কিংমেকার, খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ২৫ বছরের শিক্ষক, জাতীয় ভিত্তিক একটি সংগঠনের আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে সরকার গ্রেফতার করে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ মাস যাবত হয়রানি করছে। রিমাণ্ডের পর রিমাণ্ডে নিয়ে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোর্টে হাজির করে এই সরকার গোটা শিক্ষক মহলকে যারপর নেই অপমান করেছে।

যদি কেউ কোন ব্যক্তি বিশেষকে সন্দেহযুক্ত বলে মনে করেন, তাহ'লে তার সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধান করে জেনে নিতে হবে, তিনি কতটুকু দোষী। নিরপরাধ একজন মানুষকে অহেতুক হয়রানি না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। একজন নির্দোষ মানুষকে বিনা প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত করতে গিয়ে সমগ্র জাতিকে কলঙ্কিত করা কোন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজ হ'তে পারে না। এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

একজনের দোষ অন্যজনের উপর চাপাতে গিয়ে পুরো জাতিকে দোষী করে কলঙ্কিত করার কোন অধিকারই জনগণ সরকারের হাতে অর্পণ করেনি। ক্ষমতার অপব্যবহারকারী এইরূপ ব্যক্তি বা সরকার সাধারণ জনগণের কাছে ক্ষমা পেতে পারে না। অচিরেই তারা এর ফল ভোগ করবে। মযলূম জনতা কোন প্রকার অন্যায় কর্মকেই ক্ষমা করবে না, করতে পারে না। হোক সে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল বা সরকার প্রধান। কোন গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত একটা সংসদীয় সরকারের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় আইনে জোর যুলুম ক্ষমার অযোগ্য। যে দেশে স্বাধীনতার ৩৪ বৎসর পরও বৃটিশ বেনিয়া কর্তৃক প্রণীত আইন-কানূনে দেশ পরিচালিত হয়, সে দেশের

সরকার সুশাসন আর ন্যায়বিচার করবে কি করে? আর তাঁরা সুশাসকই বা হবেন কোন যুক্তিতে? সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তিরা যেখানে ত্রুটিমুক্ত নয়, সেখানে সাধারণ মযলূম জনতা সুখ-শান্তি আর ন্যায়বিচার পাবার আশা করবে কি ভাবে?

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, ডঃ গালিবের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট। সুতরাং একজন সম্মানিত শিক্ষককে তথাকথিত সাজানো মামলায় আর কোন প্রকার হয়রানি এবং তাঁর প্রতি কল্পিত জঙ্গীবাদের অপবাদ দিয়ে দেশবাসীকে আর বিভ্রান্ত করবেন না। অনতিবিলম্বে তাঁকে সহ তাঁর সকল সহযোগীকে মুক্তি দিন।

❑ মুহাম্মাদ শরীফ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

জান্নাতবাসী আসলে কে?

এই পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের মানুষের বাস। তাদের মাঝে রয়েছে নানা মত, নানা পথ। রয়েছে মতবাদগত নানা রকম ভিন্নতা। শিরোনামের বিষয়বস্তু হ'ল আসলে জান্নাতী কে? আমরা জানি প্রত্যেক মানুষই একদিন মৃত্যুবরণ করবে। সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে'। তারপর তার কবরের জীবন, হাশর, মীযান এবং বিচারের দিন তার দুনিয়ার কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে। অর্থাৎ জান্নাত বা জাহান্নাম প্রদান করা হবে। এটিই হ'ল চূড়ান্ত সত্য। কিন্তু দুঃখজনক যে, মুসলিম উম্মাহ আজ নিজেরাই নিজেদেরকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে অভিহিত করছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা যখন বিভিন্ন বই-পুস্তক পাঠ করি তখন বইয়ের শুরুতে দেখতে পাই, বইটি বিভিন্ন নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। অধিকাংশ লেখক লিখেন, আমার জান্নাতবাসী আব্বা, আম্মা, অথবা আমার জান্নাতবাসী অমুকের নামে উৎসর্গ করলাম। আমি অবাক হয়ে ভাবি, মৃত্যুর পর কেবল তার কবরের জীবন শুরু হয়েছে। ক্বিয়ামত, হাশর, মীযান কিছুই হয়নি অথচ সে জান্নাতবাসী! একজন ছাত্র পরীক্ষা না দিয়ে বা পরীক্ষা দেবার পর তার উত্তরপত্র মূল্যায়ন হওয়ার আগে কি করে A+ পায়? এটা যেমন হাস্যকর তেমনি এর ফলে মানুষ তাকে পাগল বৈ কিছু বলবে না। প্রশ্ন ওঠে যে, যাদেরকে জান্নাতবাসী বলে অভিহিত করা হয়, তারা কি এতই পরিশুদ্ধ আমল করেছে যে, মৃত্যুর পর তার পুত্র বা শুভানুধ্যায়ীগণ তার জান্নাতবাসী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান। কে জান্নাতে যাবে তা একমাত্র আল্লাহই অবগত আছেন। উল্লেখ্য যে, দুনিয়াতে মাত্র ১০ জন ছাহাবী জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাছাড়া বিভিন্ন নামে যে উৎসর্গ করা হয় এটাও স্পষ্ট শরী'আত বিরোধী। কারণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হারাম। অতএব কে জান্নাতী হবেন আর কে জাহান্নামী হবে তা কোন মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই সকল সম্মানিত লেখক সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ ধরনের লেখা পরিহার করার আহ্বান জানাই। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন- আমীন!

❑ পলাশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত অডিও/ভিডিও সিডি সমূহ

০১।	জাতীয় প্রতিনিধি ও সুধী সমাবেশ ২০০৫(৩ সিডি)	(ভিডিও)		১২০/=
০২।	বিক্ষোভ সমাবেশ, রাজশাহী ২০০৫	"		৪০/=
০৩।	যেলা সম্মেলন, সিলেট ২০০৪	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৪০/=
০৪।	যেলা সম্মেলন, সিলেট ২০০৪	"	ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন	৪০/=
০৫।	জুম'আর খুৎবা ১৮/০২/২০০৫	(অডিও)	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৬।	ঈমান ও লং মার্চ	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৭।	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৮।	তাবলীগী ইজতেমা ২০০২	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৯।	তাবলীগী ইজতেমা ২০০১	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১০।	দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১১।	দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ১৯৯৬	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১২।	তাবলীগী ইজতেমা ১৯৯৬	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১৩।	তাবলীগী ইজতেমা ১৯৯৫	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০, ০১৭৬০৩৪৬২৫, ০১৭১৯৪৪৯১১
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০১৭২-৭৬০৫২৫

প্রশ্নোত্তর

??????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪০১)ঃ সালাফী তরীক্বা ছূফী (বাতেনী) ও ফিক্বহী (যাহেরী) তরীক্বার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, একথা কি সত্য?

-সাইফুল্লাহ
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়ান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সালাফী তরীক্বার সাথে ছূফী ও ফিক্বহী তরীক্বার কোন সম্পর্ক নেই। যেমন- ছূফী তরীক্বার দর্শন হ'ল, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হ'তে হবে যেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকে। অর্থাৎ তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে কোন পার্থক্য করে না, যা সুস্পষ্ট শিরক। সম্ভবতঃ এই দর্শনের কারণেই দরগাহ ও খানকাহগুলিতে ব্যভিচার ও সমকামিতার বিস্তার ঘটেছে বলে ব্যাপক জনশ্রুতি আছে *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী/৯৯ 'দরসে কুরআন')*।

অন্যদিকে ফিক্বহী তরীক্বার অনুসারী হচ্ছে 'আহলুর রায়' অর্থাৎ রায়-এর অনুসারী। তারা পূর্বসূরী কোন বিদ্বানের রচিত ফিক্বহী উছূল বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান নেন। শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর ভাষায় তাদেরকে 'আহলুর রায়' বলা হয়। আহলুর রায়গণ উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধান রাসূলের হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের আছারের মধ্যে তালাশ না করে পূর্ব যুগে কোন মুজতাহিদ ফক্বীহ্র গৃহীত কোন ফিক্বহী সিদ্ধান্ত বা ফিক্বহী মূলনীতির সঙ্গে সাদৃশ্য বিধানের চেষ্টা করে থাকে এবং তার উপরে ক্বিয়াস বা উপমান পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের করে থাকে। এভাবে প্রায় সকল বিষয়ে তারা নিজেদের অনুসরণীয় ইমাম বা ফক্বীহ-এর পরিকল্পিত 'উছূলে ফিক্বহ' বা ব্যবহারিক আইন সূত্র সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে সকল ক্ষেত্রে তারা ছহীহ হাদীছের উর্ধ্বে ব্যক্তির রায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে 'সালাফী' বলা হয়, যাঁরা শারঈ আহকামের ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কুরআন-সুন্নাহ্র পরিপন্থী হুকুম সমূহকে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন *(মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। তারা মধ্যপ্রাচ্যে 'সালাফী' ও উপমহাদেশে 'আহলেহাদীছ' বা 'মুহাম্মাদী' নামে পরিচিত। যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন কেবলমাত্র তাঁরাই এ নামে অভিহিত হন *(বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ৬)*।

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, সালাফী তরীক্বার সাথে ছূফী (বাতেনী) ও ফিক্বহী (যাহেরী) তরীক্বার কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (২/৪০২)ঃ কোন হিন্দু মেয়ে যদি মুসলিম যুবককে পাবার আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহ'লে সে কি মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে? তাদের বিবাহ সঠিক হবে কি? উক্ত বিবাহে মেয়ের অভিভাবক কে হবেন?

-বকুল
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

উত্তরঃ প্রকৃত মুসলমান হওয়া বা না হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিয়তের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যার সে নিয়ত করে। সুতরাং যে হিজরত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তেই হয়। আর যে হিজরত করে দুনিয়া লাভ অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার নিয়তে তার হিজরত সেদিকেই হয়, যে নিয়তে সে হিজরত করেছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*। তবে এক্ষেত্রে বিবাহ হয়ে যাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে অমুসলিম হিসাবে গণ্য করা যাবে না। তাছাড়া তার নিয়তের খবর সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাওফীক্ব দিলে আমলের মাধ্যমে সে পরবর্তীতে প্রকৃত মুসলমান হিসাবে গণ্য হ'তে পারে।

অপরদিকে তার অভিভাবক অমুসলিম হওয়ার কারণে ওলী হ'তে না পারায় মুসলিম দেশের শাসক বা তার প্রতিনিধি উক্ত মেয়ের ওলীর দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন আবূ সুফিয়ান অমুসলিম থাকাবস্থায় তার মেয়ে উম্মে হাবীবার বিয়েতে বাদশা নাজাশী ওলীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন *(ইরওয়াউল গালীল, ৬/২৫৩, হা/১৮৫০ 'অলী' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার ওলী নেই তার ওলী হবে দেশের শাসক' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩১ 'বিবাহের অভিভাবক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪০৩)ঃ বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর আসমানে নেমে আসেন। প্রশ্ন হ'ল, যখন ভারতের রাত্রির শেষ অংশ তখন সঊদীতে, আমেরিকাতে বা অন্য কোথাও রাতের দ্বিতীয় অংশ বা প্রথমাংশ। তাহ'লে কোন দেশের সময় অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা শেষ আসমানে নেমে আসেন?

-মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম
ও
মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
ললডুহুরী, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ উক্ত বিষয়টি 'মুতাশাবাহ' (متشابه)-এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ জটিল বিষয়। এ বিষয়ে সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য হ'ল, আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে তার উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। তাই রাতের পার্থক্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা শেষ রাতে কিভাবে প্রথম আসমানে অবতরণ করবেন তা তাঁর সাথেই সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়ে তিনিই ভাল জানেন। এটা মানুষের বিবেকের বাইরে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/২১৮ পৃঃ, হা/১২৩০-এর ব্যাখ্যা)*। আল্লাহ তা'আলা 'মুতাশাবাহ' বা অস্পষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বলেন, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ 'এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা' *(আলে ইমরান ৭)*। অতএব এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (৪/৪০৪)ঃ মসজিদের পিছনে প্রায় দুইশ' বছর পূর্বের ১টি কবর ছিল। মুছল্লীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে কবরটি এখন মসজিদের মাঝে কাতারের সামনে পড়ে গেছে। তবে ঘেরা আছে। এমতাবস্থায় কবরটি স্থানান্তরিত করা যাবে কি? কবর অন্যত্র সরিয়ে নিলে মসজিদটি কি কবরশূন্য হবে?

-মুছল্লীবৃন্দ
মণ্ডলপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় কবর স্থানান্তর করা যাবে এবং স্থানান্তরের পর মসজিদটি কবরশূন্য হিসাবেই গণ্য হবে। কবর যত পুরোনোই হোক না কেন স্থানান্তর না করে এভাবে কাতারের সামনে কবর রেখে ছালাত সিদ্ধ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের উপরে ও কবরের দিকে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)*। সুতরাং কবর খুঁড়ে প্রাপ্ত হাড়-হাড্ডিগুলি আদবের সাথে অন্যত্র দাফন করতে হবে *(ছহীহ বুখারী ১/১৮০ 'জানাযা' অধ্যায়)*। তবেই সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (৫/৪০৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেছেন, এমন পাঁচটি রাত আছে, যে রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? কোন্ পাঁচটি রাত?

-খলীলুর রহমান
জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। একটি জাল হাদীছের উপর ভিত্তি করে বক্তা উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। রজব মাসের ১ম রাত, মধ্য শা'বানে, জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর রাতের দো'আ *(ইবনু আসাকির, আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪০৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি জীবনে ঔষধ সেবন করেননি। তার ধারণা ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা ঠিক নয়। এ ধারণা কি ঠিক?

-আবুল হোসাইন
মহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা যাবে না, এ ধারণা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ এবং রোগের ঔষধ উভয়টিই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা কর' *(হাকেম প্রভৃতি, হাদীছ হাসান, ছহীহুল জামে' হা/১৭৫৪)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কোন অসুখ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি। যে জেনেছে সে জেনেছে, যে জানেনি সে জানেনি' *(হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫১)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪০৭)ঃ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোতে যেমন দেখতেন অন্ধকারেও ঠিক তেমনই দেখতেন'। হাদীছটি কি ছহীহ, না যঈফ? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-ইমরান
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ। এ সম্পর্কে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এতে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ নামে এক ব্যক্তি রয়েছে, যার ব্যাপারে মুহাদ্দিছ ওকায়লী বলেন, সে ভিত্তিহীন হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। ইবনু ইউনুস বলেন, তার হাদীছ মুনকার তথা দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, হাদীছটি জাল। এছাড়া এর সনদে মু'আল্লা ইবনু হেলাল নামে অপর এক ব্যক্তি আছে, যে সকল মুহাদ্দিছের ঐক্যমতে মিথ্যুক *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪১, ১/৫১৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪০৮)ঃ মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে কি ধরনের পাপ হবে?

-শামীম আরা শিউলী
ও
বিউটি
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ *(বাক্বারাহ ২২২)*। উক্ত অবস্থায় সহবাস করলে কঠিন পাপ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতীর সাথে মিলিত হয়, নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করে' *(তিরমিযী, ছহীহুল জামে' হা/৫৯১৮; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৫১)*। উক্ত গর্হিত কর্মের কারণে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। মাসিকের প্রথম দিকে সহবাস করলে এক দীনার আর শেষ দিকে করলে অর্ধ দীনার কাফফারা দিতে হবে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৫৩ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সহবাস ব্যতীত তোমরা তাদের সাথে সবকিছুই কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫ 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯)ঃ জিবরীল (আঃ) নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এমন একটি বিশেষ খানা খাইয়েছিলেন, যার ফলে তাকে ৪০ জন পুরুষের চেয়েও বেশী শক্তি প্রদান

করা হয়েছিল। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুশফিকুর রহমান
কমরপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একদা আমার কাছে জিবরীল (আঃ) একটি ডেগচি নিয়ে আসলেন। আমি সেই ডেগচি থেকে খেলাম। ফলে স্ত্রী সহবাসে আমাকে চল্লিশ জন পুরুষের শক্তি দেওয়া হ'ল'। ইবনু সা'দ আবু নু'আইম সহ অন্যান্যরাও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি বাতিল *(সিলসিলা যঈফাহ, হা/১৬৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০)ঃ মুমূর্ষু অবস্থায় তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মুমূর্ষু অবস্থায় তওবা কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা অবিরত পাপাচারে লিপ্ত থাকে। অবশেষে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, আমি এখন তওবা করলাম...' *(নিসা ১৮)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুশ্বাস আগমন করে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*। উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুশ্বাস আসার পূর্ব পর্যন্ত তওবা কবুল হয়, মৃত্যুর সময় নয়।

প্রশ্নঃ (১১/৪১১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেরা গুহায় একই সাথে ১২ বছর ধ্যান করেছেন মর্মে বক্তব্য কি সঠিক? তিনি কখন অহি প্রাপ্ত হয়েছিলেন? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আফসার আলী
বেনীচক, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' আসার প্রাক্কালে মাত্র এক মাস হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন *(ফাৎহুল বারী, ১/৩০ পৃঃ 'অহির প্রারম্ভ' অধ্যায়; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৪-৬৬)*। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাঁর নিকটে সর্বপ্রথম 'অহি' আসে ২১শে রামাযান রোজ সোমবার মোতাবেক ১০ই আগষ্ট ৫১০ খৃষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর ছয় মাস ১২ দিন *(সীরাহ নববিইয়াহ, পৃঃ ১৪৫; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৫-৬৬)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪১২)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কিংবা মৃত স্বামীকে তার স্ত্রী এবং স্ত্রীকে স্বামী চুম্বন করতে পারে কি?

-আশরাফ
জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে অথবা স্বামী মৃত স্ত্রীকে বা স্ত্রী মৃত স্বামীকে চুম্বন করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছিলেন' *(বুখারী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬২৪ 'জানাযা' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩৬)*। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওছমান বিন মায'উনকে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(দ্রঃ তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬২৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪১৩)ঃ একটি বইয়ে দেখলাম, ৪৮ কিঃমিঃ যাওয়ার পর ছালাত ক্বছর করতে হয়। অন্য আরেকটি বইয়ে লিখা আছে, বাড়ী থেকে কোন জায়গার উদ্দেশ্যে বের হ'লেই ক্বছর করতে হয়। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ছফিউর রহমান
তালুক বাণী নগর
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ক্বছর ছালাত আদায় করার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে এক থেকে ৪৮ মাইলের ব্যাপারে মোট বিশ প্রকার বক্তব্য রয়েছে *(নায়লুল আওত্বার ৪/১২২ পৃঃ)*। পবিত্র কুরআনে দূরত্বের কথা উল্লেখ নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও এর কোন সীমা বর্ণিত হয়নি *(যাদুল মা'আদ ১/৪৬৩ পৃঃ)*। তাই সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছু দূর গেলেই 'ক্বছর' করা যায়। *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৪ 'সফরের দূরত্ব')*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪১৪)ঃ বাড়ীর ভিতরে প্রাচীরের মধ্যে প্রায় চার পুরুষ পূর্বের একটি কবর আছে বলে জানা যায়। তবে কবরের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ঐ জায়গায় বসবাস ব্যতীত প্রয়োজনীয় মালামাল রাখার জন্য কোন গোডাউন তৈরী করা যাবে কি?

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যদি লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও তা মাটি হয়ে যায় তবে সাধারণ মাটির ন্যায় সেখানে সবকিছু করা যাবে। তবে মাটি খুঁড়তে গিয়ে হাড়হাড্ডি পাওয়া গেলে আদবের সাথে অন্যত্র তা দাফন করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৭২; 'আত-তাহরীক' ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা প্রশ্ন নং ১৩/৩১৮)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫)ঃ জনৈক মহিলা মারা গেলে ইমাম মৃতের উত্তরসূরিদের ডেকে বলেন, এই মৃত ব্যক্তিকে 'তালক্বীন' করাতে হবে। তোমরা আমার সাথে সাথে বল- 'ইয়া বিনতা হাওয়া কুল রব্বীয়াল্লাহ, দ্বীনিয়াল ইসলাম...'। এরূপ তালক্বীন করানো কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ এরশাদ
চক গোবিন্দ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ এধরনের তালক্বীন শরী'আত সম্মত নয়। এ সম্পর্কে তাবারাণীতে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(বুলূগুল মারাম, তাহক্বীক্ব ছফিউর রহমান মুবারকপুরী হা/৫৭০, ৫৭১, পৃঃ ১৫৩ 'জানাযা' অধ্যায়; সুবুলুস সালাম, ২/৭৭২-৭৩)*। তবে

দাফন-কাফনের পর মাইয়েতের জন্য দো'আ করা যায় *(আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৩ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*। মূলতঃ তালক্বীন হচ্ছে, কথা বুঝানো বা দ্রুত মুখস্থ করে নেওয়া। মৃত্যুর আলামত দেখা গেলে রোগীর শিয়রে বসে তাকে কালেমায়ে ত্বাইয়িবা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' পড়ানোর চেষ্টা করাকে তালক্বীন বলা হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪১৬)ঃ বিচারের মাধ্যমে জরিমানাকৃত টাকা মসজিদ, মাদরাসা ও ইয়াতীম খানায় প্রদান করা যায় কি?

-নো'মান
মাক্তাপুর, নাচোল।

উত্তরঃ কোন জরিমানার টাকা মসজিদে প্রদান করা যাবে না। তাছাড়া যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখ আছে, সে বিষয়ে শারঈ ফায়ছালাকে উপেক্ষা করে জরিমানা আদায় করাটাই অবৈধ। যেমন- যেনা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। তবে যে সমস্ত বিষয়ে শারঈ ফায়ছালা নেই, সে বিষয়ে যদি সতর্কতামূলক সামাজিক শাসনের মাধ্যমে জরিমানা নির্ধারণ করা হয়, তবে সেই জরিমানার টাকা মসজিদ ব্যতীত মাদরাসা, ইয়াতীমখানা ইত্যাদি স্থানে প্রদান করা যাবে *(ফাতাওয়া আব্দুল হাই, পৃঃ ৩৫৯)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪১৭)ঃ আমরা পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন। আব্বা মৃত্যুর পূর্বে আমাদের দুই ভাইকে তার সম্পদের কিছু অংশ দিয়ে গেছেন। এক্ষণে আমার মা যদি ঐ দুই ভাইকে তার সম্পত্তি না দেন তাহ'লে কি পাপ হবে?

-বদরুল ইসলাম
হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ পিতার জীবদ্দশায় তার সম্পত্তি কোন সন্তানকে লিখে দেওয়া তো দূরের কথা শারঈ বিধান অনুযায়ী বন্টন করাও শরী'আত সম্মত নয়। কারণ মীরাছের বন্টন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যা ব্যক্তির মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে, বেঁচে থাকাকালীন নয় *(নিসা ৭)*। এক্ষণে যদি পিতা কোন ছেলের নামে বন্টন নামা লিখে দিয়ে থাকেন, তবে তিনি ভুল করেছেন। অনুরূপভাবে মায়ের সম্পত্তি ছেলেদের বাদ দিয়ে বন্টন করে নেয়াও ভুল হবে। অতএব পিতা-মাতার সমস্ত সম্পত্তিকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বন্টন করে পিতার পরকালীন পথকে সুগম করাটাই কর্তব্য।

উল্লেখ্য, ছহীহ বুখারীতে জনৈক ছাহাবী কর্তৃক তার ছেলেকে ক্রীতদাস দান করার যে বর্ণনা এসেছে, তা হেবা বা সাধারণ দান ছিল, মীরাছ বন্টন নয় *(বুখারী, পৃঃ ৩৫২)*। তাই পিতা-মাতা জীবিত থাকাবস্থায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কিছু দান করতে চাইলে সকলকে সমানভাবে দান করতে হবে। কোন কমবেশী করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (১৮/৪১৮)ঃ সূরা ত্বারিক্বের ১৫, ১৬ এবং ১৭ নং আয়াত পাঠ করলে নাকি কুকুর বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়? এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুর রাযযাক
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত কথার স্বপক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতগুলি বদরের যুদ্ধে কাফেরদের হত্যা ও বন্দী করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ৫/৪২১ পৃঃ)*। তবে আয়াতগুলি উক্ত বিষয়ে অবতীর্ণ না হ'লেও সেগুলি পাঠ করার ফলে যদি হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহ'লে পাঠ করা জায়েয। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করা হ'তে নিষেধ করেন। আমর ইবনু আযমের বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কাছে এমন একটি মন্ত্র আছে, যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়-ফুঁক করে থাকি। অথচ আপনি তা নিষেধ করেছেন। তখন তারা মন্ত্রটি নবী করীম (ছাঃ)-কে পড়ে শোনালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তো এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। অতএব তোমাদের যে কেউ তার কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারলে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫২৯)*। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঝাড়-ফুঁক অবশ্যই শিরক বিমুক্ত হ'তে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/৪১৯)ঃ হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার জন্য 'তুলা রাশি' ব্যক্তি দ্বারা বাটি চালান দেওয়া জায়েয কি?

-শেখ যায়েদুর রহমান
ছোটনা, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়। কোন কিছু হারিয়ে যাওয়া বিপদ সমূহের একটি বিপদ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা হারাও তার জন্য যেন দুঃখিত না হও এবং তিনি যা দান করেছেন সেজন্য খুব উল্লাসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(হাদীদ ২৩)*। তবে কোন কিছু হারিয়ে গেলে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলে দো'আ করলে আল্লাহ তার একটি ব্যবস্থা করে দিবেন।

প্রশ্নঃ (২০/৪২০)ঃ জনৈক ব্যক্তি ভাড়া চুক্তি না করে রিক্সায় উঠে। নামার সময় চালক বেশী ভাড়া চাওয়ায় কয়েকটি থাপ্পড় মারে। পরে সে খুব অনুতপ্ত হয়। কিন্তু চালককে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন তার করণীয় কি?

-আব্দুল ওয়ারেছ
রাণীবাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ একজন রিক্সা চালককে এভাবে মারা নেহায়েত অন্যায় হয়েছে। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এরূপ অন্যায়ের ক্ষমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথেই সম্পৃক্ত। ব্যক্তি ক্ষমা করলে তবে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। নইলে এর পরিণাম ক্বিয়ামতের মাঠে ভোগ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত*

হা/৫১২৭)। তবে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাওয়ার আশায় খুঁজতে থাকলে, না পেলেও আল্লাহ চাহে তো ক্ষমা হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (২১/৪২১)ঃ মাথা মাসাহ করার পর ঘাড় মাসাহ করতে হবে কি? এ বিষয়ে দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মনীরুল ইসলাম
নলডহরী, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। আবূদাঊদে এ সম্পর্কে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(যঈফ আবূদাঊদ হা/১৫)*, যে হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম নববী বলেন, এটি মওযূ বা জাল। সুতরাং এটা সুন্নাত নয় বরং বিদ'আত *(নায়লুল আওত্বার, ১/১৬৩)*। হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমামের ভাষ্যমতে কেউ কেউ বলেন, এটা বিদ'আত *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/৫৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ঘাড় মাসাহ-এর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(যাদুল মা'আদ ১/১৮৭)*। অতএব যারা ওযূর সময় ঘাড় মাসাহ করেন তাদের দলীল জাল হাদীছ বৈ কিছুই নয় *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলা আহাদীছ আয-যাঈফাহ হা/৬৯)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪২২)ঃ স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত, স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে স্ত্রী জান্নাতী, একথা কতটুকু সত্য।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ 'স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর জান্নাত' এ কথাটি হাদীছে নেই। তবে স্বামী যে স্ত্রীর জান্নাত ও জাহান্নামের কারণ তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আলবানী, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৮৫)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪২৩)ঃ সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াতে কি মামাতো বোনকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে? আয়াতটির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তরীকুল ইসলাম
বাঁকাল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে মামাতো বোনকে বিবাহ করা হারাম করা হয়নি, বরং হালাল করা হয়েছে। **আয়াতের অনুবাদঃ** 'হে নবী! আমরা আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছি আপনার সেই স্ত্রীদেরকে যাদের মোহরানা আপনি আদায় করেছেন। ঐ সমস্ত মহিলাদেরকেও হালাল করেছি, যারা আল্লাহ্‌র দেওয়া দাসীদের মধ্য হ'তে আপনার মালিকানাভুক্ত হবে। আপনার সেই চাচাতো, ফুফাতো ও মামাতো বোনদেরকেও হালাল করেছি, যারা আপনার সাথে হিজরত করে এসেছে। সেই মুমিন নারীকেও, যে নিজেকে নবীর জন্য হেবা করেছে, যদি নবী তাকে বিবাহ করতে চায়। তবে এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, অন্য কোন মুমিনের জন্য নয়। আমি জানি সাধারণ মুমিন লোকদের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে কি বিধিনিষেধ আরোপ করেছি। আপনাকে এই বিধিনিষেধ হ'তে এজন্যই উর্ধ্বে রেখেছি, যেন আপনার পক্ষে কোন সংকীর্ণতার অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(আহযাব ৫০)*। উল্লেখ্য যে, আয়াতে উল্লিখিত 'তবে এটা বিশেষ করে আপনার জন্য' এ অংশটি হেবাকারী নারী জন্য নির্দিষ্ট। এর দ্বারা অন্যান্যদেরকে তথা চাচাতো, ফুফাতো ও মামাতো বোনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। তাছাড়া সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতের মাধ্যমে যাদের সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে তাদের মধ্যে মামাতো, খালাতো, চাচাতো বোন অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (২৪/৪২৪)ঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) জুতা পায়ে দিয়ে আরশে আরোহণ করেছিলেন, তাঁকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতেন না, তাঁর দোহাই দিয়েই আদম (আঃ) ক্ষমা পেয়েছিলেন ইত্যাদি কথা যারা প্রচার করে, তারা মুসলমান থেকে খারিজ, মুশরিক, মুরতাদ, ফাসেক, ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। জনৈক আলেমের উক্ত মন্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুযযাম্মেল
সিপাইপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন আলেমের পক্ষে এ ধরনের মন্তব্য করা ঠিক নয়। যারা এ সমস্ত জাল-যঈফ ও ভিত্তিহীন কথা প্রচার করে তারা মুসলমান থেকে খারিজ নয়, কিংবা মুশরিক, মুরতাদও নয়। তবে এ সমস্ত কথা প্রচার করার অর্থ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সরাসরি মিথ্যারোপ করা। তাই এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিণাম ভয়াবহ হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন 'যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল তার পরিণাম জাহান্নাম' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪২৫)ঃ মসজিদে একবার জামা'আত হওয়ার পর পুনরায় জামা'আত হ'লে জামা'আতের নেকী ২৭ গুণ বেশী পাওয়া যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম
নীলফামারী।

উত্তরঃ কারণবশত একাধিকবার জামা'আত হ'লে সবাই জামা'আতের নেকী পাবে। হাদীছে জামা'আতে নেকী পাওয়ার ব্যাপারে কোন শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একা ছালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করার ফযীলত ২৭ গুণ বেশী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫২)*। তিনি আরো বলেন, 'দু'জনে জামা'আতে ছালাত আদায় করা উত্তম একা ছালাত আদায় করার চেয়ে। বহুসংখ্যক লোকের জামা'আতে ছালাত আদায় করা উত্তম দু'জনে ছালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর এটা আল্লাহ্‌র নিকট অতীব প্রিয়' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১০৬৬)*।

Contents

প্রশ্নঃ (২৬/৪২৬)ঃ মুয়াযযিন যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলেন তখন আমরা কি 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলব?

-খায়রুল হক
গ্রাম- সাদিয়ালের কুটি, চান্দেরকুটি
দিনহাটা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ আযানের বাক্যে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম আসলে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে না। বরং আযানের জবাবে মুয়াযযিন যা বলেন শ্রোতাকেও হুবহু তাই বলতে হবে। তবে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ'-এর স্থানে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪২৭)ঃ যারা 'আহলেহাদীছ' দাবী করে তাদের কমপক্ষে ৪০টি হাদীছ মুখস্থ থাকতে হবে। অন্যথ্যা শুধু 'আহলেহাদীছ' দাবী করলে জাহান্নামী হবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-মাহবুবুর রহমান
চাঁদপাড়া সিনিয়র মাদরাসা
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ 'আহলেহাদীছ' হওয়ার জন্য ৪০টি হাদীছ মুখস্থ থাকতে হবে একথা সঠিক নয়। তবে কেবল মুখে আহলেহাদীছ দাবী করলেই আহলেহাদীছ হওয়া যায় না। বরং যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেন তাদেরকেই কেবল 'আহলেহাদীছ' বলা হয় *(আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৬৫)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪২৮)ঃ দাজ্জাল কি আমাদের মত কথা বলবে? তার আকার-আকৃতি কি আমাদের মত হবে? দাজ্জালের পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ দাজ্জাল মানুষের মত কথা বলবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৭৯)*। দাজ্জালের আকৃতি মানুষের মতই হবে। তবে তা হবে বিশাল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২)*। দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা হবে এবং ফোলা আঙ্গুলের মত হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭০)*। দাজ্জালের দুই চোখের মাঝে লিখা থাকবে ك، ف، ر *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৭১)*। দাজ্জালের বাম চোখ হবে কানা, মাথার চুল অত্যন্ত বেশী হবে। তবে তার সঙ্গে তার জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জান্নাত হবে জাহান্নাম এবং জাহান্নাম হবে জান্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৪)*। তার আকার হবে আবুল উযযা ইবনু কাতান নামক জনৈক ইহুদীর মত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪২৯)ঃ জীবনের যে কোন সময়ে দাঁত উঠে গেলে কিংবা পড়ে গেলে পুনরায় দাঁত লাগানো যায় কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম
শেখপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ দাঁত উঠে গেলে কিংবা পড়ে গেলে পুনরায় দাঁত লাগানো যায় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২১০, মাসআলা নং ১২৫)*। নবী করীম (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে স্বর্ণ দ্বারা নাক মেরামত বা লাগানোর জন্য বলেছিলেন *(আবুদাউদ, পৃঃ ৫৮১ 'আংটি পরা' অধ্যায়, 'স্বর্ণ দ্বারা দাঁত জোড়া লাগানো' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম আবুদাউদ অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন 'স্বর্ণ দ্বারা দাঁত লাগানো' আর হাদীছ পেশ করেছেন 'স্বর্ণ দ্বারা নাক মেরামত সম্পর্কে'। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে যেমন নাক লাগানো যায় তেমন দাঁতও লাগানো যায়।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৩০)ঃ অনেকে বিভিন্ন জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গকে আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে দেয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-আফযাল হোসাইন
পাঁজর ভাঙ্গা, বান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ মৃত হৌক বা জীবিত হৌক আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়ানো যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি প্রদান করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ৪৭৭ 'আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান' অধ্যায়)*। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে পিপিলিকা পুড়িয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বলেন, 'আগুনের প্রতিপালক ব্যতীত কারো জন্য আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান করা জায়েয নয়' *(রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ৪৭৭)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৩১)ঃ রাসূল (ছাঃ) কত বছর বয়সে মানুষের বাড়ীতে ছাগল চরাতেন। তিনি ছিলেন মক্কার ধনাঢ্য বংশের সন্তান, তবে কেন ছাগল চরাতেন?

-আশরাফ
ধকুবা, বরপেটা ৭৮১৩০৯০, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাল্য জীবনে ধাত্রী গৃহে থাকাকালে অন্যান্য বালকদের সাথে ছাগল চরাতেন। মক্কাতেও তিনি কিছু অর্থের বিনিময়ে ছাগল চরিয়েছেন। তবে কত বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছাগল চরিয়েছেন তা জানা যায় না *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬০)*। তিনি ধনাঢ্য বংশের সন্তান হ'লেও তখন ধনী ছিলেন না। তাছাড়া ছাগল চরানো নবীগণের সুন্নাত *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৩)*। এতে উম্মত পরিচালনার প্রশিক্ষণ হয় এবং ধৈর্য ও দয়া বৃদ্ধি পায় *(বুখারী ফাৎহুল বারী সহ হা/২২৬২, ৪/৫৫৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৩২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি পেয়েছিলেন। কথা কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহিল কাফী
চরকোল, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি আমার পরওয়ারদিগারের কাছে আমার মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

তবে কবর যিয়ারতের অনুমতি দিলেন' *(ছহীহ মুসলিম হা/৯৭৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৩৩)ঃ **মসজিদ ও মক্তবের অর্থ দ্বারা জমি বন্ধক রেখে তা থেকে অর্জিত মুনাফা দ্বারা ইমাম-মুয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে কি?**

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জমি বন্ধক নেওয়া ও দেওয়া উভয়টিই শরী'আতে অবৈধ। তা মসজিদ-মক্তবের ফান্ড দ্বারা হোক বা ব্যক্তি মালিকানা হিসাবে হোক। তবে বন্ধককৃত কোন বস্তু যদি এমন ধরনের হয় যাকে অটুট রাখতে হ'লে তার পিছনে শ্রম ও অর্থ ব্যয় আবশ্যক, তাহ'লে শুধু শ্রমের মজুরি ও অর্থ ব্যয় পরিমাণে বন্ধককৃত বস্তু হ'তে উপকৃত হওয়া যায়, এর বেশী নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ব্যয় অনুপাতে বন্ধককৃত জন্তুর উপর আরোহন করতে পারবে এবং বন্ধককৃত দুধ দানকারী পশুর দুধ পান করতে পারবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৮৬)*। হাম্মাদ ইবনু সালামা তার 'জামে' গ্রন্থে ইবরাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণনা করেন, যখন কোন ছাগল বন্ধক রাখা হবে বন্ধক গ্রহণকারী ছাগল চরানোর খরচ পরিমাণ দুধ গ্রহণ করতে পারবে। তবে যদি সে চরানোর খরচের অধিক পরিমাণে ছাগলের দুধ গ্রহণ করতে চায় তবে তা সূদ হবে *(বুখারী, ১/১৩১; ফাৎহুল বারী ৫/১৪৩-৪৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৯৯)*।

মূলতঃ বন্ধক হ'ল, ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা স্বরূপ কোন বস্তু বন্ধক রাখা এবং ঋণ ফেরত পেলেই বন্ধক হুবহু ফেরত দেয়া *(দ্রঃ আত-তাহরীক, জানুয়ারী '৯৮ প্রশ্নোত্তর ২/৩৫)*।

তবে জমি খায়-খালাসী বা ঠিকা দেওয়া পদ্ধতি শরী'আত সম্মত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪)*। সুতরাং উক্ত খায়-খালাসী পদ্ধতিতে অর্জিত মসজিদ-মক্তবের অর্থ দ্বারা ইমাম-মুয়াযযিনের বেতন দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৩৪)ঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুরব্বীদের মাঝে সন্দেহ দেখা যায়। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু সাঈদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

উত্তরঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে নিঃসন্দেহে ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ ইমামতি করার জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। আমর ইবনু সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছয় বা সাত বছর বয়সে কুরআন অধিক জানার কারণে তার গোত্রের ইমামতি করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১২৬ 'ইমামত' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবালেগ ও অবিবাহিত ব্যক্তি ছালাতের নিয়মকানূন ও ভাল ক্বিরাআত জানলে ইমামতি করতে পারে এবং এ ধরনের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৩৫)ঃ আমরা জানি, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ জায়েয নেই। কিন্তু জনৈক ইমাম ও ক্বাযী ছাহেব জানা সত্ত্বেও ইদ্দত পূর্ণ হয়নি এমন মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন হ'ল, ঐ মেয়ের বিবাহ জায়েয হয়েছে কি?

-মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ায় উক্ত বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়নি। আল্লাহ বলেন, 'যতদিন ইদ্দত পূর্ণ না হবে ততদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না' *(বাক্বারাহ ২৩৫)*। অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ হবে না। যদি কেউ ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করে এমনকি সহবাসও হয়ে যায়- তবুও তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে এবং ইদ্দত পার হওয়ার পর পুনরায় নতুন বিবাহের মাধ্যমে তারা একত্রিত হবে *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/২৭২)*। যারা ইদ্দতের মধ্যে জেনে-শুনে বিবাহ করিয়েছেন এবং যে করেছে উভয়কে এই মারাত্মক অপরাধের জন্য মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে *(ফাতাওয়ায়ে নাযীরিয়াহ, পৃঃ ২/৩৯৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৩৬)ঃ মুছল্লী তার সামনে 'সুতরা' না দিলে কতদূর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া যাবে? মসজিদে কাতার সোজা করার জন্য যে দাগ দেওয়া থাকে তাকে কি সুতরা হিসাবে গণ্য করা যাবে?

-সুমন
মতিয়াবিল হাই স্কুল, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুছল্লীর সামনে 'সুতরা' রেখে ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া মুহিম্মাহ, পৃঃ ৩৬)*। কোন ব্যক্তি যদি সুতরা স্থাপন না করে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হবে না। তবে ছালাতে একাগ্রতা নষ্ট হবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৪৯৬ পৃঃ, 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*। আর যে ব্যক্তি মুছল্লীর সামনে দিয়ে যাবে সে গোনাহগার হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৮২)*। আহমাদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে, মুছল্লীর সামনে সুতরা না থাকলে তার সামনের ৩ গজের বাইরে দিয়ে যেতে পারবে। একই অর্থে ইমাম বুখারীও হাদীছ বর্ণনা করেছেন *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৭ পৃঃ)*।

কাতার সোজা করার জন্য যে দাগ দেওয়া হয়, তা সুতরা হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তার শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে মুহাদ্দিছগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে *(তাহক্বীক্ব সুবুলুস সালাম ১/৩৩৪ পৃঃ; যঈফ আবুদাঊদ হা/৬৮৯, পৃঃ ৫৬; মিশকাত হা/৭৮১)*। তবে ইমাম আহমাদ ও শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, যদি সুতরার জন্য কিছু না পাওয়া যায় তাহ'লে কাতারের দাগকে সুতরা হিসাবে গণ্য করা যায় *(সুবুলুস সালাম, ১/৩৩৪; ফাতাওয়া মুহিম্মা, পৃঃ ৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৩৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়। এভাবে এক বছরে পরপর তিনবার তালাক দেয়। শেষবার মেয়ে পক্ষ কোর্টে মামলা করে এবং কোর্টের

শর্তানুযায়ী কারাবরণের আকাংকায় ছেলে পুনরায় স্ত্রী গ্রহণ করে। এরূপ বৈবাহিক অবস্থা বৈধ কি।

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
মহিষবাথান উত্তর পাড়া
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইদ্দতের ব্যবধানে তিনবার তালাক দিলে উক্ত মহিলা তিন তালাক প্রাপ্তা হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এজন্য মহিলা তার স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। কারণ হ'ল দুই ইদ্দতে তালাক দেওয়ার পরে ফিরে না নিলে তৃতীয় তালাকের পর উক্ত মহিলা তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক দেয় তবে সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না' *(বাক্বারাহ ২৩০)*। সুতরাং তাদের বর্তমান বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ। যদিও কোর্ট কর্তৃক নির্দেশ আরোপ করা হয়। কারণ কোর্টে যে শর্তারোপ করা হয়েছে তা শরী'আত পরিপন্থী। শরী'আতের উপর এরূপ অবৈধ হস্তক্ষেপ করার অধিকার কেউ রাখে না।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৩৮)ঃ আমরা যে টুপি পরি এই টুপি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরতেন? টুপি-পাগড়ী উভয়টিই কি এক সাথে পরতে হবে? টুপি ছাড়া ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-মা'রূফ আহমাদ চৌধুরী
ল-৫৩-১, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তরঃ আমরা যে টুপি পরিধান করি তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরতেন কি-না এ বিষয়ে ছহীহ সূত্রে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিছু বর্ণনা পাওয়া গেলেও সেগুলি ক্রটিপূর্ণ। তিনি পাগড়ী পরতেন মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুসলিম, ইবনু মাজাহ, বুখারী, ১/৩৩ পৃঃ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৮)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে টুপি ও পাগড়ী উভয় পরার প্রচলন ছিল। এ ব্যাপারে একাধিক ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় *(বুখারী, হা/৩৮৫ ও ৫৮০৬; মিশকাত হা/২৬৭৮)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, টুপি ও পাগড়ী এক সাথে অথবা শুধু টুপি বা শুধু পাগড়ীও পরিধান করা যায় *(বিস্তারিত দ্রঃ যাদুল মা'আদ, ১/১৩০ 'পোষাক' অনুচ্ছেদ)*।

ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য টুপি ও পাগড়ী পরিধান করা শর্ত নয়। এটি অভ্যাসগত সুন্নাত, যা সুনানুয যাওয়ায়েদ-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি ব্যবহার করা ভাল এবং ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় নয় *(আল-জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ১২২)*। তবে ইবাদতের সময় ইসলামী আদব বজায় রাখা কর্তব্য। আর ছালাত হ'ল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাতের সময় সৌন্দর্যমণ্ডিত পোশাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৩১)*। অতএব পুরুষের সৌন্দর্যের জন্য ছালাতের সময় টুপি ও পাগড়ী পরিধান করা ভাল।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৩৯)ঃ বন্যার সময় উপায়ান্তর না পেয়ে পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে কি?

-কামরুল হাসান
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বদ্ধ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন কখনো বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪)*। তবে চলমান পানি এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। চলমান পানিতে প্রয়োজনবোধে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৪০)ঃ মানব মন কত প্রকার? খারাপ মন থেকে বাঁচতে হ'লে কি করতে হবে?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মানব মন মূলতঃ একটি। তবে গুণগত দিক দিয়ে এর তিনটি নাম রয়েছে' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ, পৃঃ ৪৬১)*। যেমন- (১) নফসে মুত্বমাইন্নাহ বা প্রশান্ত আত্মা। আল্লাহ বলেন, يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً–

'হে প্রশান্ত চিত্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকটেই ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে' *(ফজর ২৭-৩০)*।

(২) নফসে লাওয়্যামাহ। আল্লাহ বলেন, لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ– وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ। 'আমি শপথ করছি ক্বিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করছি সেই নফসের, যে নিজ কর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়' *(ক্বিয়ামাহ ১-২)*।

(৩) নফসে আম্মারাহ। আল্লাহ বলেন, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبِّيْ– 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ। কিন্তু সেই ব্যক্তি নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন' *(ইউসুফ ৫৩)*।

খারাপ মন থেকে বাঁচার কোন সুনির্দিষ্ট দো'আ নেই। তবে নিম্নোক্ত দো'আগুলি পাঠ করা যায়ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

'হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপরে স্থির রাখুন' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০২)*।

اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

'হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের উপরে স্থির রাখুন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)*।